উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় 3444

মসনদে বামপন্তী দিশানায়েকে

শিলিগুড়ি ৬ আশ্বিন ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 23 September 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 127

আয়ুত্মান ভারতের মাধ্যমে ৬ কোটি প্রবীণ নাগরিক উপকৃত হবেন



৭০+ বয়সি প্রবীণ নাগরিকদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা খরচে চিকিৎসা

বিকশিত ভারতের পথ সুগম করা



তুসসি গ্রেট হো।। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চরি, দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট জয়ের পর অশ্বীনকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন কোহলি।

বানভাসিরা ভেসেই যান প্রতিবার

রন্তিদেব সেনগুপ্ত



আগের বামফ্র*ন্টে*র সরকার। সেই সময় গঙ্গাভাঙনে মালদার

বেশ কিছু গ্রাম নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিল। ওই ভাঙনের খবর করতে। হরিশ্চন্দ্রপুরের কাছাকাছি একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামের মান্য সবকিছ হারিয়ে তখন পাকা সড়কের ওপর অস্থায়ী ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কথায় কথায় ওই গ্রামের মানুষরা বলেছিলেন, পাড় বাঁধানোর বরাত পেয়ে ঠিকাদার কিছু বোল্ডার ফেলে দিয়ে উধাও হয়ে যায়। পাকাপাকি পাড বাঁধানো কোনওদিনই হয় না। তব ওই ঠিকাদারই ফি বছর বরাত পায়। কারণ লোকাল পার্টির সঙ্গে ঠিকাদারের দহরম-মহরম।

আমপানের পর গোসাবার দিকে এক গ্রামে গিয়েছিলাম ত্রাণকার্যে। ওই গ্রামের বাসিন্দারা, অর্থনৈতিকভাবে তাঁরা প্রান্তিক শ্রেণির, বলেছিলেন, প্রতি বছরই বর্ষায় নদীর নোনা জল ঢকে আমাদের সামান্য যেটুকু খেতখামার আছে তার ক্ষতি করে দেয়। আর ঝড় এলে তো কথাই নেই। পুরো গ্রাম মাটিতে শুয়ে পড়ে। নোনা জল আটকাতে বাঁধ নেই নদীতে? জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তর এসেছিল, প্রতিবছর ঠিকাদার বাঁধে লোকদেখানোর মতো করে মাটি ফেলে যায়। কিন্তু এতবছরেও কোনও পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়নি। আমাদের দুর্ভাগ্য ছেড়ে যায়নি আমাদের।

মেদিনীপুরের ঘাটাল। অবস্থান অনেকটা গামলার মতো। শিলাবতী, কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর নদীতে জল বাড়লেই ঘাটাল ভেসে যায়। ফি বছরের এটাই চিত্র। ১৯৫৯ সালে কেন্দ্রে যখন জওহরলাল নেহরুর সরকার তখন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রচিত হয়। এতবছরেও সেই প্ল্যান কার্যকর হয়নি।

নদীর ধারে বাস যাঁদের তাঁদের আসলে ভাগ্যটাই খারাপ। ফি বছর ভারী বৃষ্টি হলে তাঁদের ঘরদোর ভেসে যাবে। আশ্রয় নিতে হবে ত্রাণশিবিরে। তা নিয়ে কিছুদিন হইচই হবে। লেখালেখি হবে। টিভি ক্যামেরা ছুটে যাবে বানভাসি অঞ্চলে। তারপর একসময় যখন জল নেমে যাবে, তখন যে কে সেই। কেউ আর নদীর ধারে বাস করা, ফি বছর বন্যায় সবকিছু হারানো মানুষগুলোর আর খোঁজ রাখবেন না। কেউ একবারও প্রশ্ন করবেন না, এই মানুষগুলো যাতে ফি বছর বন্যায় না ভাসে তার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শুরুতে ঘাটালের বলছিলাম। ডিভিসির ছাড়া জলে ঘাটাল আবার ভেসে গিয়েছে। ১৯৫৯ সালে মান সিং কমিটির ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান মঞ্জর করার

এরপর দৈশের পাতায়

ভিটেয় ফিরলেও বাঙালিরা অতিথিই

ঐতিহ্য সম্বল পাহাড়ের পুজোয়

সানি সরকার

নুপেন্দ্রনারায়ণ বেঙ্গলি হিন্দু হলের মন্দিরের গায়ে নতুন করে সাদা রংয়ের প্রলেপ পড়ছে। ঠিক এক ঠোকেন স্থানীয়রা। বছর পর। পুজো আসছে কি না। কিন্তু উৎসাহ কোথায়?

একইভাবে ঠিক এক বছর পর কার্সিয়াংয়ের ডাউহিল রোডের রাজরাজেশ্বরী বেঙ্গলি কমিউনিটি হলটিতেও রং করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কী রং করা হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সেখানেও উৎসাহের ছিটেফোঁটা লক্ষ করা যাচ্ছে না।

ওই দুটি হলের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। পাহাড়ি পাকদণ্ডি পথে বেশ কিছক্ষণ সময় লাগে। তবে দুটি হলের পরিস্থিতি এখন একই।

দুগপিজোর বাকি হাতেগোনা কয়েকটা দিন। এই আবহেও পুজো নিয়ে কোনও উৎসাহই চোখে পড়ছে না ওই দুই জায়গায়। দুই দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তার গলায় আক্ষেপের একসুর, 'লোকবল আর কোথায়! তার মধ্যেও ঐতিহ্যটা ধরে রাখার रुष्टे।' পাহাড়ে দিন-দিন বাঙালি বাসিন্দার সংখ্যা কমছে, আর এর ফলেই যে উৎসাহে ভাটা পড়েছে.

তা অস্বীকার করছেন না কেউই। দার্জিলিংয়ের চকবাজার থেকে সারি সারি দোকান। একের পর এক যিঞ্জি গলি। তেমনই একটি গলি ধরে কিছটা এগিয়ে যেতেই সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি ধরে নীচে নামতেই

দার্জিলিং, ২২ সেপ্টেম্বর : ভাষায়, হিন্দু মন্দির। মন্দিরের দার্জিলিংয়ের চাঁদমারি বাজারের দেওয়ালে অতীত ইতিহাস স্পষ্ট। শুভাশিস বিয়ে কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মন্দিরে থাকা বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম

न्र्राक्षनाताराण तिष्ठि रिन्पू रत्नत श्रुष्का रूत। किष्ठ रुपरे आनन्न, সাদা মন্দিরটি সুস্পষ্ট। স্থানীয়দের সেই উদ্দীপনা কি ফিরে পাওয়া যাবে? পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সেনগুপ্ত বলছেন. 'অতীতকে ফিরে পাওয়া যায় না। তবে ঐতিহ্য ধরে রেখে নিষ্ঠার সঙ্গেই পুজো-অর্চনা হবে। সমস্ত



দার্জিলিংয়ে নৃপেন্দ্রনারায়ণ বেঙ্গলি হিন্দু হলে রংয়ের কাজ চলছে।

হলের চারপাশে এখন বাজারের আবর্জনার স্থূপ। এক দশক আগেও যা কল্পনা করা যেত না। অন্তত পাঁচ দশক পিছিয়ে গেলে এই হিন্দু হলটিই ছিল দার্জিলিংয়ের দুগাপুজোর মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। দার্জিলিংয়ের কিছটা নীচেই চাঁদমারি বাজার। সমস্ত বাঙালি এখানেই জমায়েত হতেন। টানা পাঁচদিনের পুজোকে কেন্দ্র করে চাঁদমারি হয়ে উঠত মিলনের কেন্দ্রস্থল।

১১০ বছরে পা দিয়ে এবছরও

কিছুই হবে তিথি ধরে।'

২০১৪ সালে শতবর্ষ উপলক্ষ্যে টয়ট্রেনে প্রতিমা নিয়ে জোড়বাংলো সংলগ্ন রংবেলে বিসর্জনের আয়োজন করা হয়েছিল। এখন টয়ট্রেন শুধুই অতীত। তবে কাঁধে করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার রীতিটা এ বছরও বাদ যাচ্ছে না। যদিও বর্ধমান রাজপরিবার থেকে এবছর কেউ আসবেন কি না, তা স্পষ্ট নয়।

এরপর দশের পাতায়

দাদা এখন 'ভিলেন'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বৈঠক করে তোপে গৌতম

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকার বাছাই করা তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে শনিবার সভা করেছিলেন গৌতম দেব। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ঝড় বইতে শুরু করেছে দলের অন্দরে। এতদিন আড়ালে আবড়ালে অনেকে দলের সমালোচনা করলেও এবারে প্রকাশ্যেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন অনেকে। পাশাপাশি এই ধরনের সভাকে গোষ্ঠীবাজি আখ্যা দিয়ে অস্বাস্থ্যকর বলেও মন্তব্য নীচুতলার অনেকে। কিছুদিন আগেই যাঁরা গৌতমদা (গৌতম দেব) বলতে অজ্ঞান ছিলেন, তাঁদের কাছেই বর্তমানে 'ভিলেন' বনে গিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র।

ফুলবাড়ির নজরকাড়া জমি কারবারকে সামনে রেখে কয়েক মাস আগে গ্রেপ্তার হন ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক এবং সহ সভাপতি গৌতম গোস্বামী। দুজনকেই বহিষ্কার করে দল। বর্তমানে দুজনেই জামিনে মুক্ত। পরবর্তীতে অপর এক সহ সভাপতি মতিন রায়কে অস্থায়ীভাবে ব্লক পরিচালনার দায়িত্ব দেয় জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল।

শনিবারের সভা প্রসঙ্গে মতিনের প্রতিক্রিয়া, 'দায়িত্ব পেয়ে সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চেয়েছিলাম। তার মাঝেই দলের মধ্যে অশান্তি সামনে আসে। সেগুলো মিটমাট করার আগেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর আলাদা মিটিং দেখতে পাচ্ছ।' এগুলোকে সমর্থন না করে মতিন প্রশ্ন তোলেন, 'এতে



কোন্দলের ঝাপটা

■ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বাছাই নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে তোপের মুখে গৌতম দেব

🛮 এই সভাকে গোষ্ঠীবাজি আখ্যা দিয়ে অস্বাস্থ্যকর বলেও মন্তব্য করেছেন অনেকে

■ বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অস্থায়ীভাবে ব্লক পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মতিন রায়

🔳 গ্রামীণ এলাকার এই কোন্দলের ঝাপটা লেগেছে পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডেও

কি গৌতমদা বিভেদ আরও বাড়িয়ে

দিলেন না? গৌতমের সভা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন ফুলবাড়ি-২ অঞ্চল সভাপতি রবিউল করিম (বকুল)। তাঁর বক্তব্য, 'শুনেছি যাঁরা দেবাশিসদা (দেবাশিস প্রামাণিক) জিন্দাবাদ বলেছেন তাঁদের নাকি

কোনওকিছুতে ডাকা হবে না। যেদিন দেবাশিসদা বাড়ি ফেরেন সেদিন ১ অঞ্চলে প্রকাশ্যে তৃণমূলের দুই কয়েক হাজার মানুষ তাঁর নামে গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি-মারামারি ঘটে। জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই তৃণমূলের। দল কি সকলকে

গত প্রায় বছর দেড়েক সময়ে এই এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদন্দ প্রবল আকার নিয়েছে। ক্রমাগত এমনটা চলতে থাকায় এলাকায় দলের ভোট আরও কমবে বলে মনে করছে তৃণমূলেরই একটি অং**শ**।



গ্রামীণ এলাকার কোন্দলের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে শহরেও। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের এক তৃণমূল নেতা বলেছেন, 'গত নির্বাচনে ৭২ হাজার ভোটে আমরা পিছিয়ে ছিলাম। আগামী বিধানসভায় সেটা এক লক্ষ পার হবে।

গত কয়েকদিন আগে ফুলবাড়ি-ঘটনার পর দার্জিলিং ও জলপাইগুডি জেলার নেতারা দুই পক্ষকে নিয়ে বসে সমস্যা মেটানোর কথা বলেছিলেন। এর মাঝে যব নেতা কিশোর মণ্ডল ও তাঁর অনুগামীরা শিলিগুডির মেয়র গৌতম দেবের শরণাপন্ন হন। দাবিমতো তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন গৌতম। সেই সভায় অনেকেই ডাক পাননি। এতেই ক্ষোভ জমেছে

অনেকের মনে। দলের সংখ্যালঘু সেলের ব্লক প্রেসিডেন্ট শাহেনশা ফিরদৌস আলম (বাবু) বলেছেন, 'বর্তমানে ব্লক সভাপতি নেই। নেই কোনও গাইডলাইন। অঞ্চল সভাপতি, বুথ সভাপতি, পঞ্চায়েত সদস্য সহ নীচুতলার কর্মীরা বিভ্রান্ত। অবিলম্বে দলের তরফে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। প্রোটোকল ছাড়া এই ধরনের সভা কখনও স্বাস্থ্যকর হতে পারে না।' জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায়ের কথায়, 'আমাকে প্রয়োজন মনে হয়নি তাই ডাকা হয়নি। আমি দলের প্রত্যেকের সঙ্গেই মিলেমিশে কাজ করতে চাই।' গোটা ঘটনায় কেউ ঘ্রিয়ে অথবা কেউ প্রকাশ্যেই সমালোচনা করতে শুরু করেছেন। যদিও এই প্রসঙ্গে শনিবারই গৌতম জানিয়েছিলেন, ওঁরা কিছু সমস্যার কথা বলতে চাওয়াতে গৌতম তাঁদের সঙ্গে বসেছিলেন। বিতর্ক এডাতে অবশ্য উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফোন ধরেননি জলপাইগুড়ি জেলা তৃণুলের সভানেত্রী মহুয়া গোপ, ফলে তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

বৌরয়ে যেতে হল ৪ ডাক্তারকে

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্যে ডাক্তারদের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ক্রমশ বেআক্র হচ্ছে। আরজি কর মেডিকেলে খুন-ধর্ষণ পরবর্তী আবহে কোণঠাসা হচ্চে 'উত্তরবঙ্গ লবি'। ওই লবির মূল মাথা বলে পরিচিত জলপাইগুড়ির চক্ষ বিশেষজ্ঞ সশান্ত রায় রবিবার ইভিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর রাজ্য শাখার সাধারণ সভায় থাকতেই পারলেন

বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে বৈঠকে ওই লবির আরও তিনজন চিকিৎসককে সভাস্থল ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই তিনজনের মধ্যে ছিলেন আইএমএ'র মালদা শাখার অপসারিত সভাপতি তাপস চক্রবর্তীও। মাত্র ক'দিন আগে মালদায় তাঁর সতীর্থরা। রাজ্য শাখার সেন ও সুশান্ত রায়ের গোষ্ঠীর দ্বন্দ্র তিনি।

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : নির্বাচনি প্রস্তুতি গ্রহণে রবিবার চরমে ওঠে। আঙুল উঁচিয়ে চলতে কলকাতায় আইএমএ'র বৈঠকটি নিধারিত ছিল।

আইএমএ'র সভা

■ ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে উত্তরবঙ্গ লবি

 মালদা শাখার অপসারিত সভাপতি তাপস চক্রবর্তীকে বের করে দেওয়া হয়

■ চলে যেতে বাধ্য হন জয়া মজুমদার ও প্রিয়াংকা রানা

■ সুশান্তদের 'গো ব্যাক' স্লোগানও শুনতে হয়েছে

কিন্তু বৈঠক শুরুর আগেই তাঁকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন আইএমএ'র রাজ্য সম্পাদক শান্তন সভাপতিকে রবিবারই চিঠি লিখেছেন

থাকে তুমুল তর্কবিতর্ক। সভাস্থল ছেডে বৈরিয়ে যাওয়ার জন্য সুশান্তকে হাতজোড় করে অনুরোধ করতে থাকেন শান্তনু। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আপনি চলে যান। সবাই এখানে আপনার ওপর ক্ষুব্ধ। আপনাকে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হলে আমার কিছু করার থাকবে না।

আগেই সুশান্ত 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানিয়েছিলেন, তিনি আইএমএ নিব্যচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। একটি পুরো প্যানেল নিয়েই ভোটে লড়ার ওই ঘোষণায় স্পষ্ট ছিল উত্তরবঙ্গ লবি পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেতে চায় আইএমএ-তে। সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা শাখা ইতিমধ্যে সুশান্তর সদস্যপদ বাতিলের সুপারিশ করেছে। সেই সুপারিশকে চ্যালেঞ্জ করে আইএমএ'র সর্বভারতীয়

সেবক

নার্সিংহোমের উলটোদিকের মলে

রবিবাসরীয় গোর্খা হাটে এসেছিলেন

এরপর দশের পাতায়

রোডে একটি

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি যেন। চিকিৎসক-পড়য়াকে যৌন নিগ্রহের

মেডিকেল

আরও একটি কাণ্ড। ঘটনাটি কল্যাণী মেডিকেল কলেজের। আরজি কর মেডিকেলে ধর্যণের পাশাপাশি খন করার অভিযোগ আছে। কল্যাণীতে হস্টেলের দরজা ভেঙে শ্লীলতাহানি ও যৌন নিযাতন করার অভিযোগ তুলেছেন এক চিকিৎসক-পড়য়াই। তাঁর অভিযোগের তির সরাসরি ওই কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কয়েকজন নেতার দিকে। অভিযোগে জড়িয়ে ঘটনার সময় কর্মরত

কল্যাণী মেডিকেলের অধ্যক্ষও। সেসময় নালিশ জানালেও পুলিশ তেমন কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে ক্ষুব্ধ তিনি। এমনকি, 'তখন প্রিন্সিপাল স্যার ফোন করে মিটিয়ে নিতে বলতেন' বলে নিগৃহীত চিকিৎসক-পড়য়ার বক্তব্য। ঘটনাটি প্রায় দেড় বছর আগের। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে একপক্ষ ২০২৩-এর ২৮ এপ্রিল কলেজের সমাবর্তন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ওই পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করায় চিকিৎসক-ছাত্রীটি রোষের মুখে পড়েন।

রবিবার তিনি জানিয়েছেন, 'হস্টেলের দরজা ভেঙে কয়েকজন আমার ঘরে ঢুকে খাট উলটে দেয়, লাথি মারা হয় আমাকে। আমাকে ঠেলে বিছানায় ফেলে দেওয়া হয়। শ্লীলতাহানি ও যৌন হেনস্তার অভিযোগও জানালেন তিনি। ওই চিকিৎসক-পড়য়ার কথায় উঠে এসেছে সেই হুমকি সংস্কৃতি। তাঁর ভাষায়, 'থেট করা হয়, আমাদের বিরোধিতা করে পাঁচ বছর এখানে থাকবি কী করে! আমার নাকে ঘুসি মেরেছিল। জলের ড্রাম দিয়ে মাথায় মারতে গিয়েছিল।'

দর্নীতির পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরতে পরতে যেন জড়িয়ে আছে যৌন নিগ্রহ। আরজি কর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণ নিয়ে হইচই হওয়ার পর একের পর এক কাণ্ড সামনে আসছে। এরপর দশের পাতায়

এরপর দশের পাতায়

একেই কয়েকদিন ধরে অসহ্য

উৎসবে ফিরতে শপিং মলে-বাজারে ক্রেতার



তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : কোনও দোকানে ঢাকের আওয়াজ। কোথাও ছাড়ের জন্য জমাট ভিড়। বাজার থেকে শপিং মল সব জায়গাতেই যেন উৎসবের ছবি। রবিবার ছুটির দিনে দুপুর থেকেই জমে ওঠে পুজোর বাজার। পুজোর পরিবেশ ফেরাতে শপিং মলগুলোতে ছিল নানা প্রতিযোগিতা আর শারদীয়া মেলার আয়োজন।

শপিং ছাড়া যেন পুজো সম্পূর্ণ বাজার ঘুরে কেনাকাটার আনন্দই কিন্তু আলাদা। পুজোর কয়েকদিন িকোন পোশাক প্রব, কী ধরনের

জুয়েলারিই বা কী থাকবে তার ডেস্টিনেশন বলতে আজও হিট শেঠ শ্রীলাল মার্কেট। অত্যাধুনিক পোশাক, জুয়েলারি, ব্যাগ, জুতো কী নেই এখানে।

মার্কিন মূলুক থেকে পুজোর জন্য বাড়ি এসৈছেন মিলনপল্লির পৌলোমী মজুমদার। ছুটির দিনে বাড়িতে বাবাকে নিয়ে শৈঠ শ্রীলাল মার্কেটে শপিং করতে এসেছিলেন। জানালেন, 'ছোটবেলা থেকেই পুজোর বাজার বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে করেছি। তাই যতই অনলাইনে শপিং করে থাকি, বাজার ঘোরা কিন্তু মাস্ট। বাবার অফিস ছুটি। নয়। যতই অনলাইন শিপিং হোক, তাই আমরা দুই বোন মিলে আজ বাবার সঙ্গে পুজোর বাজার করতে

বেরিয়েছি।' গত দেড় মাস ধরে আরজি কর

সাজব, পোশাকের সঙ্গে মানানসই হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক খুনের না হওয়া পর্যন্ত উৎসবে না ফেরার তবে পরিস্থিতি দ্রুত বদলেছে। এক

ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে ডাক দিয়েছেন। পুজোর বাজারে মাস আগেও যেখানে হাতেগোনা প্রস্তুতি কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে প্রতিবাদে নেমেছেন অগণিত মানুষ। এই ঘটনার জের কতটা পড়বে তা খদ্দেরের দেখা পাওয়া যেত, এখন হাসি ফুটেছে বিক্রেতাদের মুখে।



পুজোর বাজার জমজমাট। রবিবার শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে সূত্রধরের তোলা ছবি।

আমার উত্তরবঙ্গ

চায়ের আবাদে ছত্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণে গ্ৰেষণায় সাফল্য

(টিআরএ)-র মুকুটে আরেকটি পালক জুড়ল। উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক ় ও উন্নয়নকেন্দ্র নামে পরিচিত টিআরএ'র ওই শাখা থেকে মাইকোলজি বিভাগের ডঃ অভয়কুমার পান্ডে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারে চলতি বছরে সেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞানীদের তালিকাভুক্ত হয়েছেন। তিনি উত্তরের চা বাগানের ত্রাস হিসেবে পরিচিত ফিউসেরিয়াম ছত্রাকটির মূল প্রজাতি চিহ্নিতকরণের কাজটি করেছেন। ফিউসেরিয়ামের হামলায় চা গাছ যে রোগে আক্রান্ত হয়, সেটির নাম ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাক। সেইসঙ্গে ট্রাইকোডারমা রেসি এবং ব্যাসিলাস প্যারামাইকয়ডেস নামে দু'ধরনের উপকারী অণুজীবকে চিহ্নিত করে সেগুলির মাধ্যমে ওই রোগ নিয়ন্ত্রণের রূপরেখাও তৈরি করেছেন অভয়। যা বলেন, 'ওই বিজ্ঞানীর কাজের জন্য এখন পেটেন্ট প্রাপ্তির অপেক্ষায়।

চা গাছের বিভিন্ন রোগের ওপর টিআরএ-তে তিনি গত পাঁচ বছর ধরে গবেষণা করছেন। বছর চল্লিশের অভয় বললেন, 'ফিউসেরিয়াম চা গাছের একধরনের ছত্রাকঘটিত রোগ। এই রোগটি হলে যে অংশ থেকে চা পাতা তৈরি হয়, সেই দুটি পাতা রোগটা চিহ্নিত না করতে পারলে গাছ নষ্ট হয়ে যায়।'

তথা উত্তরবঙ্গের চা বাগানে রোগটি নাগরাকাটা. ২২ সেপ্টেম্বর : বেশ ভালোমতোই ছডিয়েছিল। তবে নাগরাকাটার চা গবেষণা সংস্থা এবার সেটা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। চা গাছে যে ব্যাকটিরিয়াও হানা দিতে পারে, সেটাও ওই বিজ্ঞানী সহ টিআরএ'র অন্য বিজ্ঞানীদের মিলিত আবিষ্কার। অভয়ের এই প্রাপ্তিতে খূশির হাওয়া টিআরএ'র অন্দরে।



বিজ্ঞানী ডঃ অভয়কমার পাডে।

সংস্থার সম্পাদক জয়দীপ ফুকন কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। অভয়ের মাধ্যমে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাগরাকাটার উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা এবং উন্নয়নকেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ শ্যাম ভার্গিসও একই কথা জানান। তিনি বললেন, 'যত দিন যাচ্ছে, চা শিল্পকে একটি কঁড়ি নষ্ট করে দেয়। সময়মতো তত নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ফিউসেরিয়াম ডাইব্যাকের হামলাও সেরকমই।'



পূজারিণীর মান ভাঙাতে কী পরিকল্পনা করবে মহারাজ? কোনদিকে মোড় নেবে এই সম্পর্ক? উড়ান-মহা সোমবার-১ ঘণ্টার মহা এপিসোড-সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে স্টার জলসায়

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ ৮.০০ পুলিশ ফাইলস তেঁতলপাতা. ৬.৩০ এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০

হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০

कालार्भ वाःला : वित्कल ৫.०० ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬,০০ রাম কফা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন. ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত

গীতা সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বস রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, বিকেল ৪.৩৫ দেবী, রাত ৮.০৫ মেজ দিদি, রাত ১১.০৫ লাঠি

জি বাংলা সিনেমা: সকাল ১১.৩০ আক্রোশ, দুপুর ২.২৫ বস-বর্ন টু রুল, বিকেল ৫.২০ মানুষ কেন বেইমান, রাত ৮.০০ পাপী, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা: সকাল ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেস্ট, বিকেল ৪.০০ আমাদের সংসার, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রেমের কাহিনী, রাত ১০.০০ রিফিউজি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভাই



গুডলাক জেরি রাত ৯টায় স্টার গোল্ড সিলেক্টে



কৃশ ৩ রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্সে**



শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক আনন্দী – সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে জি বাংলায়

শৈশবে পাচার, নিগ্রহ রোধে সফল 'প্রেরণা'

কোচবিহার, ২২ সেপ্টেম্বর প্রোজেক্ট প্রেরণা চালু করেছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। যার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, শিশু পাচার, শিশুদের যৌন নিযাতিনের হাত থেকে রক্ষা, বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের উদ্ধার সহ নানাভাবে অত্যাচারিত. বঞ্চিত শিশুদের সাহায্য করার কাজ চলছে। কোচবিহারে প্রোজেক্ট প্রেরণা পোর্টালের মাধ্যমে এপর্যন্ত ১৬৮টি অভিযোগের সমাধানও করা হয়েছে। রাজ্যের মধ্যে একমাত্র কোচবিহার জেলা প্রশাসনের নিজস্ব উদ্যোগে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। প্রকল্পের চেয়ারম্যান জেলা শাসক।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ১৮ বছরের কম বয়সি যে কোনও নাবালক, নাবালিকার সমস্যার কথা প্রেরণা পোর্টালে জানানো যাবে। বিশেষ ক্ষেত্রে পরিচয়ও গোপন রাখা হচ্ছে। যে কোনও স্মার্টফোনে গুগলে গিয়ে 'প্রেরণা সিবিআর ডট ইন' লিখলেই প্রোজেক্ট প্রেরণার পোর্টাল খুলবে। এরপর একটি পেজ থাকবে। সেখানে নির্দিষ্ট এলাকার নাবালক, নাবালিকাদের যে কোনও সমস্যার

উদ্যোগ

- বাল্যবিবাহ, শিশু পাচার, শিশুদের যৌন নিযাতিনের হাত থেকে রক্ষা সহ নানাভাবে অত্যাচারিত, শিশুদের সাহায্য করার কাজ
- 💶 এপর্যন্ত ১৬৮টি অভিযোগের সমাধান করা হয়েছে
- রাজ্যে একমাত্র কোচবিহার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রকল্পটি চালু হয়েছে

কথা লিখে নথিভুক্ত করতে হবে। তারপর সেখান থেকে জেলা শাসক থেকে শুরু করে পুলিশ, প্রশাসনের নানা আধিকারিকের কাছে তথ্য পৌঁছে যাবে। এরপর তাঁরা প্রয়োজন বুঝে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

উদ্যোগে 'প্রকৃতির রঙে রাঙিয়ে

দিয়ে যাই বইগ্রাম পানিঝোরা'

নামক অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা

হয়েছিল। সেখানেই সপ্তপর্ণার মতো

আরও অনেকে তাঁদের প্রিয়জনদের

নামে লাগালেন। অমলতাস,

কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, বোগেনভিলিয়া,

নীল টগর, পিক্ষ শাওয়ারের মতো

প্রচুর চারাগাছ। চারাগাছ লাগাতে

লাগাতে সপ্তপর্ণা বলল, 'ভাই যখন

বড় হবে, তখন এই গ্রামে নিয়ে

এলে ওর নামে লাগানো গাছগুলো

দেখে খুবই আনন্দিত হবে। একটা

চারাগাছ লাগানো হয়েছে। সেইসঙ্গে

গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে তিনটি

করে রাধাচুড়া, কৃষ্ণচুড়া এবং

অমলতাসের চারা দেওয়া হয়েছে।

সবমিলিয়ে এদিন ২২২টি বিভিন্ন

গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

সেঞ্চলোব মধ্যে গ্রামেব খেলোয়াড

এবং ভলান্টিয়াররা ৭০টির মতো

চারাগাছের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব

গ্রামটিকে

ভিলেজ হিসেবে ভাবা হয়েছে।

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

EX-SERVICEMEN CONTRIBUTARY HEALTH SCHEME (ECHS)

STATION HEADQUARTER (ESM CELL) BINNAGURI CANTT

PHONE: 8945070455

e-mail:echscellbinnaguri@gmail.com

EMPLOYMENT NOTICE

ECHS invites application to engage Offrs, Para /Non Medical Staff on contractual basis in ECHS Cooch Behan for a

period of one year renewable for additional period of one year/till attaining the maximum age subject to performance of candidates/other conditions according to the criteria as mentioned against each post:-

05 Years

05 Years

05 Years

03 Years

05 Years

05 Years

05 Years

For Terms & Conditions, Application From, Remuneration: Kindly see our website www.echs.gov.in. For additional

Details, please contact Stn HQ (ECHS Cell) Binnaguri, Mobile No 8945070455 & email ID echscellbinnaguri@gmail.com

Last date of receipt of application as per format given at our website; Application as per requisite format along with self

attested photocopies of testimonials in support of Education Qualification and work Experience will be submitted to OIC, STN

Interview Date, Timing & Venue: Candidate must reach STN HQ Binnaguri ESM Cell at 0900 hrs on 05.11.2024 for

the interview to be held between 1130 hrs to 1330 hrs. Candidate must bring all the original certificate/Marksheet/degree of 10"/Matric, 10+2 & Graduation/post-graduation/diploma/course, work experience and discharge book, PPO, service records

and 02 x Passport size colour photographs at the time of interview. TA/DA is not admissible. Only candidates meeting the

HQ(ECHS Cell) Binnaguri 23.10. 2024 in duplicate. Any application received after 23.10. 2024 will not be accepted.

মডেল

গ্রামের রাস্তা, বিভিন্ন এলাকায়

স্মৃতিও হয়ে থাকবে।'

নিয়েছেন।

Minimum Qualification

Graduate

MBBS

GNM Diploma/Class I Nursing

Assistants Course (Armad Forces

B Pharmacy & D Pharmacy

From Recognized Institution

Graduated / Class I Clerical Trade

(Armad Forces)

Literate

Literate

approach concerned ECHS Polyclinic for details. Preference will be given to the Ex-Servicemen.

এই

২০২৩ সালের অগাস্টে পোটলি চালু করা হয়েছিল। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৬৮টি অভিযোগ এই পোর্টালে এসেছে। তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। কোচবিহার-২ ব্লকের পুণ্ডিবাড়ি মাথাভাঙ্গা, শীতলকচি, *্*সিতাই তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট এলাকা থেকে বেশি অভিযোগ এসেছে এই পোর্টালে। তবে, এর প্রচার কেন কম রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গুরুত্বপূর্ণ এই উদ্যোগ নেওয়া হলেও জেলার সিংহভাগ মানুষ তা জানেনই না। তাই প্রেরণার আরও প্রচারের দাবি উঠেছে। কোচবিহার জেলা শিশু সরক্ষা আধিকারিক স্নেহাশিস চৌধুরী বলেন, 'রাজ্যের মধ্যে একমাত্র কোচবিহার জেলাতেই এই প্রকল্প চলছে। শিশুদের সুরক্ষা দিতে বড় ভূমিকা পালন করছে এই প্রকল্প।'

Appointment

Officer in Charge

(Cooch Behar)

Medical Officer

(Cooch Behar)

Nursing Assistant

(Cooch Behar)

Pharmacist

(Cooch Behar)

Data Entry Operator

(Cooch Behar)

Safaiwala

(Cooch Behar)

Female Attendent



২২ দিনের ভাইয়ের নামে

বৃক্ষরোপণ বইগ্রামে

বইগ্রাম পানিঝোরায় ২২২টি গাছের চারা স্থাপন। রবিবার।

গরমে স্বস্তির স্নান নেওড়া নদীতে। রবিবার। মালবাজারে অ্যানি মিত্রর তোলা ছবি।

সেজন্য গ্রামের সৌন্দর্যায়ন যাতে প্রাকৃতিকভাবে হয়, সেই ভাবনা থেকে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে এই গাছ লাগানোর বিষয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল। সেখানে ব্যাপক সাড়া পেয়ে এদিনের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। পরিকল্পনা করে পানিঝোরা সংলগ্ন বক্সা ফরেস্ট রোড, গ্রামে ঢোকার দুটো রাস্তা, গ্রামের মাঠের চারপাশে চারাগাছ লাগানো হয়েছে। ডুয়ার্সের প্রকৃতির নিজস্ব রংয়ে বইগ্রামকে সাজিয়ে তোলাই মূল লক্ষ্য। সেইসঙ্গে গাছ যে মানুষের পরম বন্ধু, সেই বাতাও দেওয়া হয়েছে এদিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে।

আলিপুরদুয়ারের মৌসুমি কর তাঁর স্বামীর নামে চারাগাছ রোপণ করেছেন। মৌসুমি জানালেন, একইসঙ্গে তাঁর স্বামী ছেলের নামে এবং ছেলে মায়ের নামে গাছ লাগিয়েছে। তাঁর কথায়, 'গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সহ একাধিক কাজ করে থাকে। সন্তানরা যেভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পরিবারের ধারা বহন করে, গাছও

No of Vacancy Fixed Remuneration

01

01

Rs. 75.000/-

Rs. 75,000/-

Rs. 28,100/-

Rs. 28,100/-

Ps. 19,700/-

Ps. 16,800/-

Rs. 16,800/-

তেমনই বছরের পর বছর ছায়া, ফুল ফল দিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। এদিনের চারাগাছ রোপণ একটা সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

আলিপরদয়ারের বাসিন্দা অসীম সাহা তাঁর প্রয়াত মা-বাবার উদ্দেশে নীল টগর. হাসনুহানা, পিঙ্ক শাওয়ারের চারাগাছ রোপণ করেন। তিনিও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এই গ্রামই পরবর্তীতে অন্য গ্রামগুলোকে পথ দেখাবে। পারমিতা নাগও তাঁর মেয়ের নামে কৃষ্ণচূড়া গাছের চারা রোপণ করেছেন। আবার হাওড়ার বাসিন্দা সুব্রত মজুমদার তাঁর স্ত্রীর নামে চারাগাছ লাগালেন।

আয়োজক সংস্থার সম্পাদক পার্থ সাহা বলেন, 'গাছ পরিবেশকে ভালো রাখে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিয়ে বইগ্রামকে রাঙিয়ে দেবে। এই রঙের বাহারই পর্যটকদের আকর্ষণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।' শুধু রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া নয়, গ্রামে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে বলে জানালেন তিনি।

যাত্রীসুরক্ষায় রেলের নয়া উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : যাত্রীসরক্ষা ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য আনতে উত্তর-পর্ব সীমান্ত রেলের তরফে রেল পরিকাঠামো আধুনিকীকরণ করার কাজ শুরু করেছে। বিশেষ করে পুরোনো আইসিএফ কোচ-গুলিকে এলএইচবি কোচে পরিণত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অত্যা-ধুনিক কোচে স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনিব্রপণ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফায়ার অ্যান্ড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম (এফএসডিএস), ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড সাপ্রেশন সিস্টেম (এফডিএসএস) এবং অ্যারোসল ভিত্তিক ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম বসানো হয়েছে। ৬২ জোড়া ট্রেনে এলএইচবি কোচ যুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে ১ হাজার ৬০টি এলএই-চবি কোচে অগ্নিনিবপিণের এফএ-সডিএস, ৬৮টি প্যান্ট্রি কারে এফ-ডিএসএস ব্যবস্থা বসানো হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল-কিশোর শর্মা জানান, 'অ্যাডভান্সড নিওম্যাটিক ডিস্ক ব্রেক সিস্টেমের মাধ্যমে এলএইচবি কোচগুলিকে সংঘর্ষ প্রতিরোধক করে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি ব্রেকিং ব্যবস্থা পোক্তভাবে করা হয়েছে। যাত্রীদের রেলভ্রমণে সুরক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রা-ধিকার দিতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-(অতিরিক্ত গাঁত্রহরিদ্রা ও অব্যুঢ়ান্ন) নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ত্রিপুরার স্থনামধন্য ও অতিপরিচিত

র্যালিতে গন্ডার রক্ষার বার্তা

শুভদীপ শৰ্মা ও রহিদুল ইসলাম

সেপ্টেম্বর : গন্ডার রক্ষার বার্তা নিয়ে রবিবার বিশ্ব গন্ডার দিবসে লাটাগুড়িতে বাইক র্যালি আয়োজিত হল। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের উদ্যোগে লাটাগুড়ি থেকে শুরু হয়ে র্যালি, চালসা হয়ে ধপছড়া এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে গিয়ে সেটি শেষ হয়।

গরুমারা জাতীয় উদ্যানে এই মুহুর্তে ৬০টির কাছাকাছি গভার রয়েছে। অতীতে অনেকবার গরুমারায় চোরাশিকারির হামলায় গন্ডারের মৃত্যু ও সেগুলির খড়া কেটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। তবে গত কয়েক বছর ধরে বন দপ্তর গরুমারায় চোরাশিকারিদের হামলা রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনের কথায়. গন্ডার ও অন্য বন্যপ্রাণীর কথা মাথায় রেখে গরুমারায় নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। বনকর্মীদের কড়া নজরদারির জয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যরা চোরাশিকারিদের ঠেকাতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন। যার সুফলও পাচ্ছি আমরা।'

ডিএফও জানান, গভারের বাড়লেও গরুমারায় ঘাসভূমির পরিমাণ কম হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। বিষয়টি ঊধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। গন্ডার দিবস উপলক্ষ্যে লাটাগুড়ি থেকে শুরু হওয়া বাইক র্যালিতে বন দপ্তরের কর্মীরা ছাড়াও পরিবেশপ্রেমী ও লাটাগুডির ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অংশগ্ৰহণ করেন। মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে, গন্ডার সহ অন্য বন্যপ্রাণীদের রক্ষার বিষয়ে সচেতন করা হয়। অনেকে গভারের খড়ো ওষাধগুণ রয়েছে বলে মনে ভ্রান্তধারণা ধরে রেখেছেন। সেই ভুল ভাঙাতেও এদিন প্রচার চালানো হয় র্যালির মাধ্যমে বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিন গভার দিবস উপলক্ষ্যে টিয়াবন এলাকায় স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করল চালসার পরিবেশপ্রেমী সংগঠন চালসা নেচার স্টাডি আাভ অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটি।

বই ধনীরামের মাদারিহাট, ২২ সেপ্টেম্বর

টোটোপাড়া

নিয়ে আরেকটি

পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো লিখেছেন আরও একটি বই। নাম দিয়েছেন 'টোটোপাড়ার পরিচয় ব্<u>ত্তান্ত</u>'। রবিবার সেই বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে জেলা শাসক আর বিমলা। এদিন অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল টোটোপাড়ার পোঁয়ারগাঁও মক্তারাম টোটো মেমোরিয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেছেন তিনি।

ধনীরাম টোটোর এই বইটিতে টোটোপাড়ার ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং আর্থসামাজিক বিষয়গুলো রয়েছে। সেইসঙ্গে টোটো জনজাতির জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকও তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে, এদিন আরিয়াম রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইউনিটের উদ্যোগে স্কুল প্রাঙ্গণে তৈরি করা হয়েছে একটি মিউজিয়াম। মিউজিয়ামটিতে টোটো এবং অন্যান্য জনজাতির দৈনন্দিন ব্যবহৃত গহস্থালি এবং ক্ষির নানারকম সামগ্রী রাখা হয়েছে। টোটোপাড়ার এই মিউজিয়ামটি পর্যটকদের পাশাপাশি গবেষকদেরও কাজে লাগবে বলে সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পর্যটকরা ঘরে দেখতে পার্বেন টোটোদের প্রাচীন গহস্তালি ও ক্ষির সামগ্রী। এছাড়া, মিউজিয়ামে জায়গা পেয়েছে ধনীরাম টোটোর সৃষ্ট টোটো বর্ণমালার বইটিও।

কিডনি চাই

B+ কিডনি চাই। সহাদয় মানুষ অনুধৰ্ব ৫০। যোগাযোগ- 9126014796, জলপাইগুড়ি। (C/111777)

আয়া/সেবিকা

আয়া সেন্টার জ্যোতি রায়, এখানে মাসি ও সিস্টার পাওয়া যায়। এখানে মালিশ ও ফিজিওথেরাপি করা হয় ও যে কোনও কাজের লোক পাওয়া যায়। 9800927223. (C/112745)

কর্মখালি

বেতন 12,500/-, PF+ESII উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন কোম্পানিতে লোক নেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ডে। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে। M : 8653710700.

Siliguri College of Commerce

Walk-in-interview the Invitee Teacher (Purely Temporary basis and Class basis remuneration) in Hindi (1) and Law (1) will be held on 25/09/2024- Wednesday (11.00 A.M.) at Siliguri College of Commerce. For details, please follow the college website www. siliguricollegeof commerce.org



প্রতি ইং মাসের ২২থেকে ৩১ হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়িতে প্রতি ইং মাসের ১ থেকে ৫ মালবাজার

RATNA BHANDAR তিবে আছা। বিদ্যালে প্রহরত্ত । তথ্যে স্বর্ন

₽77193 71978



জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা প্রবধু খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শুনাপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবন্ধ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াউসআপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসআাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় ডত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি শ্রীদেবাচার্য্য ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পথে চলতে খুব সতর্ক দেখা পেয়ে আনন্দ। বৃষ দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ তুলা : কাজ পণ্ড হবে। মিথুন: সৃষ্টিশীল বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। অফিসে চিন্তা ও নতুন পরিকল্পনায় সফল হবেন। পেটের রোগে ভোগান্তি।

অর্থাগমের সম্ভাবনা। : বিদেশে যাওয়ার বাধা বহুদিন পরে কোনও প্রিয়জনকে কোন জিনিস হারাতে পারে। নতুন সম্পর্কে আজ বৃশ্চিক : আত্মীয়স্বজনের খারাপ ব্যবহারে মানসিক আঘাত পাওয়ার কাটবে।

কর্কট: ব্যবসায় বাডতি বিনিয়োগে সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান্। **ধনু** : বাবার শরীর নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা থাকবে। আজ জমি কেটে যাবে। কোনও অপরিচিত কেনার সহজ সুযোগ আসবে। ব্যক্তি ক্ষতি করতে পারে। কন্যা: মকর: বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসা আজ শুরু করতে ेপারেন। থাকুন। পুরোনো কোনও বন্ধুর কাছে পেয়ে আনন্দ। মূল্যবান পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে খুশি। কুম্ভ : শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগে রাশ না টানলে ক্ষতির হবে আজ। নিজের ভলে কোনও জড়াতে পারেন। নতুন গাড়ি ও সম্ভাবনা। প্রেমে শুভ। মীন : আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে। বাড়ি সংস্কারে টাকার চিন্তা

Qualitative Requirements may apply.

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আশ্বিন, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, ৬ ৭।২৭ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-

চন্দ্রের দশা, শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। আজ ৬ আশ্বিন, ১৪৩১, ভাঃ ১ মৃতে-দোষ নাই, রাত্রি ৭।২৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, আহিন, সংবৎ ৬ আশ্বিন বদি, ১৯ রাত্রি ৭।২৭ গতে বায়ুকোণে। ৫।৩১। সোমবার, ষষ্ঠী রাত্রি ৭।২৭। ও ২।৩১ গতে ৪।১ মধ্যে। কালরাত্রি রোহিণীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।২৩। ১০।০ গতে ১১।৩০ মধ্যে। যাত্রা-৭।২৭ গতে মাত্র পূর্বে ও পশ্চিমে ১০।৫৭ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৭ বুষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।২৩ গতে মাত্র মধ্যে।

নরগণ অস্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী

রবিঃ আউঃ। সৃঃ উঃ ৫।২৯, অঃ কালবেলাদি ৬।৫৯ গতে ৮।২৯ মধ্যে লেখিকা. সমাজসেবিকা. নাট্যকর্মী ও শিক্ষিকা শ্রীমতি তুষারকণা মজুমদার মহাশয়ার প্রয়াণ দিবস। অমৃত্যোগ-বজ্রযোগ দিবা ১২।২১। গরকরণ শুভ পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা দিবা ৭।৯ মধ্যে ও ৮।৪১ গতে দিবা ৮।২০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৪।১ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৭ গতে

ন্যাক মূল্যায়নে 'বি' গ্রেড

মহিলা কলেজের

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (ন্যাক) মূল্যায়নে 'বি' গ্রেড পেল শিলিগুডি মহিলা কলেজ। গত ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর কলেজে ন্যাক ভিজিট হয়েছিল। ন্যাকের দলে ছিলেন সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য লিঙ্গরাজা গান্ধি, শ্রীনগরের গভর্নমেন্ট কলেজ ফর উইমেন-এর অধ্যক্ষ রুহিজান কান্থ। সীমিত পরিকাঠামো নিয়ে 'বি' গ্রেড পেয়ে খুশি কলেজ কর্তৃপক্ষ।

ন্যাকের সামনে আধুনিক দেখাতে নয়া ক্লাস রুম, জিম, যোগাসনের জন্য রুম সহ পরিকাঠামোগত নানা পরিবর্তন এনেছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু न्यात्कत मुन्यायन श्रक्तिया त्य कठिन এবং তাতে যে খুব ভালো গ্রেড মিলবে না, তা আগেভাগৈই কলেজ কর্তৃপক্ষ বুঝতে পেরেছিল। কলেজের অধ্যক্ষ সুত্রত দেবনাথ বলেন, 'শনিবার ই-মেল মারফত গ্রেডের বিষয়টি আমাদের জানানো হয়েছে। ন্যাকের প্রথম মূল্যায়নে বি-গ্রেড পাওয়া আমাদের কাছে ভালো ব্যাপার। পডয়াদের স্বার্থে পরিকাঠামো আরও উন্নত করা হবে।' এরপরের ন্যাক ভিজিটে আরও বেশি পরিকাঠামগত উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন আশাবাদী অধ্যক্ষ।

পোষ্যকে পাথর ছোড়ায় দুই মহিলার বচসা

চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর পোষ্যকে পাথর ছুড়ে মারার অভিযোগে রবিবার সকালে দুই মহিলার মধ্যে বচসা হয়। এরপর এক মহিলা গোলাপি পোদারকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী আরেক মহিলা মিনুরানি সরকারের বিৰুদ্ধে। ঘটনায় গোলাপি কানে চোট পান বলে জানা গিয়েছে। রবিবার ঘটনাটি ঘটে চোপডার কালাগছ এলাকায়। জখম গোলাপিকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়



আহত গোলাপি পোদ্ধার।

গোলাপি এদিন চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, এদিন সকালে গোরু নিয়ে বাড়ি থেকে বের হতেই মিনুরানির পোষ্য একটি কুকুর তাঁকে দেখে তেড়ে আসে। কামড় থেকে বাঁচতে রাস্তা থেকে একটি পাথর তুলে কুকুরটির উদ্দেশে ছুড়ে মারেন তিনি। সেসময় কুকুরের মালিক এগিয়ে এসে তাকে মারধর করেন বলে দাবি গোলাপির। এরপর প্রতিবেশীরা এসে দুজনকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে বচসা থামান। ঘটনায় গোলাপির ডান কানের একাংশ কেটে যায়। এব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওঁয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সন্ধ্যার

নত্ন কাপড

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ির ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি সাফাইকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নতুন বস্ত্র উপহার দিল। রবিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল ওয়ার্ডে কর্মরত ৩৪ জন সাফাইকর্মী এবং ১৪ জন স্বাস্থ্যকর্মীর হাতে এই উপহার তুলে দেন। ওয়ার্ড সভাপতি প্রদ্যুৎ কর এবং সম্পাদক নির্বাণ সেনগুপ্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে পজোর দিনগুলিতে এলাকাকে আবর্জনামুক্ত রাখতে প্রচারে জোর দেওয়া হয়েছে।



আজ বৈঠক কালিম্পংয়ে

পাহাড়ে নয়া দল তৈরির সম্ভাবনা

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : সামনেই পুরসভা ভোট। তার দার্জিলিং পুরসভা ভোটের তিন আগে পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক মাস আগে হামরো পার্টি প্রতিষ্ঠা দলের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অজয় এডওয়ার্ডের হামরো পার্টি সেই নয়া দলের সঙ্গে মিশে যাবে কি না, এখন সেই প্রশ্ন ঘুরছে পাহাড়ের অলিগলিতে। অজয় নিজে এব্যাপারে কিছু বলতে না চাইলেও সেই সম্ভাবনা উসকে দিচ্ছেন দলের অন্য নেতারা।

সূত্রের খবর, নরেন্দ্র তামাংকে সামনে রেখে সোমবার কালিম্পংয়ের ১০ মাইলে মাড়োয়ারি ভবনে একটি সভা ডাকা হয়েছে। 'নয়া বাটো' অর্থাৎ নতুন পথ নাম দিয়ে পাহাড়ের রাজনীতিতে দিশা খুঁজতেই এই সভা ডাকা হয়েছে বলে খবর। সভায় বিক্ষুৰ বিজিপিএম নেত্ৰী লিলা গুরুংও থাকতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। এমনকি মোর্চার এক ঝাঁক নেতাও ওই সভায় অংশ নেবেন। থাকতে পারেন স্বয়ং অজয়ও। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্র তামাং বলেছেন, 'আমরা বৈঠকে বসছি। সেখান থেকেই আগামী কর্মসূচি অনেককিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বোর্ড গঠন করে

মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর জিএনএলএফ থেকে বেরিয়ে এসে

'নয়া বাটো'

 নরেন্দ্র তামাংকে সামনে রেখে সোমবার ১০ মাইলের মাড়োয়ারি ভবনে একটি সভা ডাকা হয়েছে

💶 'নয়া বাটো' অথাৎ নতুন পথ নাম দিয়ে পাহাড়ের রাজনীতিতে দিশা খুঁজতেই এই সভা

 সভায় থাকতে পারেন বিক্ষুব্ধ বিজিপিএম নেত্ৰী লিলা গুরুং এবং হামরো পার্টির অজয় এডওয়ার্ড

🔳 হামরো পার্টি কি সেই নয়া দলের সঙ্গে মিশে যাবে, উঠছে প্রশ্ন

করেছিলেন অজয়। সদ্যোজাত এই নেওয়া হবে।' সেই বৈঠক থেকেই দলটি সেবার প্রসভা ভোটে একক

সংলগ্ন

প্ল্যাটফর্মে রোজ মদের আসর বসছে।

সম্প্রতি ইসলামপুর থেকে বয়স্ক মাকে

নিয়ে রাতের দিকে নকশালবাডি

স্টেশনে ফেরেন হিনা খাতুন। তিনি

বলেন, 'গোটা প্ল্যাটফর্ম অন্ধকারে

ডবে ছিল। এমনকি হাঁটার সময় নীচে

কী রয়েছে তা-ও দেখা যাচ্ছিল না।

কিছু লোক প্ল্যাটফর্মে বসে অশ্লীল

ভাষায় কথা বলছিল। গোটা শরীরে

কাঁটা দিচ্ছিল। আমি মাকে নিয়ে

তাডাতাডি রাস্তার দিকে নেমে যাই।'

দ্রুত আলোর ব্যবস্থা হোক বলে

দাবি জানিয়েছেন তিনি। স্টেশনের

পাশেই অমল সিংয়ের বাড়ি। তিনি

বলছেন, 'অন্ধকার নামলেই স্টেশনে

অসামাজিক কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়।

স্টেশনমাস্টারকে বলেছি। কিন্তু তাঁরা

কোনও কথাই শুনছেন না।' যদিও

'বিষয়টি জানা নেই' বলে মন্তব্য

করেছেন স্টেশন ম্যানেজার আরপি

সিনহা। তবে সমস্যা সমাধানের

এলাকার

পর্যাপ্ত আলো নেই

নকশালবাড়ি স্টেশনে

পর অন্ধকারে ডুবে যায়

বসে যায় নেশার আসর। স্টেশন

চত্বরে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না

থাকায় অন্ধকার প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে

বাডি ফিরতে হয় যাত্রীদের। যার ফলে

আতঙ্কে থাকেন যাত্রীরা। এমনই

অভিযোগ, উভয় প্ল্যাটফর্মেই পর্যাপ্ত

আলো নেই। বেশ কয়েকদিন আগে

নকশালবাড়ি স্টেশন থেকে এক

মহিলার ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা হয়।

সেসময় হঠাৎ দম্কতীরা ওই মহিলাকে

ট্রেন থেকে ফেলে দেয়। এই ঘটনার

পর স্টেশন চত্তরে যাত্রীদের নিরাপত্তা

সুনিশ্চিত করার দাবি জোরালো হয়ে

ওঠে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন

রেলওয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত

আধিকারিক এনএম সিং বলেন,

'প্ল্যাটফর্মে যে আলো নেই. আমাদের

নিয়ে শিলিগুডি

কোনও পদক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি।

বিষয়টি

এখানে দুটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে।

অবস্থা নকশালবাডি স্টেশনের।

নকশালবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : আসেনি। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।'

প্ল্যাটফর্ম। তারপর গোটা এলাকায় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অন্ধকার

(3/5×10

বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

অনীত থাপার ভারতীয় গোখা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) জিটিএ দখল করার পরেই হামরো পার্টির হাত থেকে দার্জিলিং পুরসভা ছিনিয়ে নেয়। সেসময় দলের বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার বিজিপিএমে যোগ দেন। সেই শুরু। এরপর থেকে বারবার ভেঙেছে অজয়ের পার্টি।

এখনও রেজিস্ট্রেশন না পাওয়া হামরো পার্টিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না অজয়। তাই নতুন পার্টির চিন্তাভাবনা চলছে বলে বেশ কয়েক মাস ধরেই পাহাড়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছে। আগামী ২৫ নভেম্বর হামরো পার্টির তৃতীয় বর্ষপূর্তি। তার আগেই নতুন পার্টি গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

আগামী দু'তিন মাসের মধ্যেই কালিস্পং, কার্সিয়াং এবং মিরিকে পুরসভা ভোট হওয়ার কথা। তার আগে নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি করে ভৌটে লড়াইয়ের প্রস্তুতির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জানা যাচ্ছে, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে বিজিপিএমের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কয়েকজন নেতাকে একত্রিত করে নতুন মঞ্চ তৈরি করতে তৎপর হয়েছেন অজয়।

জৈব চাষের প্রশিক্ষণ

ফসল উৎপাদনে জৈব পদ্ধতির ওপর বেশি জোর দিচ্ছে কৃষি দপ্তর। এজন্য কেন্দ্রের কৃষিমন্ত্রকৈর আওতাধীন বিজিওনাল সেন্টার ফর আভ ন্যাচারাল ফার্মিং বিভাগের সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার চাষিদের উদ্বুদ্ধ করার কাজ শুরু হয়েছে। কীভাবে কাজটি করা যেতে পারে তা চাষিদের বুঝিয়ে বলতে জলপাইগুড়ির পর এবার দার্জিলিং জেলার দুটি স্থানে শিবির

শনিবার নকশালবাড়ি ব্লকের ৫০ জন চাষি এবং রবিবার খডিবাডি ব্লকের বুড়াগঞ্জের বাদলভিটা ফার্মার্স প্রোডিউসার্স ক্লাবের ৫০ জন চাষিকে নিয়ে শিবির হয়। অগাস্ট মাসে একই ধরনের শিবির হয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের মালকানি ও টটগাঁওতে। মালবাজার ব্লকের কৃষিমন্ত্রকের ভূবনেশ্বরের রিজিওনাল সেন্টার ফর অগানিক অ্যান্ড ন্যাচারাল ফার্মিংয়ের টেকনিকাল অফিসার ক্ষিতীশ কুমার শিবিরে বিষয়টি জানান। ছিলেন কৃষি দপ্তরের জলপাইগুড়ির সহ কৃষি অধিকতা

(বিষয়বস্তু) ডঃ মেহফুজ আহমেদ। কাছে এব্যাপারে কোনও অভিযোগ আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। গজলডোবার রাস্তায় ডাম্পার-

সাগর বাগচী

আমবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : পর্যটনের মরশুম শুরু হতে চলেছে। আর ঠিক এই সময়ে গজলডোবার রাস্তায় আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁডিয়েছে ডাম্পার। পুজোর মুখে ওই রাস্তায় প্রচুর সংখ্যক পর্যটকের যাতায়াত চলে। সেখানে অধিকমাত্রায় চলাচল করছে ডাম্পার। এর ফলে বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সন্ধ্যায় ওই রাস্তায় বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পারের কারণে সাধারণ মান্যকে প্রাণ হাতে নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। বহু দ্রুতগতির ডাম্পার রাতে নিয়মের তোয়াক্কা করছে না। একটু রাতের দিকে যাঁরা বাইক কিংবা চারচাকার গাডি নিয়ে গজলডোবার রাস্তায় যান, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

শিলিগুড়ি সম্প্রতি থেকে গজলডোবার আগে গেটবাজার এলাকায় রাতের দিকে পরিবার নিয়ে গিয়েছিলেন রতন তালুকদার। তিনি বললেন, 'ডাম্পারগুলি এমনভাবে

কোনও মুহুর্তে সামনে থেকে ধাকা দিয়ে দেবে। প্রজোর সময় প্রচুর মানুষ গজলজোবা হয়ে ঘুরতে যান। সেখানে

দুর্ঘটনার শঙ্কা

- পর্যটন মরশুমে গজলডোবার রাস্তায় বালি-পাথরবোঝাই ডাম্পারের দাপট
- প্রতিরাতে নদী থেকে বালি তুলে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করছে শয়ে-শয়ে ডাম্পার
- এর ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা, আতঙ্কে চলাফেরা করছেন অনেকেই
- অভিযোগ, সব দেখেও নিশ্চুপ শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ

আগে ডাম্পার চলাচলে নিয়ন্ত্রণ না আনলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

এদিকে প্রতিরাতে সমস্ত কিছ

কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ। তবে কি এর পিছনে পুলিশের একাংশের স্বার্থ জড়িয়ে রয়ৈছে? উঠছে প্রশ্ন। গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত রাস্তার ওপর তখন লাইন দিয়ে নদী থেকে বালি-পাথর তোলা বন্ধ রয়েছে। অভিযোগ উঠছে, প্রতিদিন ওদলাবাড়ির বিভিন্ন নদী থেকে বালি-পাথর তুলে ডাম্পারবোঝাই করে গজলডৌবা, আমবাড়ি হয়ে শিলিগুড়িতে ঢুকে পড়ছে। এও জানা যাচ্ছে, এগুলির মধ্যে 'সৌরভ

সবচাইতে বেশি। তবে গজলডোবার রাস্তায় ডাম্পার নিয়ন্ত্রণের আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুডি কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। তিনি বলেন, 'কমিশনারেট এলাকাজুড়ে মালবোঝাই ট্রাক, ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। গজলডোবার রাস্তায় চলাচল করা ডাম্পার বেপরোয়াভাবে চলাচল করলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

এক্সপ্রেস' লেখা ডাম্পারের সংখ্যা

করা হবে। সম্প্রতি গজলডোবা থেকে

চলাচল করছিল, মনে হচ্ছিল যে দেখেও শিলিগুড়ি কমিশনারেটের শিলিগুড়ি আসার যে রাস্তা আমবাড়ি পুলিশ ডাম্পারের দাপট রুখতে রেলগেটের দিকে বাঁক নেয়, সেখানে দেখা যায় একটি পুলিশ ভ্যান দাঁড় করানো রয়েছে। তিনজন পলিশকর্মী ডাম্পারচালকদের সঙ্গে কিছু একটা কথা বলে সেগুলিকে ছেড়ে দিচ্ছেন। দাঁডিয়ে কয়েকশো ডাম্পার। কিছুদুর এগোতেই দেখা গেল কয়েকটি ডাম্পার নিজেদের মধ্যে রেষারেষি শুরু করেছে।

স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁর মালিক তপন সমাজদার বলেন, 'সারারাত ডাম্পার চলে। প্রতিটি ডাম্পারে বোঝাই করা বালি-পাথর থেকে জল পড়ে। যা থেকে স্পন্ত, সেগুলি রাতে একেবারে নদী থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। পুলিশ সব জানে। তবে স্বার্থ জডিয়ে থাকায় কোনও পদক্ষেপ করে না।' ডাম্পারের দাপটে করতোয়া সেতু ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেটি এখন নতনভাবে তৈরি করা হচ্ছে। ডাম্পারের দাপটে রাস্তার পাশের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সকলেই ডাম্পারের দাপট থেকে মুক্তি চাইছেন।

অভিযোগে থেপ্তার

ধর্ষণের

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর সম্প্রতি ভক্তিনগর থানায<u>়</u> এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগে এক জানিয়েছেন, প্রস্তাব দিয়ে এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে। এরপর তিনি জানতে পারেন, ওই ব্যক্তি বিবাহিত। তারপর এব্যাপারে

বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে সম্পর্ক

জিজ্ঞাসা করা হলে একটি বাড়িতে ডেকে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন ওই মহিলা। এমনকি মদের বোতল দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি মহিলার। এরপর রবিবার রাতে অভিযুক্ত সুব্রত দে-কে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

ওই মহিলা তাঁর অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, গত বছর জুন মাসে ওই ব্যক্তি তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এরপর থেকেই ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক বাড়তে থাকে। সম্প্রতি মহিলা জানতে পারেন, সুব্রত বিবাহিত। ওই মহিলার অভিযোগ, 'বিষয়টা আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাইলে সুব্রত আমায় ফাড়াবাড়ির একটি বাড়িতে ডাকে। সেখানে গেলে আমায় বলপূর্বক ধর্ষণ করে। মদের বোতল দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়ে দেয়। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। পরের দিন আমি বাড়িতে ফিরে আসি।' গত ১৯ তারিখ তিনি ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

বাগডোগরা, ২২ সেপ্টেম্বর : রবিবার বাগডোগরার কাছে মেরিভিউ চা বাগান সংলগ্ন জমিদারগুড়ি এলাকায় শিলিগুড়ি বাণীমন্দির প্রাক্তনী সংঘের তরফে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিবিরও হয়েছে। শিবিরে রোগী দেখেন ডাঃ বিশ্বজিৎ দাস এবং ডাঃ জয়দীপ ঘটক। এদিন শিশু এবং বড়দের মধ্যে জামাকাপড়, জুতো, ব্যাগ বিতরণ করা হয়। শিবিরে ১৭৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে।

-fi-

চোপড়ায় অগ্নিনির্বাপণের বালাই নেই

পুজোয় দমকলের ইঞ্জিন দাবি

পুজোর কয়েকদিন চোপড়া থানা চোপড়া এলাকায় দমকলের একটি ইঞ্জিন রাখার দাবি উঠতে শুরু করেছে। ব্লক প্রশাসনের তরফেও এব্যাপারে আশ্বস্ত করা হয়েছে। চোপড়া ব্লকে দীর্ঘদিন ধরে দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি রয়েছে। পুজোর আগে ফের সেই দাবি সামনে আসতে শুরু করেছে।

চোপড়া রয়েল স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক কৌশিক পাল জানান, ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বিভিন্ন ৩০-৪০ পুজো কমিটি পুজোর দিনগুলোতে এলাকায় দমকলৈর একটি ইঞ্জিন রাখার দাবি জানিয়েছে। চোপড়া বিদ্রোহী ক্লাবের সভাপতি মদন চট্টোপাধ্যায়ও একই দাবি তুলেছেন। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ ব্যাপারে আওয়াজ তুলেছে। কিন্তু ঠিক কী কারণে দমকলকেন্দ্র গড়ে তোলা যাচ্ছে না, সেটা প্রশাসনই ভালো জানে।

চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল মুহুর্তে আমার কাছে কোনও খবর চোপড়ায় দমকলৈর একটি ইঞ্জিন থাকবে। এ ব্যাপারে ইসলামপুর মঞ্চের সম্পাদক রৌশন আলম।

সভাপতি কণিকা ভৌমিকের কথায়. 'পাঁচ বছর আগে প্রথমে চোপড়ার দিঘিটোলায় একটি জমি চিহ্নিত করা হয়। পরে দাসপাডা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছিল। তারপর আর কোনও খবর মেলেনি।'

চোপড়া ব্লকে কোথাও আগুন লাগলে একমাত্র ভরসা ইসলামপুর দমকলকেন্দ্র। ইসলামপুর থেকে কিলোমিটার দুরের কোনও গ্রামে আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি পৌঁছানোর আগেই সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দমকলকেন্দ্র না হওয়া পর্যন্ত চোপড়া থানা এলাকার কোথাও অন্তত ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করা হলে তাতে সমস্যা খানিকটা লাঘব হবে বলে মনে করছেন অনেকেই। লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

এলাকার বাসিন্দা সৈয়দ রাজ বলছেন, 'এলাকায় দমকলকেন্দ্ৰ জরুরি। না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বলেন, 'দমকলকেন্দ্র নিয়ে এই দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি কিংবা চোপড়া থানায় একটা ইঞ্জিন রাখলে নেই। তবে পুজোর কয়েকদিন ভালো হয়। একই কথা জানান দাসপাড়া নাগরিক শান্তি রক্ষা

ডাক্তাররা যার উপর ভরসা রাখেন

তা-ই বেছে নিন

ভারতে অগ্রণী

থার্মোমিটার ব্র্যান্ড।

৯৬%-এরও রেশি

হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে বাইকটি উদ্ধার করে পুলিশ।

রক্তদান শিবির খড়িবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর রবিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহযোগিতায় এদিন খড়িবাড়ি ক্লাব কাম লাইব্রেরি চত্বরে আয়োজিত এই শিবির থেকে ২২ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

ধৃত বাইক চোর ্ **চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর** : চুরি

যাওয়া বাইক উদ্ধার করল চোপড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় এক তরুণকে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার রাতে



প্রতারণামূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সতর্কতা



खेटफट**श**ा হচ্ছে যে, উপরে দ্রম্ভব্য ব্যক্তি সোমনাথ বর্মন সরকার, সুবোধ বর্মন রকারের পুত্র, শেষ জ্ঞাত ঠিকানা শীতলা নিবাস, ১নং ভাবগ্রাম, সূর্যনগর মাঠের নিকট, পোস্ট- রবীন্দ্র সরণি, শিলিগুড়ি, পিন- ৭৩৪০০৬, টাটা মোটরস ফিন্যান্স লিমিটেডের কর্মচারী ছিলেন। জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, টাটা মোটরস ফিন্যান্স লিমিটেড/টাটা মোটরস সলিউশনস লিমিটেডের পক্ষ থেকে তার কোনও রকম প্রাধিকার নেই যে কোনও প্রকৃতির ব্যবসা লেনদেনের অথবা কোনও প্রকারের অর্থ গ্রহণ করা। যদি কোনও ব্যক্তি তার সঙ্গে কোনও রকম লেনদেন করে থাকে তবে সে তার নিজের ঝুঁকি এবং দায়িত্বে করে থাকবে। সোমনাথ বর্মন সরকারের কোনও প্রকারের অনন্মোদিত এবং বেআইনি কার্যকলাপের क्रमा কোম্পানি কানওভাবেই দায়ী থাকবে না।

টাটা মোটরস ফিনান্স লিমিটেড কার্যালয়ের ঠিকানা : ১ম তলা, সাহারান হাউস, আইসিআইসিআই ব্যাংকের উপর, ২ মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১৪





UNLOCK A SUCCESSFUL CAREER IN

PHARMACY

NSHM INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY DURGAPUR

College Code - 9884

Key Recruiters

glenmark



















Affiliations & Accreditation





NSHM Knowledge Campus, Durgapur (Estd. by NSHM Academy) Arrah, Shibtala via Muchipara, Durgapur 713 212

B.Pharm

Admissions Open 2024

Career Opportunities

Clinical Research Associate

Industries You Can Work In

Pharmaceutical Companies

Research Scientist (Life Sciences)

Product/process Development Scientist

Regulatory Affairs Officer

Pharmacologist

Healthcare Sector

Education Industry

Goverment Agencies

www.nshm.com © 99330 49448 / 98008 49640

আমার উত্তরবঙ্গ

শরতেও চড়া

রোদ, প্রভাব

কৃষিকাজে

মনজুর আলম

শরতের চড়া রোদের কারণে ধান

ও চায়ের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন

চোপড়া ব্লকের চাষিরা। ক্ষুদ্র চা

চাষিদের কথায়, আবহাওয়াজনিত

কারণে বর্তমানে উৎপাদন তলানিতে

ঠেকেছে। কড়া রোদে চা গাছের

পাতা কুঁকড়ে যেতে শুরু করেছে।

বর্তমানে কাঁচা পাতার দাম ঊর্ধ্বমুখী

হওয়ায় রোদ থেকে চা গাছ বাঁচাতে

ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষুদ্র চা চাষিরা

সেচের ব্যবস্থা করছেন। ক্ষদ্র চা চাষি

রতন সাহা বলেন, 'সেপ্টেম্বরের

মাঝামাঝি থেকে কাঁচা পাতার

উৎপাদন কাৰ্যত থমকে গিয়েছে। এ

অবস্থায় ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যে যাঁদের

সমর্থ্য রয়েছে তাঁরা সেচ দেওয়ার

আমন চাষও ক্ষতির মুখোমুখি হবে

বলে আশঙ্কা করছেন চাষিরা। আরও

এক সপ্তাহ এরকম চলতে থাকলে

ধানের ফলনে ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে

মনে করছেন অনেকে। স্থানীয় কৃষক

আজিজল হকের কথায়, 'ধান গাছের

পাতা হলদে হতে শুরু করেছে। এই

অবস্থা চলতে থাকলে ভালো ফলনের

আ**শা** করা যাবে না।' চোপড়ায় অবস্থিত উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর

দিনাজপুর জেলায় এখনও পর্যন্ত ৫৫

শতাংশ বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়েছে।

কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ ডঃ

দেবাশিস মাহাতো বলেন, 'পর্যাপ্ত

বৃষ্টির অভাবে কয়েকটি এলাকায়

আমন ধানে ব্যাকটিরিয়াজনিত ধসা

রোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। জিংক

এবং নাইটোজেনের ঘাটতিও লক্ষ

করা যাচ্ছে।' বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত

জমিতে সেচের পরামর্শ দিয়েছেন

চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য

পরীক্ষা শিবির করল শিলিগুডি

রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম। রবিবার

খড়িবাড়ির থানঝোরা চা বাগানে

ড্য়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটির

সহযোগিতায় শিবিরটি হয়েছে।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চোখ পরীক্ষার

পাশাপাশি দঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

করা হয়। আশ্রমের সহ সম্পাদক

স্বামী রাঘবানন্দ জানান, যাঁদের ছানি

অপরেশনের প্রয়োজন রয়েছে.

তাঁদের সহযোগিতা করা হবে।

বিশেষজ্ঞবা।

অন্যদিকে, কড়া রোদের কারণে

কাজ শুরু করেছেন।'

চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর :

চিকিৎসক ও অপটোমেট্রিস্ট নেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

বেহাল দশায় চক্ষ বিভাগ

বেহাল অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু বিভাগ। দীর্ঘদিন ধরে পেরিমেট্রি. অপটোমেট্রি মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। চশমার পাওয়ার পোর্টালে আপলোড করা, পাশাপাশি মাপার টায়াল ফ্রেমটিও ভাঙাচোরা। রেজিস্টারে সেগুলি লেখা, এই সমস্ত অপটোমেট্রিস্টের ছ'টি পদের মধ্যে রয়েছেন মাত্র একজন। তিনিও ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে করতে হয় অবসরের পথে। চিকিৎসকের বেশিরভাগ পদও দীর্ঘদিন শূন্য রয়েছে। দ্রুত নিয়োগ না হলে এই উঠছে, তাহলে কীভাবে চিকিৎসা বিভাগের পরিষেবা তলানিতে গিয়ে ঠেকবে। বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক যন্ত্রপাতিগুলি খুব তাড়াতাড়ি সারাই বলছেন, 'চক্ষু বিভাগ নিয়ে সমস্যা রয়েছে। একজন অপটোমেট্রিস্ট রয়েছেন, তিনিও নভেম্বরে অবসর নেবেন। বিষয়টি স্বাস্থ্য ভবনকে জানিয়েছি। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককেও জানানো হয়েছে। সরকার নিয়োগ করলে সমস্যা মিটবে, নতুবা এভাবেই চলবে।'

অপটোমেট্রিস্টের কাজ কী? চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রোগীর বিভাগগুলিতে

অপারেশন হলে কত পাওয়ারের শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : লেন্স বসবে সেটা পরীক্ষা করাই অপটোমেট্রিস্টের কাজ। কয়েক বছর ধরে চোখের আলো প্রকল্পের কাজ করতে হচ্ছে অপটোমেট্রিস্টকে। সমস্ত তথ্য প্রতিদিন অনলাইন কিছুই অপটোমেট্রিস্ট এবং একজন

> এই পরিস্থিতিতে আই ব্যাংকে কাজও কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। প্রশ্ন চলবে? চক্ষু বিভাগের প্রধান ডাঃ নজরুল ইসলামের বক্তব্য, 'খারাপ করা হবে। তাছাড়া সবসময় তো একই ধরণের লেকবল থাকে না। এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক বলছেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অপটোমেট্রিস্ট চেয়ে স্বাস্থ্য ভবনে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেলে সবচেয়ে বেশি



অবস্থা যেমন

- অপটোমেট্রিস্টের ছ'টি পদের মধ্যে রয়েছেন একজন
- চিকিৎসকের বেশিরভাগ পদও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য
- পেরিমেট্রি, অপটোমেট্রি মেশিন খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে
- চশমার পাওয়ার মাপার ট্রায়াল ফ্রেমটিও ভাঙাচোরা
- বায়োমেট্রি মেশিনও খারাপ

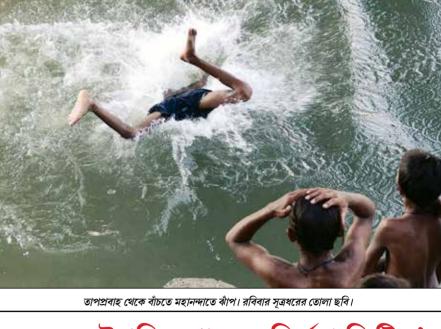
রোগীর ভিড় হয় তার মধ্যে অন্যতম চক্ষু বিভাগ। প্রতিদিন এই বিভাগে ৩০০-৩৫০ জন করে রোগী হয়। অথচ চক্ষু বিভাগে চিকিৎসক এবং

চিকিৎসা সামগ্রী দুটোরই অভাব দিন-দিন বাড়ছে। বর্তমানে একজন প্রফেসর, একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রয়েছেন। রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার (আরএমও)-কে দেড় মাস আগে পুরুলিয়ায় বদলি করা হয়েছে। সেই জায়গায় কাউকে পোস্টিং দেওয়া হয়নি। অধ্যাপকদের কেউ কেউ সপ্তাহে দু'তিনদিন থাকেন, বাকি সময় কলকাতায় চলে যান।

অন্যদিকে, চোখের গ্লকোমা

পরীক্ষার জন্য পেরিমেট্রি মেশিন

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চক্ষু বিভাগে এই মেশিন রয়েছে কিন্তু সেটি তিন-চার বছর ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। মেরামত করা বা নতুন মেশিন নিয়ে আসা কোনও কিছুই হয়নি। বায়োমেট্রি মেশিনও খারাপী। শুধুমাত্র দুটি অটো রিফ্র্যাকটোমিটার মেশিন দিয়ে কাজ চলছে। কয়েক দশক ধরে চোখের পাওয়ার পরীক্ষার জন্য মাত্র একটি ট্রায়াল বক্স রয়েছে। সেটি দিয়েই কাজ চলছে। ট্রায়াল ফ্রেম থেকে শুরু করে বিভিন্ন পাওয়ারের কাচ সমস্তকিছরই ভগ্নপ্রায় অবস্থা।



সদস্যদের উপস্থিত থাকতে নির্দেশ জিটিএ'র

চা বোনাসের দাবিতে উত্তাপ পাহাডে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ের চা শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে চলা আন্দোলনকে সমর্থন করে তাতে শামিল হওয়ার জন্য দলের সমস্ত জনপ্রতিনিধিকে দিলেন গোখল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। বোনাসের দাবিতে পাহাড়ের চা বাগানগুলিতে চলতে থাকা অবস্থান বিক্ষোভ, গেট মিটিং-এ প্রতিদিন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও জিটিএ'র সভাসদদের শামিল হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বোনাস নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতা কাটাতে পাহাড়ের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে একসঙ্গে আওয়াজ তোলার

আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই সমতল ও ডুয়ার্সের চা বাগাগুলিতে ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু পাহাড়ে বোনাস নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না হওয়ায় চা

শ্রমিকরা বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে চা শ্রমিকদের পাশে দাঁডাতে দলের জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের তাতে শামিল হওয়ার জন্য হুইপ জারি করা হয়েছে জিটিএ'র তরফে। অনীতের কথায়, 'শ্রমিকদের স্বার্থের জন্য যে কোনও ধরনের আন্দোলনে পাশে থাকব। তবে আন্দোলনের নামে উত্তেজনা না ছড়িয়ে সঠিক পথে দাবি আদায়ের জন্য লড়াই করতে হবে। নিশ্চিতভাবে এর সমাধানসূত্র বের হবে।'

দাবি আদায়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে একসঙ্গে লড়াই করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন অনীত। অনীতের বক্তব্য, 'সমস্ত শ্রমিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের নেতাদের শ্রমিকদের স্বার্থে এক হতে হবে।' অন্যদিকে, অনীতের প্রস্তাবে হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড 'পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলির শ্রমিক সংগঠন ২০ শতাংশ

প্রতিদিনই বিভিন্ন চা বাগানের করছে। তবে দলগতভাবে এবার আমরা জোরদার আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে আগামী বছরগুলিতে মালিকপক্ষ বোনাস নিয়ে নতুন করে কোনও টালবাহানা না করতে পারে।

> পাহাডের চা শ্রমিকদের পুজোর বোনাস নিয়ে গত শুক্রবার দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ঘিরে ধুন্ধুমার বাধে। সেই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকৈ চা শ্রমিকরা ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবি জানান। কিন্তু মালিকপক্ষ ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার কথা জানান। এরপর মিটিংয়ের চূড়ান্ড পর্যায়ে মালিকপক্ষ ৯.৫০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু শ্রমিকরা ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড থাকায় বৈঠক ভেস্তে যায়। তারপর থেকে পাহাড়জুড়ে চা শ্রমিকরা ধর্না আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। অন্যদিকে, আর্থিক ক্ষতির কথা উল্লেখ করে মালিকপক্ষ ৯.৫০

प्र<mark>क</mark>्त(व

অপহরণের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর বকেয়া টাকা চাইতে গিয়ে অপহরণের অভিযোগ তুললেন এক ব্যক্তি। অনুগ্রহ বেহেরা নামে ওই ব্যক্তি ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর দাবি, গত কয়েকমাস ধরে তিনি মাইনে পাননি। চলতি মাসের ২০ তারিখ তাই সেবক রোডের অফিসে গিয়েছিলেন। এরপরই অফিসের কয়েকজন তাঁকে গাড়িতে তুলে নেয় বলে অভিযোগ। শহরের একাধিক রাস্তা ঘুরে কানকাটা মোডে যখন গাড়ি পোঁছায়, তখন কোনওভাবে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালিয়ে আসেন। অনুগ্রহর কথায়, 'গাড়িতে তলে আমাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

বাগডোগরা, ২২ সেপ্টেম্বর সুমিতা ক্যানসার সোসাইটি ক্যানসার নিয়ে তিনদিনব্যাপী সচেতনতামূলক শিবির আয়োজন করেছিল। রবিবার ছিল শিবিরের শেষ দিন। প্রথম শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় কদমতলা গ্রাম সহায়ক সমিতিতে। দ্বিতীয়টি হয় রানিডাঙ্গা এসএসবিতে। এদিনের শিবিরটি হয়েছে রাঙ্গাপানি ক্যানসার হাসপাতালে। অনষ্ঠানে সোসাইটির তরফে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অক্ষোলজিস্ট ডাঃ শ্বতেন্দ মাঝি। সেখানে বোগীদেব হাতে গোলাপ ও জলের বোতল তুলে দেওয়া হয়েছে।

মেধা অন্বেষণ

শিলিগুড়ি ও খড়িবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর: 'নিখিলবঙ্গ মেধা অন্নেষণ ২০২৪' অনষ্ঠিত হল রবিবার। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত এই পরীক্ষায় জেলার বিভিন্ন স্কুলের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির মোট ৬১০ জন পড়য়া পরীক্ষা দেয়। মোট ছয়টি সেন্টারে এই পরীক্ষা হয়েছে। শিলিগুড়ি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের সেন্টার ইনচার্জ অনিবর্ণি দাস জানান, পরীক্ষার পাশাপাশি পড়য়াদের পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে অন্যদিকে, খড়িবাড়ির ফুলবাড়ি টি এস্টেট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'নিখিলবঙ্গ মেধা অন্বেষণ অভিক্ষা-২০২৪' অনুষ্ঠিত হল খড়িবাড়ি ও বাতাসি প্রাথমিক বিদ্যালয় চক্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্কুলের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির প্রভূয়ারা এই পরীক্ষায় অংশ নেয়।

থেপ্তার চার

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : অপরাধমূলক কাজের উদ্দেশ্যে জডো হওয়ার অভিযোগে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম পলাশ মণ্ডল, মহম্মদ বাপ্পা, প্রমোদ সাহানি ও বিকি সাহানি। পলাশের বাড়ি শান্তিনগরে। বাপ্পা টিকিয়াপাড়া, প্রমোদ হঠাৎ কলোনি ও বিকি টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে গোপন সত্র মারফত খবর আসে, ভারতনগর আন্ডারপাসের নীচে কয়েকজন দৃষ্কৃতী ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছে। পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পাঠকের © 8597258697 (লাপে 😸 picforubs@gmail.com জীবন যেমন।। *দার্জিলিংয়ে* শিলিগুড়ির সৌম্যজিৎ বিশ্বাসের

ব্যবসায়ী সমিতিতেও বিপুল জয় তৃণমূলের

নকশালবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : রবিবার নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির ভোটের ফলাফলে শেষ হাসি হাসল তৃণমূল সমর্থিত প্যানেল। ২৫টি আসনের মধ্যে শাসকদল সমর্থিত প্যানে ১৯ জন প্রার্থী জয়লাভ করলেন। বিরোধীদের দখলে গিয়েছে ৬টি আসন। শেষ রাউন্ডের গণনার পর জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ী সমিতির ভোটে প্রথমবার লড়ে ১০২৮টি ভোট পেয়েছেন শিলিগুডি মহকমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। অন্যদিকে, ৮৬২টি ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সিপিএমের রাধাগোবিন্দ ঘোষ। ব্যবসায়ী সমিতির ভোটে এবার মোট ভোটাব ছিলেন ১৪৮১ জন। ভোট পড়েছে ১৩৭৯টি। বাতিল হয়েছে ৩৯টি ভোট। ১৩৫৮টি

ভোটের গণনা হয়েছে। রবিবার সকাল নকশালবাড়ি মাড়োয়ারি ভবনে শুরু হয় গণনা। মোট আটটি রাউন্ডে গণনা করা হয়। যে কোনও ধরনের বিশঙালা এডাতে গণনাকেন্দ্রের আঁটোসাঁটো পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২৫টি আসনের জন্য মোট ৫০ জন প্রার্থী নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির ভোটে লড়েছিলেন।



গণনাকেন্দ্রের বাইরে ভোটের হিসেব কষতে ব্যস্ত অরুণ ঘোষ। রবিবার।

সভাধিপতি অরুণ ঘোষের প্যানেল নকশালবাডি ব্যবসায়ী থেকে ২৫ জন প্রার্থী। ব্যবসায়ী সমিতির বিদায়ি সভাপতি নিখিল ঘোষের প্যানেল থেকে সিপিএম. কংগ্রেস, বিজেপি জোট সমর্থিত ২৫

নকশালবাডি

জন প্রার্থী ভোটে দাঁডিয়েছিলেন। শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি এই ভোটে লড়ার কারণে ব্যবসায়ী সমিতির ভোটে সকলের নজর ছিল। তৃণমূলের জেলা সভানেত্রীও ভোটের দিন এলাকায় হাজির ছিলেন। তৃণমূল সমর্থিত জয়ী ১৯ জন এবং মহকুমা পরিষদের নিয়ে আগামী তিন বছরের জন্য রাজনৈতিক মহল।

বোর্ড গঠন হতে চলেছে।

এবারের ভোটে তণমূল সমর্থিত

প্যানেলে বেশ কয়েকজন নতুন মুখ প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই তালিকায় অরুণ সহ নকশালবাডি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বিরাজ সরকার ও পথীশ রায়, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ. নকশালবাডি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ দুই পঞ্চায়েত সদস্য রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রথমবার ভোটে দাঁডিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। এই ব্যবসায়ী সমিতির ভোট আগামী যে কোনও রাজনৈতিক নির্বাচনে বিরোধী প্যানেলের ৬ জন প্রার্থীকে প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে

থিম কোচবিহার রাজবাডি নটিগছ সর্বজনীন দুগাপুজো

চোপড়া, ২২ সেপ্টেম্বর : চোপডায় সোনাপর গ্রাম পঞ্চায়েতের নটিগছ সর্বজনীন দুগাপুজোর ৫৫তম বর্ষে থিম কোচবিহারের রাজবাডি। চারপাশে চা বাগান ঘেরা. মাঝে একখণ্ড মাঠে আলোর ঝলকানিতে এবার মণ্ডপসজ্জা ফুটে উঠবে। প্রত্যন্ত গ্রাম নটিগছে বরাবরই থিমের পুজো নজর কাড়ে। বেশিরভাগ সময় এখানে মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করা হয়। গত বছর এই পজো কমিটির থিম ছিল মায়াপুরের ইসকন মন্দির।

পুজো কমিটির তোতন শীল বলেন, 'সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবারের মতো নবমীতে থাকবে নরনারায়ণ

২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের আদলে মণ্ডপ করে সবার নজর কেড়েছিল এই পুজো কমিটি। এবার উত্তরবঙ্গবাসীর প্রিয় কোচবিহারের রাজবাড়ির আদলে মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। এলাকার শিল্পীরাই এই মণ্ডপ তৈরি করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

উদ্যোক্তাদের কথায়, পুজোর কয়েকদিন পুজোমগুপে [^]এলে দর্শনার্থীরা রাজবাড়ির অনুভূতি নিতে পারবেন। পুজো কমিটির সম্পাদকের কথায়, 'রাজবংশী তথা উত্তরবঙ্গবাসীর সমাজ ঐতিহ্য কোচবিহারের রাজবাড়ি। কোচবিহারের রাজবাড়ির কথা



কমবেশি সবাই জানলেও গ্রামের অনেকের পক্ষেই এখনও চোখে দেখা সম্ভব হয়নি। সে কারণেই প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় এই থিমের

পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ ফাগুরাম সিংহ বলেন, 'এবারের পুজোর বাজেট ৫ লক্ষের উপরে ধরা হয়েছে।'

রয়েছে? এব্যাপারে ৪২ নম্বর ওয়ার্ড

কাউন্সিলার শোভা সুব্বার সঙ্গে

যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি

শুধু ওই ওয়ার্ডের রাস্তাই

নয়, ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক

রাস্তাও বেহাল। ওয়ার্ডের ভানুনগর

মেইন রোড, অলিগলি সব রাস্তায়

কার্যত বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভানুনগর রোড নিয়ে এলাকাবাসীর

ক্ষোভ সামলাতে হস্তক্ষেপ করতে

ফোন তোলেননি।

আগের মতো হতে শুরু করেছে।



নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও পুরনিগমের তরফে ফের

করছেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর কথায়, 'পুজোর আগেই অভিযান হবে। কোথাও রাস্তা দখল করে দোকান মেনে নেওয়া হবে না।

দুই মাস আগে শহরের হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান রোড, এসএফ রোডজুড়ে রাস্তা দখল করে গজিয়ে ওঠা দোকান, গুমটির বিরুদ্ধে পুরনিগম অভিযান শুরু মহাবীরস্থানের উড়ালপুলের নীচের সমস্যা মিটবে না।'



সার্ভিস রোডের ধারে ফের বসছে দোকান। -সংবাদচিত্র

ফের রাস্তা দখল

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : রাস্তার ওপর উঠে আসা অবৈধ দোকান ভাঙতে মাস দুয়েক আগে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে লাগাতার অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযানের জেরে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল মাল্লাগুডি থেকে শিলিগুডি জংশনের দিকে আসার পথে হাতের বাঁদিকের সার্ভিস রোড। কিন্তু সেই অভিযানের পর দু'মাস কাটতে না কাটতেই পরিস্থিতি

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ডিপোর পাশে নতুন করে ফুটপাথের ওপর খাবারের হোটেল সম্প্রসারিত করে নেওয়া হয়েছে। রাস্তার ওপর রান্না করার বড় ওভেন, গ্যাস সিলিন্ডার, বাসনপত্র রেখে কাজ করছেন কর্মীরা। আবার ঠিক তার উলটোদিকে রাস্তার ওপর চেয়ার-টেবিল পেতে চলছে পেঁয়াজ, রসন কাটার কাজ। পজোর আগে শহরজুড়ে দখলদারি আবার আগের আকার নেওয়ায় পুরনিগমের ভূমিকা

অভিযান চালানো হবে বলে আশ্বস্ত

বড অংশ, নিবেদিতা রোড সহ একাধিক জায়গায় অবৈধ দোকান ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল পুরনিগম। একাধিক জায়গায় বাধার মুখে পড়তে হলেও বুলডোজার থামাননি পুরকর্মীরা। অভিযানের শুরুটা অবশ্য

হয়েছিল কলকাতা থেকে। দখলদারদের সরে যেতে এক মাসের সময় দিয়েছিলেন মখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তারপর দুই মাসের বেশি সময় কেটে গেলেও রাস্তা পুরোপুরি দখলমুক্ত হয়নি। নতুন করে পুরনিগমের তরফে যেন আবারও অভিযান চালানো হয়, সেই দাবি তুলতে শুরু করেছেন শহরবাসীর একাংশ।

দার্জিলিং মোড়ের বাসিন্দা চন্দা রায়ের কথায়, 'শহর বড় হচ্ছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্কিং। রাস্তার পার্শে দোকান, গুমটি গজিয়ে ওঠায় যানবাহন রাস্তার ওপর পার্ক করে রাখা হচ্ছে। সেই কারণে যানজট সমস্যা অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। রাস্তা সংকৃচিত হয়ে গিয়েছে। তাই পুরোপুরিভাবে রাস্তা দখল হয়ে যাওয়ার আগেই আবারও অভিযান করা প্রয়োজন।'

পল্লবী ছেত্রীও মনে করছেন, লাগাতার অভিযান না হলে দখলদারি আটকানো সম্ভব নয়।

অন্যদিকে, হিলকার্ট রোডে সার্ভিস রোডের ওপর বাস দাঁড় করিয়ে রাখায় যানজট সমস্যা বাড্ছে। প্রধাননগবেব বাসিন্দা সমর মজুমদারের কথায়, 'দোকান, গুমটির পাশাপাশি রাস্তার ওপর করে। ফলে দখলদারদের রাতের এভাবে বাস দাঁড করিয়ে রাখা বন্ধ ঘুম উড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে করতে হবে। নয়তো যানজটের

শহরের রাস্তায় হোঁচট খাওয়ার পরি

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও আদৌ আগে রাস্তাগুলোর সংস্কার হবে? তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শহরবাসীর মধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অবশ্য পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই কোর্ট মোড় ভেতরের রাস্তাগুলোও পুজোর আগে সংস্কার করে দেওয়া হবে।' ঘুরিয়ে এসজেডিএ-কে কটাক্ষ করে তাঁর বক্তব্য, 'পুজোর আগে এসজেডিএ কোনওদিনই রাস্তার সংস্কার করে না।

ডেপুটি মেয়র এমন কথা

ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার বিবেক সিংয়ের অভিযোগ, 'এবারে বার্ষিক টেন্ডারে কেউ অংশগ্রহণই করেনি। তাই পুজোর সময় রাস্তা অন্যবারের মতো সংস্কার হবে না। তবে শুনছি, শুধুমাত্র গর্তগুলো ভবাট কবে দেওয়া হবে।' তাঁর কটাক্ষ, 'তাই ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে সাধারণ মানুষ হোঁচট খেলেও খেতে পারেন।

৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তির বাসিন্দা বিশাল শমরি কথায়, 'প্রতিবছরই পুজোর সময় শহরের থেকে ঘোগোমালির রাস্তার কাজ বেহাল রাস্তাগুলোর কিছুটা সংস্কার শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ার্ডের হওয়ায় কয়েকদিন ভালোভাবে চলাফেরা করা যায়। এবারে যদি সেটাও না হয়, তাহলে মুশকিল।'

পুজোর আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। শহরজড়ে পুজোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে শহরবাসীও লেগে পড়েছেন পুজোর বললেও, পুরনিগমের ৪ নম্বর কেনাকাটায়। তবে শহরের বিভিন্ন



কালচক্র রোডে বেরিয়ে এসেছে পাথর। -সংবাদচিত্র

পুরনিগমের সব ওয়ার্ডের রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে।

রাস্তায় চলতে গিয়ে ইতিমধ্যেই বছরের পর বছর ধরে প্রকাশনগর হোঁচট খেতে হচ্ছে শহরবাসীকে। রোড, পঞ্চানন বর্মা রোড, কালচক্র রোডের কোনও পরিবর্তন হয়নি। সময়ের সঙ্গে সেই রাস্তাগুলো আরও বেহাল হয়ে গিয়েছে। ডেপুটি মেয়র পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা সংস্কারের কথা বললেও

হয়েছিল মেয়র গৌতম দেবকে। তারপর ওই রাস্তা পুরনিগমের তরফে কোনওরকমে চলাচলে উপযোগী করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য রাস্তার হাল ফিরবে কবে? পাসোয়ান বস্তির বেহাল অবস্থা নিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতোর সঙ্গে। তিনি বলছেন, 'দ্রুত রাস্তাগুলোর সংস্কার করা হবে।



দক্ষিণে ফের বৃষ্টি

জোড়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে সোমবার থেকে ফের দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। তার জেরে বৃষ্টির সতর্কতা জারি



পুরশুড়ায় মুখ্যসচিব

রবিবার হুগলির পরশুডায় বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান মুখ্যসচিব মনোজ পন্ত। সঙ্গে ছিলেন সাংসদ মিতালি বাগ। এলাকায় পর্যাপ্ত ত্রাণ পৌঁছোচ্ছে কি না তা নিয়ে তিনি খোঁজখবর নেন।



ভুয়ো কল সেন্টার

ভূয়ো কল সেন্টার খুলে বিদেশিদের সঙ্গে প্রতারণার তিনজনকে গ্রেপ্তার করল হাওড়া সিটি পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে এই সংস্থাটি প্রতারণা চালাচ্ছিল

কেশসজ্জা শিল্পীর আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রতিবাদে মুখর টলিউড

হয়েছে? এদের

থাকি। এরা আমার

সংগীতশিল্পী

পরিবার। যাঁর বা

যাঁদের জন্য এই

সঙ্গে সর্বক্ষণ



রাজনৈতিক দলের

বিচার্য নয়, আরজি

ব্যাপারেই এই থেট

করের মতো সব

বিজেপির সাংস্কৃতিক শাখা

ধামাধারি সেটা

বন্ধ জুটমিল

পুজোর আগে কাঁকিনাডায় জুটমিল বন্ধ হয়ে গেল। ফলে প্রায় ৩০০০ শ্রমিক কর্মহীন হলেন। রবিবার শ্রমিকরা কারখানায় গিয়ে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ দেখতে পান।

উৎসবের মেজাজে...





কলকাতার কুমোরটুলিতে চক্ষুদান। (নীচে) পুজোর কেনাকাটার ভিড় নিউ মার্কেটে। রবিবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

এখনই সংঘাতে নয় শুভঙ্কর

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : প্রদেশ কংগ্রেসের ব্যাটন পরিবর্তনের দিনই কলকাতা লাগোয়া হাওড়ায় আর্জি করের প্রতিবাদে মিছিল করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। সেই মিছিলে কর্মী-সমর্থকদের থিকথিকে ভিড। আর এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তর বিধান ভবনে সাজোসাজো সভাপতিকে অভিবাদন জানাতে শুভঙ্কর। জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত মালা, ফলের তোড়া, ঢাকের ব্যবস্থা করে হাজির কর্মী-সমর্থকরা। বেলা আডাইটে নাগাদ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে প্রথমবার বিধান ভবনে পা রাখলেন শুভঙ্কর সরকার। করের ঘটনায় নতন সভাপতি তাঁর অভিষেকের পরেই প্রশ্ন উঠল. তৃণমূল প্রসঙ্গে এবার কি অবস্থান বদল হবে রাজ্য কংগ্রেসের। তাঁর সুর যে নরম হবে, সেই ইঙ্গিতই রবিবার দিয়ে রেখেছেন নয়া প্রদেশ কংগ্রেস

তিনি এদিন বলেন, 'যখন রাজ্যে সিপিএম ক্ষমতায় ছিল, তখন এখানে প্রভাব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে হয়, কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও তাই।'

এই মন্তব্যের পরই জল্পনা চলেছে? কারণ, সমঝোতার রাস্তা নয়া সভাপতি বন্ধ না রেখে উলটে সমস্যা নেই।

প্রশস্ত করলেন বলেই তাঁর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট। এদিন সাংবাদিক বৈঠকেও তৃণমূল প্রসঙ্গে তাঁর সুর ছিল নরম। সরাসরি না বললেও আগামীদিনে কালীঘাটের সঙ্গে বিধান ভবনের সমীকরণের সিদ্ধান্ত নেতৃত্বের কাঁধেই বর্তেছেন তিনি। আবার ভবিষ্যতে সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতার রাস্তাও তিনি বন্ধ করেননি। দলের অন্দরেই দ্বিমুখী মনোভাবাপন্ন উভয় গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট বেখেই চলতে চাইছেন ন্যা সভাপতি

থাকার সুবাদে ইন্ডিয়া জোটের স্বার্থে

এখনই তৃণমূলের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়াতে চাইছেন না তিনি। অধীর আছেন অধীরেই। আরজি যখন এক মিনিটের নীরবতা পালন করছেন, তখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণে বিদ্ধ করতে ব্যস্ত ছিলেন অধীর। প্রাক্তন সভাপতি ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, তাঁর নীতিতে অবিচল তিনি। অধীর সরতেই তৃণমূলের তরফেও দরজা খোলা রাখার বাতরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও কেন্দ্রে আমাদের ইঙ্গিত রয়েছে। তৃণমূলের মুখপাত্র সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'আগে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই তাদের প্রদেশ কংগ্রেসকে ভাবতে হবে তারা কী করতে চায়।' একই বার্তা সিপিএমের গলাতেও। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম চলছে, আগামীদিনে রাজ্যে কংগ্রেস বলেন, 'কংগ্রেস নেতৃত্ব ও আমাদের ও তণ্মলের সমীকরণ কি বদলাতে নেতৃত্ব যদি মনে করে তাহলে আগামীদিনেও একসঙ্গে পথ চলতে

মহালয়ার দিন জোড়া কর্মসচি সংঘের

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ইস্যুতে মহালয়ায় ২ অক্টোবর মহালয়ার দিনে, বাগবাজারে নিবেদিতার বাড়ি থেকে আরজি কর পর্যন্ত মিছিল গঙ্গার ঘাটে তর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিণবঙ্গ আরএসএস। ওইদিনই রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতোই কলকাতা ও হাওড়ায় আরএসএস-এর মোট ৯টি সাংগঠনিক জেলা আলাদা আলাদাভাবে পথ সঞ্চালন তার চেষ্টা চলছে। করবে। সংঘের গণবেশ পরে আবএসএস-এর স্বয়ংসেবকদের দক্ষিণবঙ্গের এই রুটমার্চ (সংঘের ভাষায় পথ রায় বলেন, 'যারা আরজি কর-সঞ্চালন)-কে ঘিরে এবার জোরদার এর ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন, প্রস্তুতি নিচ্ছে আরএসএস। ২৫ সেরকম সব মানুষই এই মিছিলে সেপ্টেম্বর বিজেপির কালীঘাট চলো স্বাগত। এই মিছিল অরাজনৈতিক। কর্মসচি উপলক্ষ্যে হাজরায় দলীয় ওই দিন আরএসএস-এর পৃথক সভার জন্য পুলিশের অনুমতি না কর্মসূচি রয়েছে।

মেলায় আদালতে গিয়েছে বিজেপি। ২ অক্টোবর মহালয়ার দিন বাগবাজাবে গঙ্গাব ঘাটে আবজি কব– এর নিহত ডাক্তার ছাত্রীর উদ্দেশে জোড়া কর্মসূচি আরএসএস-এর। তর্পণ করে নিবেদিতার বাড়ির সামনে থেকে মিছিল করে আরজি কর পর্যন্ত যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে আরএসএস। মিছিলে আরজি কর সহ বাজেবে মেডিকেল কলেজেব ছাত্রছাত্রীদের শামিল করার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। সংঘ সূত্রে খবর, গঙ্গার ঘাটের তর্পণে মৃতার বাবা ও মা যাতে উপস্থিত থাকেন

> যদিও আবএসএস মুখপাত্র বিপ্লব

বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজ

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর প্রতিবেশী রাষ্ট্র বৈষম্যবিরোধী কোটা আন্দোলন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজ। সম্প্রতি তারা একটি বিবৃতি দিয়ে উদ্বেগের কথা জানায়। পাশাপাশি ওই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নেওয়া ছাত্রসমাজের কাছে তারা একটি আবেদনও জানিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, বর্তমান সময়ে এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ ধর্ম, রাজনীতি, জীবিকা নির্বিশেষে যেন সুরক্ষা পান। ওই দেশে সংখ্যালঘূদের ওপর ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনার কথা মনে করিয়ে নাগরিক সমাজ বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ হচ্ছে। সরকারি সূত্র সেকথা স্বীকারও করছে। এমন ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ হোক। একইসঙ্গে প্রশাসনকে সার্বিকভাবে দায়িত্ব পালনের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, অভিনেত্ৰী– পরিচালক অপর্ণা সেন, অভিনেতা কৌশিক সেন, পরিবেশবিদ অনিমেষ বসু, নব দত্ত, গায়ক পল্লব কীর্তনিয়া, লেখক বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, গ্রেষক সাবির আহমেদ, চিকিৎসক কুণাল সরকার, আন্তজাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিডি প্রমখ।

সেই সার্জেন্টের বাড়িতে মনোজ

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযানের কর্মসূচির দিন আহত হয়েছিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট দেবাশিস চক্রবর্তী। বিক্ষোভকারীদের দিক থেকে ছোড়া ইটের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেবাশিসের চোখ। সম্প্রতি হায়দরাবাদ থেকে চিকিৎসা সেরে কলকাতায় ফিরেছেন তিনি। রবিবার তাঁকে দেখতে তাঁর বাড়ি গেলেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। তাঁর পরিবারের সঙ্গেও কথা বলে তাঁদের আশ্বাস দেন তিনি। মনোজ ভার্মা বলেন, 'ওঁর সঙ্গে আর ওঁর পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওঁর চোখের পরিস্থিতি উন্নত হচ্ছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।'

এদিন ওই পুলিশকর্মীর স্ত্রী বলেন, 'ঘটনার পর থেকেই কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করছি। কারণ, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নামে ইট ছোড়ার ঘটনা সমর্থন যোগ্য নয়।'

বলে অভিযোগ তুলে শনিবার রাতে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন টলিউডের এক কেশসজ্জা শিল্পী। তাঁকে দক্ষিণ কলকাতার এমআর

বাঙ্র হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই খবর পেয়ে হাসপাতালে যান পরিচালক সুদেষ্ণা রায়, পরমব্রত চটোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, মানালি দে প্রমুখ। ওই কেশসজ্জা শিল্পীর ভাইঝি লিপিকা দাস জানিয়েছেন, তিনি ক্রমেই স্বাভাবিক হচ্ছেন। রাতেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এই নিয়ে হরিদেবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

গিল্ড ও ফেডারেশনের যোগসাজশে

একের পর এক শিল্পী কাজ হারাচ্ছেন

যদিও হেয়ার ড্রেসার গিল্ড বা অন্য কোনও সংগঠনের পক্ষ থেকে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। তবে ফেডারেশনের সভাপতি বিশ্বাস বলেছেন, 'অভিযোগ শুনেছি। বিষয়টি সুরক্ষা বন্ধু কমিটি দেখছে।



শিল্পীদের গিল্ড কোনও মান্য সংগঠনই নয়। ছাডা হবে না. কোনও রকম

হেনস্তা হজম হবে না। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে জমিদারি প্রথা বিলোপ হওয়ার সময় হয়েছে

> -স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় অভিনেত্রী

কমিটি পুরো বিষয়টি জানানোর পর নয়। ছাড়া হবে না, কোনও রকম যা যা পদক্ষেপ করার করা হবে।'

তবে গিল্ড ও ফেডারেশনের আঁতাতের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন স্বরূপ। এই নিয়ে মুখর হয়েছেন শিল্পীরা। অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'আরও কয়েকটা গিল্ড হোক। আরও লোকজন ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষের পেটে লাথি মেরে তাঁদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিক। কেশসজ্জা শিল্পীদের গিল্ড কোনও মান্য সংগঠনই

হেনস্তা হজম হবে না। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে জমিদারি প্রথা বিলোপ হওয়ার সময় হয়েছে।' শিল্পী রূপাঞ্জনা মিত্র লিখেছেন, 'সত্যি এবার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।'

অবস্থা তাঁদের শাস্তি দিতেই হবে।

এটা ছাডা যাবে না। এটা চলতে

পারে না।

সংগীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তী লিখেছেন, 'সুদীপ্তা চক্রবর্তীর মাধ্যমে এই ঘটনা জানতে পেরেছি। এটা কী শুরু হয়েছে? এদের সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকি। এরা আমার পরিবার। যাঁর বা যাঁদের জন্য এই অবস্থা তাঁদের শাস্তি

হবে। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে কড়া শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। -রুদ্রনীল ঘোষ আহ্বায়ক –ইয়ন চক্ৰবৰ্তী

দিতেই হবে। এটা ছাড়া যাবে না।

এটা চলতে পারে না।'

কালচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে

এই ঘটনার নেপথ্যে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস

ও টলিউডের 'সন্দীপ ঘোষ'-দের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করল বিজেপি। এদিন এই প্রসঙ্গে বিজেপির সাংস্কৃতিক শাখার আহ্বায়ক ও জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, 'কে কোন রাজনৈতিক দলের ধামাধারি সেটা বিচার্য নয়, আরজি করের মতো সব ব্যাপারেই এই তুলতে হবে।

থেট কালচারের বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। টলিউডের শিল্পী বা টেকনিসিয়ানদের কাজে কোনও তালিবানি শাসন মানব না। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে কড়া শাস্তির দাবি জানাচ্ছ।' অভিযোগ, ঘটনায় প্রভাবশালী যোগ থাকায় হরিদেবপুর থানা বা রিজেন্ট পার্ক থানা প্রাথমিকভাবে কোনও অভিযোগ নিতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে কয়েক ঘণ্টা পর রিজেন্ট পার্ক থানায় গিল্ডের ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা গিয়েছে। তবে, আমরা মনে করি, যাঁদের নামে অভিযোগ হয়েছে আসল অপরাধী হয়তো তাঁদের সামনে রেখে

ছড়ি ঘুরিয়েছেন। প্রাক্তন সাংসদ ও অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'একজন ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, তিনি নাকি কী 'বিশ্বাস'। আরজি কর হল সলতে। তাকে দৃষ্টান্ত করে এখন সব ক্ষেত্রেই আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে শাসকের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ

ডিভিসি নিয়ে রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাত চরমে

যৌথ কমিটি থেকে |পুজোর পর ফের তনিধি প্রত্যাহার

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : অনিয়ন্ত্রিত জল ছাডার কারণে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা শুক্রবারই এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছিলেন মমতা। তারপরও ডিভিসি জল ছাডা অব্যাহত রেখেছে। এরপরই ডিভিআরআরসি (দামোদর ভ্যালি জলাধার নিয়ন্ত্রণ কমিটি) থেকে রাজ্যের দুই প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে নবান্ন। রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব শান্তনু বসু ও সেচ দপ্তরের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এই কমিটি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এর ফলে ডিভিসি'র সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত আরও তীব্র হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল

শনিবার যে দ্বিতীয় চিঠিটি প্রধানমন্ত্রীকে মমতা দিয়েছেন. তাতে তিনি ফের অভিযোগ জানিয়ে লেখেন, 'নাম কা ওয়াস্তে কমিটিতে বাংলার প্রতিনিধিকে রাখা হবে অথচ ডিভিসি সব সিদ্ধান্ত নেবে। তাহলে বাংলার প্রতিনিধিকে রেখে লাভ

প্রতিনিধি ডিভিসি'ব চেয়াব্যমানকে সঙ্গে আলোচনা কবেই ডিভিসি মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে চিঠি লিখে ইস্তফার কথা জানিয়ে দেন। জল ছাড়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডিভিসি'র চেয়ারম্যানকে দেওয়া

চিঠিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব শান্তন্ বস লিখেছেন, 'দুই জলাধার থেকে ডিভিসি অনিয়ন্ত্রিতভাবে যে জল ছেড়েছে তার ফলে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ কন্ত ভোগ করছেন। এই পদক্ষেপ অভূতপূর্ব। এর প্রতিবাদে আমি ডিভিসি'র বোর্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গের সদস্য হিসেবে ইস্তফা দিচ্ছ।' সেচ দপ্তরের প্রধান সচিবও একই ভাষায় ডিভিসি'র চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছেন। তবে রবিবার সন্ধে পর্যন্ত ডিভিসি'র পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। শনিবার রাতে পাঠানো চিঠিতে

মুখ্যমন্ত্রী ফের লিখেছেন, 'আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এত জল ছাড়ার প্রয়োজন ছিল না। এভাবে জল না ছাড়লে দক্ষিণবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি এতটা ভয়ংকর আকার ধারণ করত না। সেই কারণেই ডিভিসি'র কমিটি থেকে রাজ্য সরকার প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।' এর আগে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে কী?' মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠি পাঠানোর কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাটিল কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজ্যের দুই জানিয়েছিলেন, রাজ্যের প্রতিনিধির

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা আটকানোর চেষ্টাও করেছিল ডিভিসি। কিন্তু ওই দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে মমতা এদিন বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। রাজ্যের সম্মতি ছাড়াই জল ছাড়া হয়েছে। রাজ্যের কোনও অনুরোধ শোনা হয়নি।'

বন্যাকবলিত

অন্যদিকে,

এলাকায় খাবার, পানীয় জল ও ত্রাণের অপ্রতুলতায় এদিনও রাজ্য সরকারের করলেন দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'ত্রাণ নিয়ে সরকার ও প্রশাসন উদাসীন।' বিজেপির দাবি কমিউনিটি ক্যান্টিন খুলেছে। বিরোধী দলনেতার ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাজ্যের বন্যাকবলিত এলাকায় প্রতিদিন দুই হাজার মানুষকে রান্না করা খাবার দিচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা। শনিবার খানাকুল পরিদর্শনের সময় একটি বাডি তলিয়ে যেতে দেখেন শুভেন্দ। সেই পরিবারকে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এদিন সেই পরিবারকে শুভেন্দুর পাঠানো ৫ লক্ষ টাকার চেক দেন স্থানীয় বিজেপি নেতারা।

স্বৰূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর :

প্রাথমিকভাবে এখন ডিভিসির জল ছাডা দিয়ে শুরু হলেও পুজোর আরও একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রবিরোধী সুর চড়াবে শাসকদল তৃণমূল। আগের মতো কেন্দ্রবিরোধী প্রচার আন্দোলনে তুলে আনা হবে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় কেন্দ্রের কাছে বকেয়া হাজার হাজার কোটি টাকার দাবি আদায়ের কথা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন. পুজোর পরেই দলের সর্বস্তরের কর্মসূচি চূড়ান্ত করবেন। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদফা কথাও হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পূজো পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির সর্বশেষ অবস্থা দেখে নিতে চান। রাজ্যের বর্তমান 'অস্থির' পরিস্থিতি মোকাবিলায় পালটা দলকে এখনই আবার পথে নামানো চূড়ান্ত করেছেন তিনি। নারী উন্নয়নে রাজ্যের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা সামনে আনতে তৃণমূলের মহিলা ফ্রন্টকে ৩০ সেপ্টেম্বর রাস্তায় নামার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আরজি করের ঘটনায় সিবিআই যাতে দ্রুত তদন্ত শেষ করে দোষীদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা করে, সে দাবিও তুলবে তুণমূলের মহিলা ফ্রন্ট।

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, নারী অধিকার রক্ষায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে রাজ্যের মানুষের কাছে তাঁদের

ভাবমর্তি ধরে রাখা সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ভাবনার পাশাপাশি রাজ্যের হঠাৎ 'ম্যান মেড' বন্যাকে ইস্য করে মুখ্যমন্ত্রী ডিভিসির সঙ্গে কেন্দ্রবিরোধী জিগির তুলে ধরতে সোচ্চার হয়েছেন এখনই।

ডিভিসিকে দিয়ে কবে শাবদোৎসবেব শেষে এই দিল্লিবিরোধী আন্দোলনেই দলকে পথে নামাতে চান মখ্যমন্ত্রী। দলের খবর, আরজি কর ইস্যতে দু'একটি বিষয়ে দল ও সরকারের ভূমিকায় সম্ভুষ্ট হতে পারেননি অভিযেক। এই নিয়ে দলনেত্রী ও দলের সঙ্গে অভিষেকের ঠান্ডা লড়াই চললেও নেতা-নেত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের কেন্দ্রবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে সঙ্গে বৈঠকে বসে এই আন্দোলন যাওয়ার ব্যাপারে দলের সঙ্গে একমত অভিষেক। পুজোর পর আবার জোরদার করার বিষয়ে দলনেত্রীর সঙ্গে একমত অভিষেক।

অভিষেক ঘনিষ্ঠ মহলের খবর. আরজি করের ঘটনায় সিবিআইয়ের ওপরে চাপ সৃষ্টি করার ব্যাপারে দলের পদক্ষেপ আরও জোরালো করতে চান অভিষেক। এতে আর যাই হোক, দলের স্বচ্ছতার কথাও মানুষের কাছে তুলে ধরা যাবে বলে মনে করেন অভিষেক। শাসকদল যে ওই ঘটনায় বিচার চায় সে কথাও রাজ্যবাসীর কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া যাবে।

দলের খবর, অভিষেকের সঙ্গে এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন দলনেত্রী। ঠিক হয়েছে, প্রজার পর একাধিক ইস্যুতে আবার কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন জোরদার করতে কর্মসুচি নেবে শাসকদল তৃণমূল। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীও আবার পথে নামবেন।

দুর্গার সাজ তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী। বীরভূমের তাঁতিপাড়ায়। -তথাগত চক্রবর্তী

অরূপকে হুঁশিয়ারি

বাঁকুড়া, ২২ সেপ্টেম্বর : শাসকদল তৃণমূল পরিচালিত বাঁকডা পরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলার অনন্যা চক্রবর্তী শনিবার যোগ দিলেন বিজেপিতে। এতে বাঁকুড়া পুরসভায় খাতা খুলল পদ্ম শিবির। সেইসঙ্গে তিনি বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে জেলে পাঁঠানোর হুঁশিয়ারি দিলেন।

. শনিবার বাঁকডা নারী সুরক্ষা মহামিছিলে অংশ নিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বাঁকুড়ায় আসেন। মাচানতলা আকাশ মুক্তমঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুকান্ত বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দেন। অরূপ লোকসভা ভোটে জিতে ১০০ জন দলীয় কর্মীকে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ঘটনার সমালোচনা করে সুকান্ত প্রশ্ন করেন, 'আমার সাধ্য হয়নি ১০০ লোককে দিল্লি নিয়ে গিয়ে শপথগ্রহণ দেখাতে। এত টাকা কোথায় পেলেন? সবাই জানে অরূপবাবু কয়লা, বালি থেকে কী পরিমাণ টাকা আয় করেন। তাই তিনিও তৈরি থাকন জেলে যাওয়ার জন্য।' যদিও পালটা অরূপ বলেন, 'দিল্লিটা কি বিজেপির কেনা সম্পত্তি নাকি যে ওনারা ছাড়া আর কারও যাওয়ার অধিকার নেই ?'

তদন্তকারীদের নজরে আরও এক পুলিশকর্মী

দ্বিতীয়বার জেরার মুখে অভীক, বিরূপাক্ষ

আরজি কর কাণ্ডে সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ তিন চিকিৎসক বিরূপাক্ষ বিশ্বাস. অভীক দে ও সৌরভ পালকে রবিবার তলব করে সিবিআই। শনিবার মধ্যরাত পর্যন্ত অভীক ও বিরূপাক্ষকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করেন তদন্তকারীরা। এদিন ফের তাঁদের সিজিওতে ডাকা হয়। বেলা ১১টায় তাঁরা সিজিওতে হাজির হন। সিবিআই নজরে রয়েছেন জুনিয়ার চিকিৎসক সৌরভ পাল। টালা থানার এএসআই চিন্ময় বিশ্বাসকেও এদিন তলব করা হয়। তিনি ১০টা ৩৯ মিনিটে হাজিরা দেন। নিযাতিতার তিনজন ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকের মধ্যে একজনকে এদিন আবার তলব করে সিবিআই। তিনি দুপুরবেলায় সিজিওতে আসেন।

এই ঘটনায় বিরূপাক্ষ, অভীক, সৌরভ অন্য হাসপাতালের চিকিৎসক হলেও ওইদিন তাঁরা সেমিনার হলে হাজির ছিলেন। কার নির্দেশে তাঁরা ওইদিন ঘটনাস্থলে যান, তা তাঁদের থেকে জানতে চাওয়া হয়। ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরই এই চিকিৎসকদের ফোন করে জানান সন্দীপ। এই বিষয়েও তাঁদের জেরা চলে। তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও আরজি

তদন্ত চলছে

■ অভীক. বিরূপাক্ষ, সৌরভকে জিজ্ঞাসাবাদ

■ টালা থানার এএসআই. ময়নাতদন্তকারী এক চিকিৎসক, ফরেন্সিক বিভাগের দুই কর্মীকে তলব

🔳 আরজি করে দিল্লির সিবিআই আধিকারিকদের দল

 হাসপাতালের কর্মীদের একাংশের অভিযোগের চিঠি

কর হাসপাতালে তাঁদের ভূমিকা কী ছিল, তা জানতে চাওয়া হয়। টালা থানার সাসপেন্ড হওয়া ওসি অভিজিৎ মণ্ডল ধর্ষণ ও খনের ঘটনায় সিবিআই হেপাজতে র্য়েছেন। তাঁর সম্পর্কে তথ্য জানতে টালা থানার এএসআইকে ডাকা হয়।

এছাড়াও অভিযোগ, ময়নাতদন্ত তড়িঘড়ি করে সম্পন্ন করার জন্য চিঠি লিখেছেন তিনি। শুরু থেকে তদন্তকারী অফিসারের সহকারী হিসেবে কাজ করেন। টালা থানার

করেছে, তার সদস্য ছিলেন চিন্ময়। লালবাজারের তরফে যে সিট গঠন করা হয়, তারও সদস্য ছিলেন এই পুলিশকর্মী। এদিন এই পুলিশকর্মীর বয়ান রেকর্ড করা হয়। নিযাতিতার ময়নাতদন্তের সময় তিনজন চিকিৎসক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অপূর্ব বিশ্বাসকে এদিন ডেকে তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়। আরজি করের দুজন ফরেন্সিক মেডিসিনের কর্মীকেও এদিন সিজিওতে ডাকা হয়।

ঘটনার জট খুলতে দিল্লি থেকে সিবিআই আধিকারিকরা এদিন আরজি কর হাসপাতালে আসেন। তিনজন সিবিআই আধিকারিকের একটি দল আরজি করের প্ল্যাটিনাম জবিলি বিল্ডিংয়ে যায়। ওই বিল্ডিংয়ে অধ্যক্ষের ঘর রয়েছে। তাঁর সঙ্গেও কথা বলেন সিবিআই আধিকাবিকবা। এই আবতে আবজি করের সরকারি কর্মীদের একাংশ রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব, রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা, আরজি করের বৰ্তমান অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে চিঠি দেয়। তাঁদের অভিযোগ, আরজি করকে দুর্নীতির ঘাঁটিতে পরিণত

করার জন্য সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে

আরও অনেকে জড়িত ছিলেন

সোমবার, ৬ আশ্বিন ১৪৩১, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১২৭ সংখ্যা

কঠিন লড়াইয়ে ট্রাম্প

ড়াইটা যতদিন এক অশীতিপর এবং এক আশি ছুঁইছুঁই প্রার্থীর মধ্যে ছিল, ততদিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে মার্কিন মূলুকে তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়নি। বরং ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন এবং রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প মুখ ফসকে কোথায় কী বেফাঁস বললেন, সেই চর্চা হত বেশি। তবে অঙ্গরাজ্যগুলোয় প্রাইমারি ভোট চলাকালীন বিভিন্ন জনমত সমীক্ষায় ট্রাম্প বাইডেনের তলনায় এগিয়ে থাকতেন।

জুনে টিভি-বিতর্কে বাইডেন রণে ভঙ্গ দেন। ততদিনে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সহ আরও অনেকে অতি-প্রবীণ বাইডেনকে লডাই থেকে সরাতে উঠেপড়ে লাগেন। অল্পবয়সি কাউকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী করার পক্ষে সওয়াল করেন তাঁরা। বাইডেনের পরিবারও সেটা চাইছিল। তার মধ্যেই জুলাইয়ে পেনসিলভেনিয়ায় হামলা হল ট্রাম্পের সভায়। আততায়ীর বন্দকের গুলি ট্রাম্পের ডান কান ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ার পর ট্রাম্পের রক্তাক্ত মুখ, আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাতের ছবিটা বিশ্বে ভাইরাল হয়ে যায়।

ওই ঘটনার পর জনমত সমীক্ষায় বাইডেনকে অনেক পিছনে ফেলে দেন ট্রাম্প। ঠিক তখনই সরে দাঁডিয়ে বাইডেন তাঁর পছদের প্রার্থী হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের নাম প্রস্তাব করেন। দলে বাকি প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে ফেলে শেষপর্যন্ত কমলাই এখন প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্রাট প্রার্থী। কমলা মার্কিন ইতিহাসে প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট। জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ায় হলেও কমলার যোগসূত্র আছে ভারতের সঙ্গে। তাঁর দাদু এবং দিদা আদতে তামিলনাডুর বাসিন্দা। দাদু ব্রিটিশ জমানার আমলা। স্বাধীন ভারতে তিনি সরকারি আমলা ছিলেন। ছোটবেলায় মামার বাড়ি বেড়াতে এলে কমলা সেই দাদুর সঙ্গে মর্নিং ওয়াকে যেতেন। দাদু তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গল্প শোনাতেন।

সেদিনের সেই ছোট্ট কমলা ক'দিন আগে টিভি-বিতর্কে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়ে গেলেন। বাইডেন দলকে বিডম্বনায় ফেলার পর কমলা কীভাবে 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' করেন, তা দেখতে উদ্গ্রীব ছিল সব মহল। বিতর্ক শুরুর মুখেই চমক দেন হ্যারিস। ট্রাম্পের কাছে গিয়ে করমর্দন করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে এই সৌজন্যের দম্ভান্ত বিরল। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, অভিবাসন, গর্ভপাত সহ নানা বিষয়ে ট্রাম্পের চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন হ্যারিস।

ট্রাম্প কিন্তু কমলার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেননি। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে সেদিন নিষ্প্রভ দেখাচ্ছিল। তার দিনকয়েক পরে ফ্রোরিডায় গল্ফ কোর্সে ফের ট্রাম্পের ওপর হামলার চেষ্টা হয়। তবে এ যাত্রায় আততায়ীকে গোড়াতেই পাকড়াও করে সিক্রেট সার্ভিস। ফ্লোরিডার ঘটনা অবশ্য জনমানসে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এই মহর্তে জনমত সমীক্ষায় অনেকটা এগিয়ে হ্যারিস।

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, তাঁর মেয়ে লিজ সমেত রিপাবলিকান দলের জনা পাঁচিশ বিশিষ্ট নেতাও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরব। হ্যারিসের হয়ে আসরে নেমেছেন জুলিয়া রবার্টস, জেনিফার লোপেজ, মেরিল স্ট্রিপ সহ বহু তারকা। শুধু স্বদেশে নয়, রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনও নাকি হ্যারিসের হাসিতে মুগ্ধ। পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে হ্যারিসকেই

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটার না হলেও পোপ ফ্রান্সিস অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁর বিচারে দুজন প্রার্থীই মানুষের প্রাণের বিরোধী। একজন শরণার্থীদের (অভিবাসন) ক্ষেত্রে, আরেকজন শিশুদের (গর্ভপাত) ক্ষেত্রে। তাঁর ভাষায়, দেখতে হবে দুজনের মধ্যে কে কম ক্ষতিকর। সে যা হোক, আর ছ'সপ্তাহ বাদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। কমলা হ্যারিসকে ইতিমধ্যে জয়ী ঘোষণা করে দিয়েছে ভোট-পণ্ডিতদের একাংশ। সেটা না হলেও হ্যারিস অল্প সময়ের মধ্যে ডেমোক্রাট দলের 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' করে ফেলায় চূড়ান্ত লড়াইয়ে ট্রাম্পকে বেশ বেগ পেতে হতে পারে।

অমৃতধারা

ঈশ্বর এমন একটা পর্দা যিনি প্রতি মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন, কিন্তু নিজেকে দেখতে দেন না। ওই টিভির পদীর মতো। সেটাকে দেখতে গেলে রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে অফ করতে শিখতে হবে। আমরা যখন সবাই ঘমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুযুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর।

নারী আন্দোলনে শহর বনাম গ্রাম

চাল-আটার দাম, কৃষক-শ্রমিকের জন্য শহুরে নারীর আওয়াজ বড্ড মিনমিনে। আন্দোলন সফল হয় না গ্রাম না ছুঁলে।



ডুয়ার্সের মালবাজার থেকে আরও প্রায় ১০ কিমি ভিতরে। প্রায় যানবাহন চলাচলের অযোগ্য বাস্তা। মাঝখানে কুমলাই নদী। যে নদীতে ব্রিজ আজও স্বপ্ন। প্রায়

হাজার পাঁচেক লোক বা তারও বেশি লোকজন সেই নদী নৌকায়, জল কম থাকলে হেঁটে কিংবা বাঁশের সেতুতে (শীতকালে) পার করে তবেই টাউনে পৌঁছায়। নিকটবর্তী বাজার বড়দিঘি। আর অসুখবিসুখ, আপদ-বিপদে ভরসা একমাত্র মালবাজার শহর।

সেই রকম এক গ্রামে করমপুজোর দিন পাতা তুলছিলেন নাইহারি ওরাওঁ। বেশ হাসিখুশি নাইহারি নিজের বয়স ঠিক কত জানেন না। পাকা হাতে তিনি পাতা তুলেই চলেছেন। কথা বলতে বলতে পাতা তুলছেন। অবিরাম। কোনও ছেদ নেই। পাতা তুলতে তুলতেই শোনালেন, তিনি ১৫০ টাকা পান আর তাঁর পাশের শ্রমিক পায় ২০০ টাকা।কেন এই বিভেদ, নাইহারি স্পষ্ট বলেন, 'মালিক কয় তুরা কি পুরুষের মতন কাজ পারবি! কিন্তু হামরা তো সমান কাম করি! তাও কম!'

পাশেই কাজ করছিল ঝুমা ওরাওঁ। আঠারো পেরোয়নি। কলকাতায় নারী আন্দোলন চলছে, সে জানে কি না জিজ্ঞেস করতেই বলল, না, জানে না। বাড়িতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, র্যাশন পায় কি না জিজ্ঞেস করতেই বলল, র্যাশন পায়। একটু দূরে কাজ করছিলেন মালতী ওরাওঁ। তিনি আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি ১০০০ টাকা পান লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে। কিন্তু আদিবাসী জনজাতি শংসাপত্র থাকলে তো ১২০০! বলছিলেন, তাঁর সার্টিফিকেট নেই! বয়স ঠিক জানা নেই কিন্তু আন্দাজে মনে হল যাট-এর ঘরে। আরজি কর ধর্ষণ প্রসঙ্গ তুললে তিনিও বলছিলেন, একটু একটু আবছা শুনেছেন, কিন্তু ঠিক কী হয়েছে তা জানা নেই ! তিনি বরং শোনালেন, তাঁর নিজের সমস্যার কথা, ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন, বাড়িতে বৃদ্ধ স্বামী, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তাঁদের চা বাগানে সারাবছর কাজ থাকে না। আর থাকলেও তো যা পারিশ্রমিক তাতে দিন চলে না। শেষে জিজ্ঞেস করলেন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা বন্ধ

আরজি করের সেই ঘটনার পরে পালটে গিয়েছে অনেক কিছুই। অন্তত টিভি, খবরের কাগজ আর চালু সামাজিক মাধ্যমে কেমন এক আশা জাগানো বিপ্লব বিপ্লব ভাব। সব পালটে যাবে বা একদল ভাবছে সব পালটে ফেলা যাবে এই আশা নিয়ে বেশ কাব্যি করছি আমরা সবাই। কিন্তু এই যুগে যেখানে সামাজিক মাধ্যমকেই আমরা নিজেদের বসতবাড়ি ভেবে নিয়েছি, সেই ইকো চেম্বারে থেকে এরকম একটি ধারণাই হওয়া স্বাভাবিক। এই আন্দোলন গণ আন্দোলন হতে গেলে সেটাকে ছুঁয়ে ফেলতে হত সমাজের তলানির শেষ অংশে থিতিয়ে পড়া নাইহারি ওরাওঁদের সঙ্গে। কিন্তু নগর এখন আরও বড্ড দূরে। ছোট দেশলাই বাক্সে তার বাস। অনেক অনেক বাক্স জমে শহর হয় আর সেই বাক্সের ভিতরে বাস করা পুঁজির বাজারে ২৪ ঘণ্টার দাস খাটা নিস্তেজ প্রাণীগুলোর সময় নেই পাশের বাক্সের খবর জানার। নাইহারি তো সেখানে শুধুই দূরের বুদবুদ। বা তাও নয়।

হয়ে ওঠে। এই 'আন্দোলন' অনেক কিছই ছুঁয়ে যায় না। ছুঁয়ে যায় না হাসপাতাল ফেরত আরেকজনকে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে



সেই সমস্ত রোগীদের যাঁরা জানেন বেসরকারি হাসপাতালে গেলে অনেক তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়া সম্ভব, যাঁরা জানেন মাসিক ওযুধের দাম আকাশ ছুঁয়েছে, যাঁরা জানেন কারণে-অকারণে নানারকম পরীক্ষার হিড়িক থেকে বাঁচতে সামর্থ্য থাকলে পাড়ি দিতে হয় দক্ষিণের একটি রাষ্ট্রে ন্যায় যদি সঠিক প্রক্রিয়ামতো রাজ্যগুলিতে শুধুই চিকিৎসার কারণে।

ধরলে, পাশের থেকে উৎসাহী চোখগুলো গিলে ফেলতে চাইবে। কেউ কেউ উৎসাহের অতিশয্যে জিজেস করেই ফেলবেন, দজন অসমবয়সি বন্ধুর সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে।

মৌমিতা আলম

আসলে জাস্টিস বা ন্যায় একটি প্রক্রিয়া। সবার জন্য সমান না হয়, তবে সেটা

এই আন্দোলন বড্ড মধ্যবিত্তদের হয়ে ওঠে। এই 'আন্দোলন' অনেক কিছুই ছুঁয়ে যায় না। ছুঁয়ে যায় না হাসপাতাল ফেরত সেই রোগীদের যাঁরা জানেন বেসরকারি হাসপাতালে অনেক তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়া সম্ভব, যাঁরা জানেন ওযুধের দাম আকাশ ছুঁয়েছে, যাঁরা জানেন কারণে-অকারণে পরীক্ষা থেকে বাঁচতে পাড়ি দিতে হয় দক্ষিণে।

কিন্তু জাস্টিস ফর নাইহারি? জাস্টিস ফর সাবির মালিক। সেই সাবির যাঁকে গোরুর মাংস খেয়েছে সন্দেহে পিটিয়ে মারা হল বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানায়। কিংবা জাস্টিস ফর সেই সমস্ত মহিলার, আমার, আমাদের যাঁদের প্রতি মুহুর্তে লড়াই করতে হচ্ছে নিজস্ব একটি স্পেসের জন্য, একট শান্তিতে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য। সদ্য সিগারেট খেতে শুরু করা মেয়েটিকে কেন খুঁজে বেড়াতে হবে শান্তিতে একট সিগারেট খাওয়ার জায়গা সমস্ত পরুষ চাহনি অতিক্রম করে! ধুমপানকে সমর্থন করি না, কিন্তু তাই বলে কার্ত্ত ব্যক্তিগত পছন্দের স্বাধীনতা কেউ তো হস্তক্ষেপ করতে পারি না। এই আন্দোলন তাই বড্ড মধ্যবিত্তদের কেন এনজেপি স্টেশনে রাঁচি ফেরত বান্ধবীকে ট্রেনে ছাড়তে এসে, আবেগে একজন বান্ধবী

জাস্টিস ফর তিলোত্তমা। হ্যাঁ অবশ্যই। চাওয়ার মধ্যেও শ্রেণিতন্ত্র লুকিয়ে থাকবে। আর সেই শ্রেণিতন্ত্রের মধ্যে নাইহারি, সেই সিগারেটে একটিবার সুখটান দিতে চাওয়া মেয়েটি, কিংবা ট্রেনের দুই বন্ধুর নিজেদের ভালোলাগার, ভালোবাসার স্পেস থাকা জরুরি, যেমন জরুরি সাবির মালিকের যা ইচ্ছে খাওয়ার স্বাধীনতাও।

তাই আরজি করের ডাক্তার ধর্ষণের বিচার চাইতে গেলে চাইতে হবে সবার বিচার। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ছুঁয়ে যদি মশাল না যায়, সেটা আবার হবে নগরের চাপিয়ে দেওয়া ন্যায়ের দাবি গ্রামের ওপর। আর যে দাবি গ্রামের মানুষকে ছোঁবে না, তা গণ আন্দোলন বলে চালিয়ে খবরের কাগজের বিক্রি বাডতে পারে বা আইডেন্টিটি পলিটিক্সের হাত ধরে যেমন কিছু নেতা তৈরি হয় তেমন গোছের গ্রাম নেই। কিছু একটা হবে।

নাইহারির সঙ্গে ন্যায় না হলে জাস্টিসের ইংরেজি ঘেঁটে কিছু মানুষের সংবাদমাধ্যমে বাইট দেওয়া হবে। দীর্ঘদিন গণ আন্দোলনের হাত ধরে নারীদের মুক্তির প্রথম ধাপ হিসেবে আরজি করের নিযাতিতার জন্য ন্যায় বা জাস্টিস-এর দাবির আন্দোলন প্রথম মাইলস্টোন হলে সেটা খুবই আশার কথা। কিন্তু যে নাগরিক জীবন শুধুই নিজেরটুকু চেনে সে কি গণ আন্দোলনের জন্য যে গণজাগরণের প্রয়োজন আর তার জন্য যে কঠিন পথ চলতে হবে সেটার জন্য প্রস্তুত? মধ্যবিত্ত হিসেবের খোপে এই যুক্তি বসে না।

নাইহারির তেমন কিছু হবে না। আর

বন্যা, চালের দাম, আটার দাম, কৃষক আর শ্রমিকদের জন্য মধ্যবিত্ত গলার আওয়াজ বড্ড মিনমিনে। আর নারীর মুক্তির প্রসঙ্গে প্রতিদিন, প্রতি মুহুর্তের যে অবিরাম যুদ্ধ দরকার এই ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তা যে কতখানি হয়ে উঠছে তা নারীদের দিকে ধেয়ে আসা রোজকার ভাষা দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়। জাস্টিস চাইতে গেলে উপড়ে ফেলতে হবে জাস্টিস না পাওয়ার কারণ, নারীদের ওপর ঘটতে থাকা রোজকার শোষণের রোজনামচা। আর যে রোজনামচায় নাইহারি ওরাওঁয়ের যেমন কন্ট, তেমন নেই তার স্বর শোনার লোক, শুধুই আছে রোজ পিতৃতন্ত্রের কাছে নির্যাতনের যন্ত্রণা।

এই নারীমক্তির জন্য যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনকে অবশ্যই হতে হবে সমস্ত শ্রেণির জন্য। যেমন থাকবে ভাতের দাবি তেমনই দাবি থাকবে মুক্ত মন ও মননের জন্য উন্মুক্ত আকাশের। তাই আরজি করের নিযাতিতার জন্য আন্দোলন যেন কোথাও হয়ে উঠছে শুধুই নাগরিক আন্দোলন যাতে নাইহারি আর তাঁর

(লেখক ময়নাগুড়ির বাসিন্দা। শিক্ষক)

আজ

১৯৪৩ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্ৰী



১৯৫৭

বিশিষ্ট গায়ক কুমার সানুর জন্ম আজকৈর

আলোচিত



ব্যাংকের দশ লক্ষ টাকা ইডি বাজেয়াপ্ত করেছিল। ছেলের কলেজের ফি দিতে পারছিলাম না। আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে বলত। বলা হয়েছিল, নিজের কথা ভাবতে, রাজনীতিতে কেউ অন্যের কথা

- মনীশ সিসোদিয়া

ভাইরাল/১



কুয়োর ধারে বসে এক মহিলা। পা ঝুলছে কুয়োর দিকে। সেই পা ধরে ঝুলছে তাঁর একরত্তি ছেলে। হুঁশ নেই মায়ের। গানের তালে অঙ্গভঙ্গি করে রিলের জন্য পোজ দিচ্ছেন তিনি। দায়িত্বজ্ঞানহীন মায়ের কীর্তিতে ক্ষব্ধ নেটনাগরিকরা।

ভাইরাল/২



মধ্যপ্রদেশের মূলতাইয়ে মাদক কারবারের অভিযোগে একজনকে থানায় ধরে আনা হয়েছিল। দু'হাত ও ঘাড়ের মাঝে লাঠি দিয়ে জানলার গ্রিলের সঙ্গে হাত দুটি বেঁধে তাঁকে মার্ধর করা হয়। ভিডিও ভাইরাল হতেই সাসপেড এক সাব-ইনস্পেকটর।

কারও মৃত্যুতে বাজারহাটে 'বনধ' করা বন্ধ হোক

রবি ঠাকুরের অচলায়তন গল্পটি আজ বড়ই প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। প্রাচীন নিয়মের পরাকাষ্ঠা ভেঙে ফেলে নতুনেরে লহ সহজে। আজ কে নেবে সেই দায়? সেই মান্ধাতা আমল থেকে চলে আসছে- কারও মৃত্যু হলে সব দোকানপাট, বাজারহাট বন্ধ রাখা। সেটা দেশের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। কোনও নেতা বা বিশেষ কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হলে রাস্তার পাশে তাঁর মূর্তি স্থাপন করা বা 'বনধ' পালন করা যেন একটা রেওয়াজ হয়ে আসছে। এতে সাধারণ মানুষের যে কত ক্ষতি হচ্ছে তার হিসেব কে রাখে! আইন করে এটা বন্ধ করার সময় এসেছে।

এই যেমন সেদিন আলিপুরদুয়ার বাজার বন্ধ

রাখা হয়েছিল। কেননা একজন সবজি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। গত সপ্তাহে একজন মাছ ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছিল, তখনও বাজার বন্ধ রাখা হয়েছিল। প্রমু হল, বিভিন্ন জায়গার মানুষ বহু দূর থেকে গাড়ি বা টোটোরিকশাতে ভাড়া দিয়ে আসেন। এসে দেখেন বাজার বন্ধ। এখন প্রয়োজনীয় জিনিস ছাডা সংসারে রান্না হবে কী করে? তাছাডা কোনও মাইকিং নেই। আগে থেকে জানানো নেই। হুট করে বন্ধ। আচ্ছা, এতে কি আদৌ মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি লাভ হয়? নাকি যাঁরা দিন আনেন দিন খান তাঁদের রোজগারের পেটে লাথি মেরে একরাশ ঘূণা আর অভিশাপ কুড়োনো হচ্ছে?

প্রকৃতই যদি সহকর্মীর প্রতি শোকজ্ঞাপন করতে হয় তাহলে অন্য কিছ চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। যেমন, বাজার শৈষে সকলে এক জায়গায় জমায়েত হয়ে তাঁর ফোটোতে মাল্যদান করা, মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে লোকাল কমিটি. সমিতি প্রশাসন, সর্বোপরি দেশের কর্ণধারদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উত্তম দে রায়, আলিপুরদুয়ার।

হাকিমপাড়ায় জেব্ৰা ক্ৰসিং চাই

হাকিমপাড়ায় ব্যস্ত ক্রসিং রয়েছে, যা চারটি রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে- একটি তিস্তা বাঁধের উপর দিয়ে সুকান্তনগর কলোনি থেকে আসছে, অন্যটি ডিএম অফিস থেকে আসছে, একটি হাসপাতালপাড়া থেকে আসছে এবং আরেকটি থানা থেকে জলপাইগুড়ি সদর গার্লস স্কুল হয়ে আসছে। দুই চাকা এবং চার চাকার গাড়িচালকরা

যা তাড়াহুড়ো করে চালান, তাতে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ না থাকায় ক্রসিং অতিক্রম করার সময় তাঁরা গতি নিয়ন্ত্রণের চিন্তা করেন না। ফলে বড় দুর্ঘটনা ঘটার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। স্কুল ও অফিস টাইমে পথচারী ও পড়য়াদের রাস্তা পার হওয়ার সময় ঝুঁকি নিতে হয়।

এখানে জেব্রা ক্রসিং বা ট্রাফিক সিগন্যালিংয়ের ব্যবস্থা নেই। জেব্রা ক্রসিং থাকলে মানুষ নিরাপদে জেব্রা ক্রসিং পার হতে পারতেন। এ বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অবনীশকুমার দেব, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক: সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জন্সী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ). ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

নতুন ভাবনা জরুরি উত্তরের পর্যটনে

ক্রমে ওডিশা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে উত্তরবঙ্গের। দক্ষিণবঙ্গের অনেকে ছটছেন ওদিকে। আমাদের নয়া অস্ত্র দরকার।



মহানগরের বুক থেকে একটা পরিবার শিয়ালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের অপেক্ষা করছে। পাঁচ বছরের পুঁচকিটা বাবার কাছে বায়না ধরেছে আইসক্রিম খাওয়ার, এদিকে টেন যে এসে হাজির হবে হবে। বাবা বললেন, 'আজকের দিনটা দাঁড়াও মা। কালকে আমরা

পাহাড় আর চা বাগান দেখতে দেখতে আইসক্রিম খাব। সঙ্গে অনেক মোমোও।'

গল্পটা অনায়াসের বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্প যে একটা মজবুত স্তম্ভ, সে কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না। প্রবল গরমে হাঁফিয়ে ওঠা সমতলের মানুষজন একটু প্রাণ খুলে বাঁচতে ছুটে যান পাহাড়ের কোলে। শীতকালে দার্জিলিংয়ে ভিড়, আবার কখনও বা বর্ষায় পাহাড়প্রেমীদের কার্সিয়াং বা কালিম্পং জমিয়ে বৃষ্টি দেখাটা উত্তরের সারাবছরের জীবনধারারই অংশ। তার সঙ্গে ভাগ বসায় ডুয়ার্সের জঙ্গল। এই পর্যটকদের মধ্যে একটা বড় অংশ কিন্তু দক্ষিণবঙ্গ থেকে এসে থাকে। প্রশ্নটা কিন্তু এর মধ্যেই একটা ফাঁকের গল্প শোনায়।

বিগত কয়েক বছরে ওডিশা নিজেদের পর্যটনশিল্পকে ঢালাও সাজিয়েছে। আর এতে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের যে মানুষজন পুজো, বড়দিন, অথবা যে কোনও ছুটি পেলেই ছুটত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে, তাদের অনেকেই এবার ছুটে যাচ্ছে ওডিশা। কারণ হিসাবে এটাও বলা যায় কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি আসতে যা সময় লাগে, তার থেকে অনেকটা কম সময়ে ওডিশা পৌঁছানো যায়। এর জন্য সিমলিপাল হোক.

>>

জয়দেব সাহা



অথবা দারিংবাড়ি- মানুষের পছন্দের তালিকায় কিন্তু এই জায়গাগুলোও বেশ রসিয়ে বসেছে। আর তার উপর রসদ জোগাচ্ছে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের রাস্তায় বারবার ধস।

এই পর্যটনশিল্পে আঘাত এলে, অর্থনৈতিকভাবে আর কর্মসংস্থানের দিক থেকেও সমস্যায় পড়তে হবে আমাদের উত্তরের মানুষজনকে। তাহলে উপায়? উপায় সেই চিরাচরিত। ডারউইনের বলে যাওয়া 'অস্তিত্বের জন্য লড়াই'। অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে গিয়েছে বলাটা নেহাতই মিথ্যে কথা, কিন্তু একটা প্রতিযোগী কিন্তু বাজারে এসে টেক্কা

দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সূতরাং, রণসজ্জায় সেজে ওঠার সময় হয়তো এসেছে। রণসজ্জা নাই বা হল, অন্তত অস্তিত্ব রক্ষা আর অস্তিত্ব বিকাশের সময় তো বলাই যায়। উত্তরের পর্যটনকেন্দ্রগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে আরও আকর্ষণীয় করা কি যায় না? সাজানো মানে শুধ বাহ্যিক আডম্বর নয়।

ধরা যাক, পুজোর সময় একটা বাঙালি পরিবার मार्জिनिংয়ে আসছে, তার জন্য বিশেষ কী করা হচ্ছে? পাহাড়ের কোনও একটা জায়গাকে কি প্রজোর কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে তোলা যায় না? তাহলে বিজ্ঞাপনের পাতায হয়তো ফুটে উঠবে, 'পুজোও হবে, আবার ঘোরাও হবে। এবার পাহাড়ে...'। অথবা কালীপুজোর প্রাঙ্গণে গড়ে উঠুক একটা স্থানীয় দেবদেবী আর মান্যতার চচরি স্থান। মান্য আসবে, পাহাড় আর কুয়াশার সঙ্গে জানবে স্থানীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস আর সামাজিক মান্যতাগুলো সম্পর্কে। অথবা ধরা যাক, জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ চা বাগানের মাঝে যে ছোট ছোট নদীগুলো প্রবহমান, সেগুলোর সৌন্দর্যায়ন করে, দিগন্ত চা বাগানের ঠিক মধ্যিখানে গড়ে উঠতেই পারে শান্তিপ্রিয় মানুষের দু'দিনের ঠিকানা। সেই সুরে সুর মিলিয়ে আসতেই পারে স্থানীয় মেচেনি গানের প্রসঙ্গ। খুব মন্দ হবে কি?

(লেখক আইআইটি পার্টনার গবেষক। মালদার সামসীর বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@ gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

পাশাপাশি: ১। কথাবাতরি জাঁক, গর্বের প্রকাশ শব্দরঙ্গ 🔳 ৩৯৪৫ ৪। ভয়, ভীতি, ত্রাস ৫। খরগোশ ৭। কায়িক শ্রমজীবী ৮। সত্য যার প্রিয়, যে মিথ্যা বর্জন করে চলে ৯। শিষ্য, ছাত্র, চ্যালা ১১। হত্যা, বধ ১৩। চিঠি, বর্ণমালা, হরফ, লিখন, লেখা ১৪। নৌকার সারি, প্রস্থ, লম্বাই-চওড়াই, ঘটা ১৫। চালাক, চতুব, সমঝদার।

উপর-নীচ : ১। বাঁকা, অল্প বাঁকা, কুটিল ২। অপর, অন্য, ভিন্ন, নীচ, অধম, অনভিজাত ঐ্রেণির ৩। স্থায়ীভাবে থাকা, বাস ৬। লজ্জা, ব্রীডা ৯। শিমুল গাছ ১০। স্বপক্ষের লোকজন, সাঙ্গোপাঙ্গ ১১।ক্ষতি, লোকসান ১২।পুত্র, কল্পিত স্বর্গের বাগান।

সমাধান 🔳 ৩৯৪৪ পাশাপাশি : ১। বপুষ্মান ৩। বারিদ ৫। বাকরখানি ৭। মশান ৯। গরদ ১১। হাতসাফাই ১৪। সড়ক ১৫। মন্বন্ধর।

উপর-নীচ: ১। বদনাম ২। নতুবা ৩। বাজার ৪। দর্শন ৬। খান্ডার ৮। শাশ্বত ১০। দশান্তর ১১। হাপুস ১২। সাবেক ১৩। ইনাম।

বিন্দুবিসর্গ



ত্তরবঙ্গ সংবাদ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কোয়াডে গণতন্ত্রের মোড়কে চিনকে বার্তা

মার্কিন প্রেসিডেন্টের গৃহ-শহর থেকে বিশ্ব শান্তির সমান্তরালে স্থিতাবস্থা রক্ষার পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন কোয়াড নেতৃত্ব। শনিবার আমেরিকার ডেলওয়ারে ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা সংকটের পাশাপাশি আন্তজাতিক জলপথে যাতায়াত নিশ্চিত করতে মতবিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি. মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা। শীর্ষনেতাদের বক্তব্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উঠে এসেছে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের প্রসঙ্গ।

সদ্যসমাপ্ত কোয়াড থেকে স্পষ্ট যে, অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নৌ-আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার বিরুদ্ধে ৪ দেশের প্রতিরোধ আরও তীব্রতর হবে। এদিন আলোচনার সুর বেঁধে দিয়েছিলেন বৈঠকের আয়োজক বাইডেন। মার্কিন শীর্ষনেতা সাফ বলেন, 'চিন আক্রমণাত্মক আচরণ করছে। অর্থনীতি, প্রযুক্তি সহ নানা ক্ষেত্রে আমাদের পরীক্ষা করছে। তবে আমার বিশ্বাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হলে আমাদের কুটনৈতিক সক্রিয়তাও বৃদ্ধি পাবে।[?] চিনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বিশ্বের বিভিন্ন অংশে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি অধিগ্রহণের চেষ্টা করছেন বলেও

অভিযোগ করেন বাইডেন। তাঁর কথার রেশ ধরে সুর চড়ান মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানবতার স্বার্থে কোয়াড সদস্যদের এগিয়ে আসার এটাই সময়। আমরা কারও বিরুদ্ধে নই। আমাদের ৪টি দেশ আন্তজাতিক নিয়ম-নীতির সমর্থক। সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক শান্তি এবং অখণ্ডতাকে মুর্যাদা দিয়ে সব সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব। আমাদের প্রধানমন্ত্রী। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, সকলের অগ্রাধিকার হল ভারত ও মোদি-বাইডেনের

বাইডেন-মোদি আলোচনায় গুরুত্ব প্রতিরক্ষায়



কোয়াড সম্মেলনের ফাঁকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার ডেলাওয়ারে।

নাম না করে মোদি এদিন চিনকে উঠে এসেছে আমেরিকা থেকে বার্তা দিয়েছেন বলে মনে করছে কটনৈতিক মহল

কোয়াড গোষ্ঠীকে মজবুত করার জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশংসা করেন মোদি। আঞ্চলিক নিরাপত্তায় পালন করা ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কোয়াড দেশগুলি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে বলে জানান তিনি। এদিন ডেলওয়ারে বাইডেনের ব্যক্তিগত বাসভবনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন আলোচনায় প্রশান্ত মহাসাগরকে উন্মুক্ত রাখা।' গুরুত্ব পেয়েছে প্রতিরক্ষা। বৈঠকে ভারত-মার্কিন যৌথবিবৃতিতে বলা

সামরিক ড্রোন কেনার প্রসঙ্গ। মার্কিন সংস্থা জেনারেল আটোমিকসের থেকে ৩১টি এমকিউ-৯ বি ড্রোন কিনছে ভারত। এর মধ্যে ১৬টি স্কাই গার্ডিয়ান এবং বাকিগুলি সি

গার্ডিয়ান ড্রোন। দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই শীর্ষনেতার পারস্পরিক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে ভারত-মার্কিন অংশীদারি শক্তিশালী করার ওপর ছিল। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগর সহ বৈশ্বিক সমস্যাগুলির ওপর মতামত বিনিময় করেছেন।

দু-দেশের <u>্</u>থকটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যপুরণের পথে চালিত হচ্ছে যা বিশ্বকল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ভারতের সুরে : ভারতের সুরে সুর মিলিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণের জানাল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান। কোয়াড বৈঠকের পর জারি করা যৌথ বিবতিতে বলা হয়েছে. 'আমরা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী ও অস্থায়ী বিভাগের সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই সংগঠনকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষ, কার্যকর, গণতান্ত্রিক জবাবদিহিমলক প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করি।'

দেশে ফিরছে ২৯৭ পুরাকীর্তি

থেকে পাচার হয়ে যাওয়া প্রাচীন সামগ্রী ২০১৪ সাল থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এবারের আমেরিকা সফরে ২৯৭টি সামগ্রী তারা ভারতকে ফেরাল। এই নিয়ে ৫৭৮টি চুরি যাওয়া পুরাকীর্তি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেই ভারত ফিরে পেল। রবিবার সরকারি তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে অমূল্য পুরাকীর্তিগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এর ফলে সাংস্কৃতিক সংযোগ আরও গভীর এবং সাংস্কৃতিক সম্পত্তি পাচারের বিরুদ্ধে লডাই আরও শক্তিশালী হবে।' সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় ভারত-মার্কিন সহযোগিতা বাড়াতে বদ্ধপরিকর উভয় দেশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মধ্যে চলতি বছরের জুলাইয়ে চুক্তি সই করেছে দিল্লি ও ওয়াশিংটন।

জো'র ভুলোমন

নিউ ইয়র্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : অনুষ্ঠানমঞ্চে বাইডেনের খেই হারিয়ে ফেলা নতুন নয়। শনিবারও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। কোয়াড বৈঠকে প্রথামাফিক সদস্য দেশগুলির নেতাদের পরিচয় দিচ্ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। গোল বাধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরিচয় দিতে গিয়ে। মোদির নাম ভূলে যাওয়া বাইডেনকে অনুষ্ঠানমঞ্চে দৃশ্যত বিভ্রান্ত[°]দেখিয়েছে। সঞ্চালককে বাইডেন প্রশ্ন করেন, 'আমি কার পরিচয় জানাব? এবার কে?' অবস্থা সামাল দিতে সঞ্চালক নিজেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেন। বক্তব্য রাখতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান মোদি।

কলকাতার প্রাপ্তি

নিউ ইয়র্ক, ২২ সেপ্টেম্বর : ভারত-মার্কিন যৌথ উদ্যোগে তৈরি হবে সেমিকনডাক্টর কারখানা। সেই কারখানা গড়ে উঠতে পারে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়। রবিবার পিএমও থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে রুপোর ট্রেন উপহার



ওয়াশিংটন, ২২ সেপ্টেম্বর : মার্কিন সফরের সময় প্রতিবারই প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট-জায়া তথা ফার্স্টলেডির জন্য কিছু উপহার নিয়ে যান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ব্যতিক্রম হয়নি এবারও। মোদি এবছর মার্কিন সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে উপহার দিলেন রুপোর তৈরি একটি ট্রেনের মডেল। জিলকে উপহার দিলেন কাশ্মীরের সংস্কৃতির পরিচায়ক পশমিনা শাল।

বাইডেনকে দেওয়া মডেল ট্রেনটি ভারতীয় ঐতিহ্য সমন্বিত। মহারাষ্ট্রের শিল্পীদের হাতে তৈরি ট্রেনটিতে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে ইংরেজি ও হিন্দি হরফে খোদাই করে লেখা রয়েছে 'দিল্লি-ডেলাওয়্যার'। বাষ্পচালিত লোকোমোটিভ যুগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের সঙ্গে শৈল্পিক উজ্জ্বলতা মিলে মিশে এক অন্য মাত্রা পেয়েছে ট্রেনটি। ধাতব প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে রয়েছে ফিলিগ্রি কাজের সক্ষাতা। এতে রুপোর পরিমাণ রয়েছে ৯২.৫ শতাংশ। পশমিনা শাল ভীষণ নরম। এর সক্ষ্মকারুকাজ দেখার মতো। গাছপালা ও খনিজ পদার্থ থেকে পাওয়া রঞ্জক দিয়ে তৈরি হয়েছে শালের রং। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য শালে প্রতিফলিত হয়েছে। উপহার পেয়ে খুশি প্রেসিডেন্ট দম্পতি।

হয়েছে, কলকাতায় সেমিকনডাক্টর কারখানা তৈরির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আলোচনা হয়েছে। এর ফলে দু-দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সেমিকন্ডাক্টর হল এক ধরনের তড়িৎ পরিবাহী। যা চিপ বা মাইক্রোচিপ তৈরিতে কাজে লাগে। মোবাইল, টিভি, ল্যাপটপের মতো বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতিতে এর ব্যবহার রয়েছে।

শ্রীলঙ্কার মসনদে বামপন্থী দিশানায়েকে

২২ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত ফল শ্রীলঙ্কায়। প্রেসিডেন্ট রনিল বিরোধী দলনেতা বিক্রমাসিংঘে, সাজিথ প্রেমদাসা এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট গোটাভায়া রাজপাক্ষের পুত্র নামাল রাজাপাক্ষেকে পিছনে ফেলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী বাম জোটের প্রার্থী অনুরাকুমারা দিশানায়েকে। আর্থিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত সম্পর্কে কঠোর অবস্থানের সমর্থক বামপন্থী নেতার জয় তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। দিশানায়েক প্রেসিডেন্ট হলে দৃ-দেশের সম্পর্ক কোন পথে এগোবে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে কূটনৈতিক

২০১৯-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মাত্র ৩ শতাংশ ভোট পাওয়া দিশানায়েক রবিবারের ভোটগণনায় মোট ভোটের ৪২.৩১ শতাংশ পেয়েছেন। দ্বিতীয় স্থানে আছেন সাজিথ প্রেমদাসা। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার ৩২.৭৬ শতাংশ। জয় আমাদের সবার।এটা পরিবর্তনের অনেক পিছিয়ে বিক্রমাসিংঘে। তিনি পেয়েছেন ১৭.৩৭ শতাংশ ভোট। চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন দিশানায়েক। তবে আনুষ্ঠানিক জয় ঘোষণার আগেই দিশানায়েকের শ্রীলঙ্কা। দেশের বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, দিনের শেষেও যে ধারা বজায় ছিল।



পারাচাত অনুরাকুমারা দিশানায়েকে

দেওয়া ১৯৮৭ সালেব ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তির বিরোধী ■ জন্ম : ২৪ নভেম্বর ১৯৬৮, নেতৃত্বাধীন জনতা বিমুক্তি পেরামুনা শ্রমিক সংগঠনগুলির বড় অংশ (জেভিপি)-র কর্মী, সমর্থকরা এবার দিশানায়েককে সমর্থনের কথা রাস্তায় নেমে উৎসব পালন করতে

দিশানায়েক। তিনি লিখেছেন, 'এই প্রার্থীর জয়ের খবরে কম ভোট গিয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় সাবরি। তিনি বলেন, 'দিশানায়েক শ্রীলঙ্কার নির্বাচন কমিশনের তরফে যে জিতছেন তা নিয়ে সন্দেহ নেই। জানানো হয়, ভোটগণনা শেষের রাজাপাক্ষে পারিবারের শাসনের পথে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রেমদাসার বিরুদ্ধে ক্ষোভ, পালাবদল, আর্থিক অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব... গত ৫

জয়ের কথা ঘোষণা করেন বাম নেতা

জানিয়েছিল। তাঁর পাশে দাঁডিয়েছিল শুরু করেন। এক্স হ্যান্ডেলে নিজেই বিভিন্ন বাম দল ও গণসংগঠনগুলি। সমর্থকদের নিয়ে পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট তৈরি করেছিলেন দিশানায়েক। তাঁর জনসভাগুলিতে ভিডও ছিল চোখেপড়ার মতো। তবে বিক্রমাসিংঘে ও প্ৰেমদাসাকে টেক্কা দিয়ে তিনিই যে রাজাপাক্ষের ঝুলিতে ১০ শতাংশের সিলমোহর দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী আলি প্রেসিডেন্ট ভোটে জিততে চলেছেন তা ভোট বিশেষজ্ঞদের অনেকের

থামবুতেগামা, শ্রীলঙ্কা

দল : জনতা বিমুক্তি

■ পড়াশোনা : কেলানিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের

২০০০ সালে পালামেন্টে

তামিলদের হাতে ক্ষমতা

পেরামুনা (জেভিপি)

প্রথম সদস্য হন

ধারণার বাইরে ছিল। শ্রীলঙ্কায় মোট ভোটার প্রায় ১.৭ কোটি। ভোট পড়েছে ১.২৭ কোটি। এদিন গণনার শুরু থেকে বিরোধীদের বছরে বহু ঘটনার সাক্ষী হয়েছে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যান দিশানায়েক।

শ্রদ্ধা কাণ্ডের ছায়া, মহিলার দেহ ২০ টুকরো

বেঙ্গালুরু, ২২ সেপ্টেম্বর : দিল্লির শ্রদ্ধা কাণ্ডের ছায়া এবার বেঙ্গালুরুতে। ফ্রিজ থেকে মিলল এক মহিলার ২০ টুকরো দেহাংশ। পুলিশ জানিয়েছে, বছর ২৯-এর ওঁই মহিলার নাম মহালক্ষ্মী। তিনি বেঙ্গালুরুর কাছে নীলামঙ্গলের বাসিন্দা। একটি মলে কাজ করতেন। একা থাকতেন। ওই মহিলাকে হত্যা করার পর দেহ ধারাল অস্ত্র দিয়ে টুকরো করে ফিজে ভবা হয়। ফিজে ভবা টুকরো করা দেহাংশগুলিতে পচন র্থরে গন্ধ বেরোচ্ছিল। পড়শিরা বাজে গন্ধ পাওয়ার পর পুলিশকে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তারা জানিয়েছে, মৃতার স্বামী হেমন্ত দাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুলিশের সন্দেহ, রেফ্রিজারেটর থেকে দেহাংশ উদ্ধারের অন্তত ১৫ দিন আগে মহিলাকে খুন করা হয়েছে। কী কারণে এমনটা ঘটল





ডাললেকে শিকাবায় চেপে ভোটপচাবে বামে ওমর আবদলা। ববিবার শ্রীনগরে। ভূম্বর্গের ভোট দেখতে

শ্রীনগর, ২২ সেপ্টেম্বর : ৩৭০ নিবাচনের পরিবেশ গোটা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চায় মোদি সরকার। প্রথম দফায় কাশ্মীরে ৬১.১৩ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ভোটদানের এমন ছবি দেখে আপ্লুত কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক এবার বিদেশি রাষ্ট্রদৃত, কৃটনীতিকদের ভূস্বর্গের নিবর্চনে সশরীরে হাজির করানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, সাউথ ব্লকের তরফে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আসিয়ানভুক্ত রাষ্ট্রগুলির দূতাবাসের কূটনীতিকদের আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। তাঁদের জানানো হয়েছে, জন্ম ও কাশ্মীরে কীভাবে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভোট হচ্ছে সেটা তাঁরা যেন প্রত্যক্ষ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির আরও ২৬টি আসনে ভোট রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, সিঙ্গাপুর, ফিলিপিন্স এবং মালয়েশিয়ার ১৬ জন কূটনীতিক ইতিমধ্যে সেই বারবার তাঁদের আর্জি নাকচ করে এবং কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় তোলেন।

পরবর্তী জন্ম ও কাশ্মীরের শান্তিপূর্ণ জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ২৫ দেশের দূতাবাসের সূত্রের খবর, তারিখের ভোটে দু-দিনের সফরে কীভাবে কর্মসূচি সাজানো হয়েছে, তাঁরা কাশ্মীর সফরে যেতে পারেন।

এর আগে ২০২০ সালে

৩৭০ অনচ্ছেদ বদ হওয়াব পব

বিদেশি দূতদের কাশ্মীর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। গতবছর জি-২০-র একটি বৈঠকও বসেছিল ভূস্বর্গে। গতমাসেও জার্মান ও মার্কিন কুটনীতিকরা ওমর আবদুল্লা, সাজ্জাদ গনি লোনের মতো একাধিক কাশ্মীরি নেতার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ২৫ তারিখ শ্রীনগর, গান্ডেরবাল, বদগামের মতো জেলাগুলিতে ভোট রয়েছে। বিদেশি রাষ্ট্রদৃত এবং কৃটনীতিকদের জন্ম ও কাশ্মীরের নির্বাচনি পর্বে সাক্ষী থাকার উদ্যোগের ব্যাপারে অবশ্য বিদেশমন্ত্রক কোনও মন্তব্য করেনি। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, স্বল্প সময়ের নোটিশে যেভাবে সেটা নিছকই একটি গাইডেড ট্যুর।

সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে রবিবার জম্ম ও কাশ্মীরে সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। নৌশেরার একটি সভায় শা অভিযোগ করেন, কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স বলেছে, তারা পাহাড়ি, গুজ্জর এবং দলিতদের সংরক্ষণ নিয়ে বিবেচনা করবে। রাহুল গান্ধি আমেরিকায় গিয়ে বলেছেন, ওই সম্প্রদায়গুলির উন্নয়ন হয়ে গিয়েছে। তাই তাদের আর সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। রাহুল বাবা আমরা এই সংরক্ষণ কিছতেই প্রত্যাহার করতে দেব না। ৩৭০ নিয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্সের অবস্থানেরও কড়া সমালোচনা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সন্ত্রাসবাদ নিয়েও তীব্র আক্রমণ করেছেন তিনি। বিদেশি কূটনীতিকদের কাশ্মীরের জবাবে ওমর আবদুল্লা বলেন, 'অমিত ভোট দেখতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, শা-র আগে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা উচিত। বাকি দেশে বিজেপি প্রায় ২০ জন কূটনীতিকের কাছে একটি দূতাবাসের এক কূটনীতিক সন্ত্রাসবাদের জন্য পাকিস্তানকে বিদেশমন্ত্রকের তরফে আমন্ত্রণবার্তা জানিয়েছেন, তাঁরা যখন আগে দোষারোপ করে। কিন্তু জন্ম ও পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কাশ্মীর যেতে চেয়েছিলেন, তখন কাশ্মীরে এসে ন্যাশনাল কনফারেন্স

মোদিকে চিঠি

জগনের

অমরাবতী, ২২ সেপ্টেম্বর : বিতর্কে তিকপতিব লাড্ডু অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু নিশানা করেছেন তাঁর পূর্বসূরি জগন্মোহন রেড্ডিকে। তার জবাবৈ এবার টিডিপি সুপ্রিমোকে মিথ্যা কথা বলায় পটু বলৈ তীব্ৰ আক্ৰমণ শানালেন ওয়াইএসআর কংগ্রেস সুপ্রিমো। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লেখা এক চিঠির ছত্রে ছত্রে চন্দ্রবাবকে নিশানা করেছেন জগন। তিরুপতি বিতর্কে অন্ধের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।

টিডিপি বর্তমানে এনডিএ-র শরিক। প্রধানমন্ত্রীকে জগন লিখেছেন, 'শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বেই ভগবান বেঙ্কটেশ্বরার কোটি কোটি হিন্দু ভক্ত রয়েছেন। এই সংবেদনশীল পরিস্থিতি যদি সতৰ্কভাবে সামলানো না হয় তাহলে মিথ্যাচার একটি ভয়াবহ যন্ত্রণার জন্ম দেবে, যার ফল সাংঘাতিক হবে।' জগনের সাফ কথা, 'চন্দ্রবাব নাইডুর বেপরোয়া এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য পুণ্যার্থীদের ভাবাবেগে আঘাত হেনেছে এবং তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানাম (টিটিডি)-র পবিত্রতা কলঙ্কিত করেছে।' রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'টিটিডি একটি স্বাধীন বোর্ড। বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা সেখানে ভক্ত হিসেবে ঠাঁই পান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সুপারিশেও ওই বোর্ডের সদস্য মনোনীত করা হয় টিটিডির বর্তমান সদস্যদের কয়েকজন বিজেপির টিটিডির কাজকর্ম পরিচালনার ভার রয়েছে বোর্ড অফ ট্রাস্টির হাতে। তিরুমালা বেঙ্কটেশ্বরা মন্দিরের কাজকর্মে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের ভূমিকা সামান্য।'

গবেষণাগারের রিপোর্টকে হাতিয়ার করে চন্দ্রবাবু অভিযোগ করেছিলেন, জগনের আমলে তিরুপতির লাড্ডুতে গোরুর চর্বি, শুকরের চর্বিজাত পণ্য, মাছের তেল মৈশানো হয়েছে। কম দামে ভেজাল ঘি কিনে তা দিয়েই ওই লাড্ডু তৈরি করা হয়েছিল। নাইডু ক্ষমতায় আসার পর ফের কণটিক মিক্ষ ফেডারেশনের নন্দিনী ব্যান্ডের ঘি দিয়ে লাড্ডু তৈরি করা শুরু হয়েছে। শনিবার চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, রাজ্যের সমস্ত মন্দির শোধন করা হবে। সরকার ধর্মীয় আবেগকে সম্মান করে। ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ৩২০ টাকায় কীভাবে লাড্ড তৈরির ঘি কেনা হল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এদিকে তাঁর সরকার উপমুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ লাড্ড বিতর্কে প্রায়শ্চিত্ত করতে রবিবার গুন্টুরের দশাবতার ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দিরে ১১ দিনের উপবাস শুরু করেছেন। প্রায়শ্চিত্তের পর তিরুপতি মন্দিরে যাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

কয়লাখনিতে বিস্ফোরণ <mark>মৃত</mark> ৫১

তেহরান, ২২ সেপ্টেম্বর : ইরানের দক্ষিণ খোরসান অঙ্গরাজ্যে একটি কয়লা খনির দুটি ব্লকে বিস্ফোরণে ৫১ জনের মৃত্যু হল। আহত হয়েছেন ২০ জন। ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম রবিবার এই তথ্য জানিয়েছে। শনিবার স্থানীয় সময় রাত ন'টা নাগাদ খনিটির বি ও সি ব্লকে মিথেন গ্যাস বেরোনোর ফলে বিস্ফোরণ ঘটে।

খনি দর্ঘটনায় গভীর দঃখপ্রকাশ করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশনে মৃতদের পরিবারের প্রতি শোকপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, 'আমি মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি। উদ্ধার ও পরবর্তী সুষ্ঠু পদক্ষেপের জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

পাক সিনেমার মুক্তিতে আপত্তি মুম্বই.

২২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেতা ফাওয়াদ খান এবং মাহিরা খান অভিনীত 'দ্য লেজেন্ড অফ মৌলানা জাট' ভারতে মুক্তি পাওয়ার আগেই চরম বাধার মুখে পড়ল। বিজেপির বন্ধু দল এমএনএস সুপ্রিমো রাজ ঠাকরে রবিবার রীতিমতো হুঁশিয়ারি জারি করে বলেছেন, মহারাষ্ট্রে ওই সিনেমাটি কোনওভাবেই চলতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, 'শিল্পের কোনও জাতীয় সীমান্ত হয় না ঠিকই। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটা চলতে দেওয়া যায় না। এমএনএস কোনও অবস্থাতেই মহারাষ্ট্রে এই সিনেমাটি প্রদর্শিত হতে দেবে না। পাকিস্তানি সিনেমাগুলি ভারতে মুক্তি পাবে কেন?' পাকিস্তানি সিনেমাটি ২০২২ সালে মুক্তি পেয়েছিল।

ঢাকায় চিনা চিকিৎসক দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা ২২ সেপ্টেম্বর : জুলাই-অগাস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন গুরুতর আহত পড়য়াদের চিকিৎসার জন্য ঢাকায় এসৈছেন চিনের চিকিৎসকরা। ১০ সদস্যের দলটির নেতৃত্বে রয়েছেন চিকিৎসক ডং কুইআন। রবিবার ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে আন্তজাতিক মেডিকেল টিমকে স্বাগত জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদৃত ইয়াও ওয়েন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক শেখ ছাইদল হক। ইয়াও ওয়েন বলেন. 'বাংলাদেশে সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের সময় বহু সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। বাংলাদেশের কৌশলগত অংশীদার হিসেবে চিন নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। চিনের জনগণ বাংলাদেশের মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানিয়েছে।' রাষ্ট্রদৃত বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ইউনূসের আমন্ত্রণে উপদেস্টা চিকিৎসকদের বাংলাদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিন।'

মোদির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ কেজরির

नग्नामिक्कि, २२ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে প্রমাণ করতে চক্রান্ত করেছিলেন বলে অভিযোগ করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার যন্তরমন্তরে জনতার আদালত বসিয়েছিলেন আপ সুপ্রিমো। সেখানে বিজেপি এবং মৌদির বিরুদ্ধে তোপ দেগে কেজরিওয়াল বলেন, 'আমাকে এবং আপ নেতা মণীশ সিসোদিয়াকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে প্রমাণ করতে ষ্ঠ্যন্ত্র করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। উনি আমাদের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছিলেন।'

শনিবারই দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্র হিসেবে শপথ নিয়েছেন অতিশী মারলেনা সিং। সদ্যপ্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি গত ১০ বছর ধরে সততার সঙ্গে দিল্লিতে সরকার চালিয়েছি। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুঝতে পেরেছিলেন, শুধুমাত্র



আমার সততার ওপর আক্রমণ করে আমার বিরুদ্ধে লডাইয়ে জেতা সম্ভব। আমি পদত্যাগ করেছি কারণ আমি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারের জন্য লোভী নই। আমি এখানে টাকা তৈরি করতে আসিনি। দেশের রাজনীতি বদলাতে চেয়েছিলাম।' বিজেপিতে কেড়ে নেওয়া হয়। আমার ব্যাংকে অবসরের বয়স নিয়েও মোদিকে একহাত নিয়েছেন কেজরি।

মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া বলেন সঙ্গে কেজরিওয়ালের 'আমার বিভাজনের চেষ্টা করেছিল বিজেপি। তিনি বলেন, 'আমি যখন সাংবাদিক ছিলাম তখন একটি ৫ লক্ষ টাকা দামের ফ্ল্যাট কিনেছিলাম। সেটা যে ১০ লক্ষ টাকা ছিল সেটাও কেডে নেওয়া হয়।ছেলের ফি দেওয়ার জন্য এদিনের সভায় দিল্লির প্রাক্তন আমাকে ভিক্ষা করতে হয়েছিল।

রেললাইনে উদ্ধার ডিটোনেটর,

থেকে অন্তত ১০টি ডিটোনেটর

হয়ে গেল। রবিবার মধ্যপ্রদেশের হলেও বিস্ফোরণের আওয়াজে ট্রেনের উত্তরপ্রদেশের কানপুরের প্রেমপুর কণটিকে যাচ্ছিল সেনাবাহিনীর একটি এবং স্থানীয় পুলিশের একটি দল দেখতে পেয়ে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন। হয়েছিল।

বিশেষ ট্রেনে নাশকতার চেষ্টা বানচাল বিস্ফোরণ হয়। কেউ হতাহত না হয়েছে। অন্যদিকে রবিবার সকালে যায়। এই নিয়ে দিতীয়বার রেললাইন থেকে গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার হল সাংপহাতা স্টেশনের কাছে রেললাইন চালক তৎক্ষণাৎ স্টেশনমাস্টারকে স্টেশনের কাছে রেললাইনে একটি উত্তরপ্রদেশে। এর আগে ৮ সেপ্টেম্বর বিষয়টি জানান। খবর যায় পুলিশের ফাঁকা গ্যাসের সিলিন্ডার উদ্ধার হয়। কালিন্দী এক্সপ্রেসকে লাইনচ্যুত করার কাছে। এটিএস, এনআইএ, রেল একটি মালগাড়ির চালক সিলিন্ডার জন্য গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যবহার করা

তারকাটার বেড়া

ফিকে হতে পারে পুজোর আনন্দ

শুভজিৎ দত্ত

ছর চারেক আগেও জিতি চা বাগানের পুজো বলতে ছিল দু'দেশের মিলন উৎসব। প্রতিবেশী দেশের বাসিন্দারা পাহাড়ি ঢালের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশের পুজোয় শামিল হতেন। শুধু পুজো দেখা নয়। তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে

বটে, তবে সেটা ঘুরপথ। ফলে প্রতিবেশী দেশের বাসিন্দাদের আগের মতো স্বতঃস্ফুর্ততা আদৌ থাকবে কি না সেটা নিয়ে সংশয় রয়েছে, বলছেন পুজো কমিটির সম্পাদক বচন ওরাওঁ।

জিতি চা বাগানের ফ্যাক্টরির ধার ঘেঁষে যে সোজা রাস্তাটি চলে গিয়েছে সেটা দিয়ে এক কিলোমিটারের মতো এগোলেই এদেশের শেষ

পাহাড়ি জনপদের বাসিন্দারাও। তবে গোদের ওপর বিষফোডা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই তারজালির বেড়া। ২০২০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত সীমান্ত পেরিয়ে দু'দেশের যাতায়াত একদম বন্ধ ছিল। এরপর সীমান্ত প্রান্ত। এরপর মেরেকেটে একশো মিটারের খুলতেই সেখানে বেড়া লাগানোর কাজ শুরু হয়ে যায়। এবছর বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। এতেই পুজোর আনন্দে কিছুটা ভাটা পড়তে

পারে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা সুরজ সিংয়ের কথায়, 'পুরোনো গেটটি যেখানে ছিল সেখান দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করার দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। তাতে শুধু পুজোর জৌলুসই নয়, এলাকার সমৃদ্ধিও আগের মতো ফিরে আসত।'

দিতে দেখা যায় তাঁদের। এছাড়া, পাকদণ্ডি

বেয়ে নেমে আসেন পুচিং, গ্যাংথোক, মজুয়া,

জিতিটার, রাজারুকের মতো ভূটানের নানা



অংশগ্রহণও করতেন। অষ্টমীর মেলাতে জাতীয় পোশাক 'বোকু' পরে ভুটান থেকে বহু মানুষ এখানে আসতেন। এরপর সন্ধে নামার আগে সেই পথ ধরেই ফিরে যেতেন নিজের দেশে। তবে সেই আনন্দ এবার কিছ্টা ফিকে করতে চলেছে সীমান্তে তারজালির বৈড়া। আগে যে উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে অবাধ যাতায়াত চলত। সেখানে বেড়া লাগিয়ে দিয়ে এখন এন্ট্রি পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে জিতি চা বাগানের গহেরা লাইন নামে কয়েকশো মিটার দূরের একটি স্থানে। এখন সেখান দিয়েই দু'দেশের যাতায়াত চলবে। ওই স্থান দিয়ে পুজোমগুপে আসা যাবে মতো 'নো ম্যানস ল্যান্ড'। তারপরই ভুটান। ফলে উন্মক্ত সীমান্ত দিয়ে এদেশে যাতায়াত সহজ ছিল। ২০০৫ সালে জিতি চা বাগানের গোপাল লাইনের কিছু বাসিন্দা প্রথম সেখানে মা দুর্গার পুজো শুরু করেন। ওই শ্রমিক মহল্লার একটিলতে পান্না সবুজ মাঠে পুজো হয়। আর সেখানেই পুজোকে ঘিরে বিভিন্ন জায়গার মানুষের আগমনে বন্ধুত্বের শক্ত বাঁধন তৈরি হয়। ভুটানের শিবচু, গোলা, চারঘোরে, চ্যাংমারি, গাঠিয়া, টেস্কু, বিরু, গুমৌনি এমনকি জেলা সদর সামচি থেকেও দলে দলে মানুষ পুজোতে আসেন। মায়ের উদ্দেশে ভক্তিভরে অঞ্জলিও

স্ক্যায় আরতি দেখতে দর্শনার্থীদের ঢল নামে। প্রতিদিনই দেবীকে অর্পণ করা হয় বিশেষ ভোগ। ১৯৭৯ সাল থেকে শিলিগুড়ির সূভাষপল্লির ভারত সেবাশ্রম সংঘে শুরু হওয়া দুর্গাপুজো এবছর ৪৫তম বর্ষে পা দিতে চলেছে। একসময় বেনারসের ভারত সেবাশ্রম সংঘে পুজো হত। সেখানে যাওয়ার জন্য এখানকার ভক্তরা আশ্রমের স্বামীজিদের কাছে অনুরোধ করতেন। ভক্তদের ইচ্ছের কথা মাথায় রেখে এবং আরও বেশ কিছু কারণে আশ্রম কর্তৃপক্ষ এখানে পুজোর অনুমতি দেয়। তারপর থেকৈ উমার আরাধনা হচ্ছে প্রতিবছর।

স্বামী ধর্মাত্মানন্দজি মহারাজের কথায়, 'প্রতিবারের মতো শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে এবারও পুজো হবে। আলাদা কোনওরকম কর্মসূচি না থাকলেও সাধারণ মানুষের দাবির সঙ্গে সহমত আমরা। মায়েরা যাতে স্বাধীনভাবে নিরাপদে চলাচল করতে পারেন।

ষষ্ঠী থেকে শুরু হওয়া এই পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে থেকে। আশ্রমেই প্রতিমা গড়েন মৎশিল্পী। দশমীতে হয় বিসর্জন। অষ্টমীর

দিন আশ্রমের দীক্ষিতদের পাশাপাশি সাধারণ মান্যের মধ্যে বিতরণ করা হয় প্রসাদ। ভারত সেবাশ্রম সংঘে অন্যতম আকর্ষণ হল, আরতি। মহারাজ বলছিলেন, 'প্রতিদিন সন্ধ্যায় মানুষের ভিড় জমে সেই আরতি দিনভর শহর এবং সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আসেন প্রতিমা দর্শনে।

বিশ্বাস, ভক্তি ও নিষ্ঠার মিশেল ভারত সেবাশ্রম সংঘের পুজো শহরের অন্যতম আকর্ষণ। শিলিগুড়িতে একাধিক জমকালো সব বিগ বাজেটের পুজোর মাঝেও এই আয়োজন অনন্য। ভারত সেবাশ্রম সংঘের পুজোতেই দিন কাটে এমন মানুষের সংখ্যা একেবারে কম নয়। সভাষপল্লির বাসিন্দা ষাটোর্ধ্ব মধমিতা সান্যাল বলছিলেন, 'শ্বশুরবাড়ি শিলিগুড়িতে হওয়ার সুবাদে বিয়ের পর থেকেই শাশুড়ি, শ্বশুর আর স্বামীকে দেখেছি পুজোর দিন সকালে স্নান সেরে সোজা চলে যান ভারত সেবাশ্রম সংঘে। সেখানেই প্রায় সারাদিন কেটে যেত। এখন শ্বশুর-শাশুড়ি নেই ঠিকই, তবে পরিবারিক ঐতিহ্য ও রীতি



মেনে দিনেরবেলাটুকু আশ্রমের পুজোয় কাটাই।' ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিষ্যা সত্তরোধর্ব চায়না পণ্ডিত দীর্ঘবছর ধরে স্বামী এবং মেয়েকে নিয়ে পুজো কাটান সেখানে। তাঁর কথায়, 'আশ্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হয়। এবারেও শরীর ভালো থাকলে সেখানে যাব। সংঘের পুজো একটা

এদিকে, ভুটান সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসায় পুজোর কয়েকদিন ব্যবসাও জমে উঠত সকলের। অমরনাথ গুপ্তা নামে এক বাসিন্দা বলেন, 'পুজোকে ঘিরে আগের মতো ব্যবসা-বাণিজ্য যে হবে না তা বলাই বাহুল্য। ঘুরপথে আসা যাওয়াই এক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে

হেঁশেল সামলে মাতৃবন্দনায় ওঁরা

দেবাশিস দত্ত

ြ ঝে আর মাত্র ১৬ দিন। মায়ের আগমনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে শহরের পাশাপাশি গ্রামেও। পিছিয়ে নেই মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতও। এখানকার পারডুবি, হিন্দুস্তান মোড়, বড়াইবাড়ি, ১১ মাইল সহ বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই তুঙ্গে পুজোর প্রস্তুতি।

পিছিয়ে[°] নেই[°] মহিলারাও। ঘরের হেঁশেল এবং সংসারের কাজ সামলে পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তাঁরাও। পারডুবির অন্যতম দুই পুজো কাঠমিলপাড়া সম্পূর্ণা মহিলা সংঘূ এবং পূর্ব পারডুবির নবতুরুণ সংঘূ মহিলা কমিটির। ইতিমধ্যে মণ্ডপ তৈরি, প্রতিমা ও আলোর বায়না সহ পুজো আয়োজনের সব কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন এই দুই পুজো কমিটির সদস্যরা। প্রতিদিন দল বেঁধে বাড়ি গিয়ে চাঁদা তোলা, হাটে-বাজারে গিয়ে বাজার করা সহ যে যার দায়িত্বে ব্যস্ত।

সম্পূর্ণা মহিলা পুজো কমিটির সভানেত্রী শিবানী বর্মন জানান, এবছর তাঁদের পুজোর সপ্তম বর্ষ। এবছরের বাজেট প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং সরকারি অনুদান না পাওয়ায় এবছুর বাজেট বাড়ানো হয়েছে। পুজো কমিটির সদস্য রুমকি সরকার, প্রমীলা বর্মন, সুমি সরকার নন্দী, মমতা বর্মনরা জানালেন, পাড়ার মানুষের আনন্দের কথা ভেবেই তাঁরা প্রথম দুর্গাপুজো করার সিদ্বান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন এই পুজো এলাকায় এক নির্দশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুজোর দিনগুলোতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইতিমধ্যে এলাকায় পুজোমগুপের কাজ শুরু হওয়ায় আনন্দের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

পুজো কমিটির সম্পাদক অনীতা রায়শর্মার কথায়. 'গ্রামের পুজো হিসেবে অর্থের কারণে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও নিয়মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার কোনও অভাব নেই। প্রাণ খুলে আনন্দ করব বলেই নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে দুর্গাপুজো করছি গত কয়েক বছর ধরে।' সঙ্গে জানাতে ভোলেন না প্রতিবছর একসঙ্গে পুজোর প্রস্তুতি নেওয়ার যে আনন্দ তার কথাও।

অন্যদিকে, প্রস্তুতিতে পিছিয়ে নেই পূর্ব পার্ডুবির নবতরুণ সংঘ মহিলা কমিটির সদস্যরাও। এই প্রজার এবার চতুর্থ বর্ষ। আয়োজক কমিটির সদস্য পুষ্পিতা দাস, মিনতি বর্মন জানান, তাঁদের পুজোর বাজেট দেড় লক্ষ টাকা। সরকারি অনদান না পাওয়ায় নিজেরাই টাকা দিয়ে এবং সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পুজোর আয়োজন করেন। কিন্তু তাঁদের পুজোতেও নিয়মনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার কোনও ঘাটতি নেই।

পুজো কমিটির সম্পাদক নমিতা বর্মনের বক্তব্য, 'পাড়ার সকল মহিলা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ ভাগ করে নিয়ে পুজোর আয়োজন করি প্রতি বছর। মেয়েরা যে কোথাও পিছিয়ে নেই তার নিদর্শন তৈরি করতেই এলাকায় এধরনের বড় পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বিয়ে পুজো সম্পন্ন করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বলে জানান।

পার্ডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিন্দুস্তান মোড়, ১১ মাইল, বরাইবাড়ি, পারড়বি সহ বেশ কিছু এলাকায় মিনি বিগ বাজেটের দুগাপুজো হয়। তবেঁ এলাকায় এই দুটিই মহিলা পরিচালিত দুগাপুজো। ইতিমধ্যেই



ভাস্কর শর্মা

'জিত মাইতি, নিতাই সদরিদের কারও বাড়ি মুর্শিদাবাদ, তো কারও বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পর্গনা। আবার কারও মেদিনীপুর। খোদ কলকাতার লোকজনও রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই থিম প্যান্ডেল তৈরির একেকজন দক্ষ শিল্পী। এঁদের প্রত্যেকের ঠিকানা এখন ফালাকাটার বিভিন্ন বিগ বাজেটের পজোমগুপ। প্রায় পাঁচ মাস আগে থেকেই তাঁরা পরিবার-পরিজন ছেড়ে গলাকাটায় ঘাটি গেডেছেন। কারণ এঁদের প্রত্যেকের কাঁধেই বড দায়িত্ব। ফালাকাটায় যেসব বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে সেসবের মণ্ডপ এই শ্রমিকরাই তৈরি করছেন। হাতে সময় কম থাকায় এখন রাত জেগেও থিম প্যান্ডেল তৈরির কাজে মগ্ন দক্ষিণবঙ্গের এই দক্ষ কারিগররা।

ফালাকাটা শহরে বেশ কয়েক বছর ধরেই দুর্গাপুজোয় থিম প্যান্ডেলের রমরমা। শহরের পুজো কমিটিগুলির তো লক্ষ লক্ষ টাকা পুজোর বাজেট। তাদের क्रांचा विशालाकात शार**्**ल, প্রতিমা, আলোকসজ্জায় থাকে অভিনবত্বের ছোঁয়া। এত কাজ করার মতো দক্ষ শ্রমিক কিন্তু ফালাকাটায় পাওয়া যায় না। এখানে যেসব থিম মণ্ডপের কাজ হয়, সেসবের শিল্পীরা বেশিরভাগই দক্ষিণবঙ্গের। ফালাকাটার প্যান্ডেল তৈরি করতে থিম মেকারদের পাশাপাশি শ্রমিকরাও আসেন দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক বিগ বাজেটের পুজো কমিটির প্যান্ডেল

তৈরির

ফালাকাটাতে ৮ থেকে ১০টি বিগ বাজেটের পুজো হয়ে থাকে। প্রায় প্রতিটি পুজো কমিটির থিম মেকারই দক্ষিণবঙ্গের শিল্পীরা। যে কয়টি বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে তাতে দক্ষিণবঙ্গের শ্রমিকরাই কাজ করছেন ফালাকাটায় এবছর প্রায় ২০০ জন শ্রমিক ৪ মাস ধরে পড়ে থেকে কাজ

গৌরাঙ্গ কুইলা। তিনি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া থেকে শ্রমিক এনে থিম

প্যান্ডেলের কাজ করাচ্ছেন। ফালাকাটাতে মশল্লাপটি, মাদারি রোড, মুক্তিপাডার মতো বিগ বাজেটের পুজৌ কমিটিগুলিতেই ভিনজেলার দক্ষ শ্রমিকরা কাজ করছেন। কেউ চার মাস তো কেউ পাঁচ মাস ধরে ফালাকাটায় থেকেই



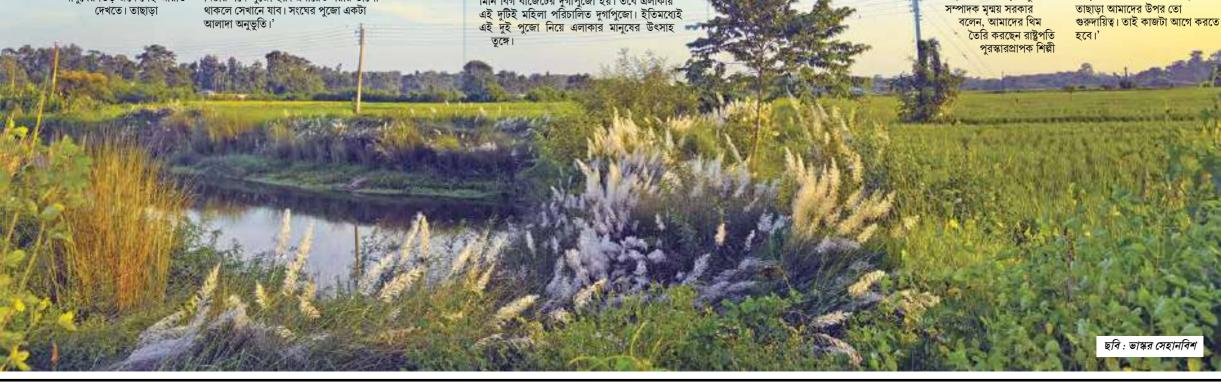
ফালাকাটায় মণ্ডপ তৈরির কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা।

করছেন। শহরের বিভিন্ন ক্রাবে তাঁরা মণ্ডপ তৈরি করছেন।

শহরের অন্যতম বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে দেশবন্ধুপাড়ায়। এই পাড়ার অন্যতম কর্মকর্তা ত্রিদিব সাহা বলেন, আসানসোলের তাপস হাজরা আমাদের থিম মেকার। তাঁর ঠিক করা শ্রমিকরাই আমেরিকার স্বামীনারায়ণ মন্দির তৈরি করছেন। আর থিম মেকার তাপসবাবুর কথায়, প্যান্ডেল তৈরি করার মতো দক্ষ শ্রমিক ফালাকাটায় তেমন নেই। আমরা তাই দক্ষিণবঙ্গ থেকেই শ্রমিক নিয়ে এসেছি। রোজ ৪০ জন শ্রমিক দেশবন্ধুপাড়ায় কাজ করছেন। কলেজপাড়ার যুগ্ম

কাজ করছেন। বছরের অর্ধেকটা সময় ফালাকাটায় কাটানো দক্ষিণবঙ্গের এই শ্রমিকদের মখে কিন্তু তবও হাসি। এমনই একজন শ্রমিক অজিত মাইতির কথায়, 'দলের সর্দারের কাজটি আমাকে করতে হয়। এর জন্য সারাবছরই বাডির বাইরে থাকি। তবে পজোর কয়েকদিন বাড়ি যাই। তাই সারাবছর মন খারাপ থাকলেও পুজোর সময় মন ভালো হয়ে যায়।'

আরেক শ্রমিক নিতাই সদর্বি বলেন, 'পেটের টানেই বছরের বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকি। এবার যেমন ফালাকাটায় থাকছি। তবে মোবাইলের মাধ্যমে মাঝেমধ্যেই বাড়ির <mark>সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।</mark>









99° বাগডোগরা

শিলিগুডি

9 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ s

পুজোয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কড়া ইসলামপুর

যানজট ও দুর্ঘট রুখতে গুচ্ছ

ইসলামপুর, ২২ সেপ্টেম্বর : যানজটে নাভিশ্বাস ইসলামপুরবাসীর। টোটোর দৌরাষ্ম্য আর বেপরোয়া বাইকের তাগুবে লাগাম পরানো যাচ্ছে না কিছুতেই। অভিযোগ, শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ হওয়ায় পরিস্থিতি আরও বিগড়েছে। কয়েক মাসে একাধিক দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এদিকে, দোরগোড়ায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ ইসলামপুর শহরে আসেন পুজো দেখতে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সেসময় বড় দুর্ঘটনা ঘটলে সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। তাই ট্রাফিক পুলিশের তরফে সতর্কতা হিসেবে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর দিনগুলিতে বিকেল থেকেই শহরে টোটো চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। তৈরি হবে পার্কিং জোন।সেই তালিকায়- ট্রাকস্ট্যান্ড, রেগুলেটেড জীবন মোড় সংলগ্ন সুভাষনগর জুনিয়ার হাইস্কুলের মাঠ এবং কৃষক বাজার। এই চারটি জোনে শহরের বাইরে থেকে আসা টোটো সহ বিভিন্ন গাড়ি পার্ক করা হবে। মাস আগে শহরজুড়ে ২৫টি জায়গায় ফাইবারের স্পিডব্রেকার বসানো হয়।



কী পদক্ষেপ

- পুজোর দিনে বিকেল থেকে শহরে টোটো চলাচল নিষিদ্ধ
- চার জায়গায় পার্কিং জোন
- 🔳 বেপরোয়া বাইক নিয়ন্ত্রণে বসেছে স্পিডব্রেকার
- গার্ডরেল ব্যবহার করা হবে মণ্ডপের আশপাশে
- 🔳 অলিগঞ্জ এবং শ্রীকৃষ্ণপুর বাইপাস মোড়ে ড্রপগেট
- পাঁচ জায়গায় ডাইভারশন

দেখভালের দায়িত্বে পুলিশকর্মীরাই। এছাড়া ইসলামপুর ট্রাফিক গার্ডকে বেপরোয়া বাইক নিয়ন্ত্রণ করতে দেড় দেওয়া হয়েছে ৬০টি নতুন গার্ডরেল। সেই গার্ডরেল ব্যবহার করা হবে

বেশি

মগুপের আশপাশে।

ভিড় থাকে, এমন পুজোর

এছাড়া পুজোর দিনগুলিতে অলিগঞ্জ এবং শ্রীকৃষ্ণপুর বাইপাস মোডে বসানো হবে ড্রপগেট। বাইপাস দিয়েই যাতায়াত করতে হবে সব গাড়িকে। ড্রপগেটগুলো কখন বসানো হবে, তা ঠিক হবে দিন অনুযায়ী। দর্শনার্থীদের ব্যক্তিগত গাড়ি এবং জরুরি পরিষেবা ছাড়া অন্য যানবাহন যাতে শহরে ঢুকতে না পারে. সেজন্য আশ্রমপাড়া মোড়, তিনপুল মোড়, জীবন মোড় সংলগ্ন তিস্তা ক্যানাল ব্রিজ, বিহার মোড় এবং মিলনপল্লি বরহট মোড়ে ডাইভারশন পয়েন্ট থাকবে। এই পয়েন্ট থেকে অন্য গাড়ি ঘুরিয়ে শহরের বাইরে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি (ট্রাফিক) উদয় তামাং জানিয়েছেন, পুজোয় ুযাতে পথ দুর্ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে সক্রিয় থাকবে পুলিশ। এছাড়া পুজোর আগে গাইডম্যাপ প্রকাশ করা হবে। সেখানে ট্রাফিক সংক্রান্ত সব ধরনের নির্দেশিকা লেখা থাকবে।

সাইবার প্রতারণার শিকার দু'জন

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : দুই দিনে পথক দুই সাইবার ক্রাইম প্রতারণার ঘটনায় মোট ৪৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খোয়ালেন শিলিগুড়ি শহরের দই বাসিন্দা। অভিযোগ, ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলে একজনের খোয়া গিয়েছে ৩১ লক্ষ্ ৪০ হাজার টাকা। দ্বিতীয় ঘটনায়, মানি লন্ডারিংয়ে জড়িত থাকার ভয় দেখিয়ে ১৩ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি আরেক প্রতারিতর। শনিবার দুটি ঘটনায় সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাসকয়েক আগে অনলাইনে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন শহরের এক বাসিন্দা। তাঁর দাবি, শেয়ার কেনার জন্য প্রথমে ৩ লক্ষ টাকা জমা দেন। তারপর দুই লক্ষ টাকা। বেশকিছু দিনে সবমিলিয়ে ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা জমা করেন ওই ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ, 'একসময় একটি আইপিওতে শেয়ার বরাদ্দ হওয়ার পর দেখা যায় সর্বমোট মূল্য দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ ৮ হাজার ৮৮ টাকা। তবে সেই অ্যাপের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় বলা হয় কিছ টাকা জমা করতে এবং বাকিটা ওরা লোন দেবে। টাকা জমা করার কিছুদিন পরই লোন বাবদ অর্থ ফেরাতে বলে। তখন আমার কাছে আর টাকা না থাকায় আমি ফেরাতে রাজি হইনি। সঙ্গে সঙ্গে তারা অ্যাকাউন্টটি ব্লক করে দেয়। এমনকি লিংকটিও কাজ করছে না।' এরপর তিনি সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন।

দিনকয়েক আগে শহরের আরেক বাসিন্দার কাছে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর নাম করে এক ব্যক্তি ফোন করে জানায়, তাঁর মোবাইলের সিম কার্ড বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ, তাঁর নাম বেআইনি কার্যকলাপে জড়িয়ে গিয়েছে। এরপরই তাঁকে আন্ধেরি (ইস্ট) পুলিশ স্টেশনের নাম করে ফোন করে বলা হয়, এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যার ব্যাংক আকাউন্ট পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে অবৈধ কারবারের সঙ্গে তারও নাম জড়িত। গ্রেপ্তারি এড়াতে এই প্রতারিত ১৩ লক্ষ টাকা দেন। পরে অবশ্য বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারণার শিকার। এরপর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাজনৈতিক মদতে

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরমিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বৃদ্ধা বীণা পালের সঙ্গৈ ভাড়াটিয়ার ঝামেলায় নতুন তত্ত্বের উদ্ভব रल। শনিবার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এসে বীণাকে হুমকি দেন ভাড়াটিয়া অর্জুন চক্রবর্তী। সেই ঘটনার পর উঠে এসেছে, ভাড়াটিয়ার সঙ্গে ঝামেলার পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক মদতে জমি দখলের একটি চক্র। স্থানীয় তৃণমূল নেতা পার্থ দেব বিষয়টি নিয়ে ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'অভিযুক্ত ভাড়াটিয়ার কাউন্সিলার অফিসে রয়েছে। কাউন্সিলারের মদতেই অভিযক্তের এত বাডবাডন্ত।

অভিযোগ, জমিটি দখল করার চেষ্টায় রয়েছেন স্থানীয় এক প্রোমোটার ও পেশায় এক আইনজীবী। কোনওভাবে ঝামেলার সৃষ্টি করে বৃদ্ধাকে দমিয়ে দিতে পারলেই কোটি টাকা মূল্যের এই বাড়িটি তাঁদের দখল করা সহজ হবে। তাঁদের মাথায় হাত রয়েছে কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের। বিষয়টি নিয়ে বীণার কাতর আর্তনাদ. 'আমি বৃদ্ধ মানুষ, বাড়িতে একা থাকি। এরকম অত্যাচার চলতে থাকলে কোথায় যাবং

ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজয় ঘটক অবশ্য দাবি করেছেন, 'আমার ওয়ার্ডে এসব হয় না। ভাডাটিয়াকে বলে দিয়েছি ভাড়ার টাকা বুঝিয়ে দিয়ে মালপত্র নিয়ে চলে যেতে। আমরা সকলেই কাকিমার (বীণা) সঙ্গে রয়েছি। বিষয়টি প্রশাসন দেখছে, আশা করছি তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধন

দেড় বছর ধরে ভাড়া দিচ্ছেন না ভাড়াটিয়া অর্জুন। মাস দেড়েক আগে ভাড়া চাইতে গিয়ে। মার খেতে হয় বীণাকে। এরপর পুলিশে অভিযোগ জানালেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এরমধ্যে মহানন্দা

অর্জুন বাড়িতে না থাকায়, সেই বাড়িতে তালা ঝলিয়ে দেন বীণা। শনিবার ঘরের মালপত্র বের করতে এসে ঘরটি তালাবন্ধ দেখে পুলিশকে সঙ্গে এনে বৃদ্ধাকে হুমকি দেন অর্জুন। চ্যাঁচামেচিতে এলাকাবাসী বীণার বাড়ির কাছে জড়ো হতেই मूथ नुकिरत रमथान थिरक भानिरत यात्र भूनिम। পুলিশের এমন ভূমিকা নিয়ে নিন্দার ঝড় ওঠে

অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, কোনও অভিযোগ ছাড়া কী করে বৃদ্ধার বাড়িতে ঢুকল পুলিশ? মহিলা পুলিশ না থাকা অবস্থায় বৃদ্ধাকৈ গ্রেপ্তারের হুমকি কীভাবে দেওয়া হল? কেনই বা এলাকাবাসীর জমায়েত হতেই মুখ বাঁচিয়ে পালাতে হল পলিশকে? বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হতেই খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব)

ভাড়াটিয়ার সঙ্গে ঝামেলায় নয়া তত্ত্ব

রাকেশ সিং। তাঁর কথায়, 'আমি কয়েকদিন আগে যোগ দিয়েছি, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। যদি অনৈতিক কিছু থেকে থাকে, তবে অবশ্যই আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শনিবারের ঘটনায় শহরের কুম্ভকার সমিতির সভাপতি অধীর পাল বললেন, 'যাঁকে গ্রেপ্তার করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল তাঁকেই সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধাকে হুমকি দিচ্ছে পুলিশ। এর পিছনে বড় কোনও রহস্য রয়েছে।' কুম্বকার সমিতির রাজ্য চেয়ারম্যান তথা বিজেপি নেতা নান্টু পাল পুলিশকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁর কথায়, 'পুলিশকে একাধিকবার জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। এবার বিষয়টি পুলিশমন্ত্রীকে জানাতে হবে, তাঁরও দেখা দরকার পুলিশ কেমন কাজ করছে!

জেলা সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : রবিবার শিলিগুড়ির প্রধান ডাকঘর চত্বরে আয়োজিত হয়েছিল জাতীয় স্বল্প সঞ্চয় এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম দার্জিলিং জেলা সম্মেলন। পোস্টাল বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় পরিষেবা, পিপিএফ, সুকন্যা সমৃদ্ধি, মহিলা সম্মান যোজনা চালু সহ পাঁচ দফা দাবি তোলা হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি সুধাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'যে সমস্ত প্রকল্প নিয়ে কাজ করে কমিশন পেতাম, তা কেন্দ্র উঠিয়ে দিয়েছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ৬ লক্ষ এজেন্ট সংগঠিত হয়ে দাবি আদায় করতে চাইছি। নতুন স্কিমে কমিশনের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না।

Institute of Neurosciences, Kolkata Siliguri OPD Branch Dr. HEENA SHAIKH

MD. DM. PEDIATRIC NEUROLOGIST Specialist in all neurological diseases of children will visit on Sept 25, 2024.

Dr. ANINDYA BASU

MS(ORTH), MRCS, MCH, MNAMS, SPINE SURGEON will visit on Sept 26, 2024

Dr. SHUVODEEP BANERJEI MD, DM, neurologist

will visit on Oct 3, 2024.

For appointment Contact +91820-722066



আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভৃক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পুরণ করে জমা দিতে হবে ২৫ সেপ্টেম্বরের

মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবন্ধ সংবাদ-এর (৭x৫ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

কোন কোন পূজো 'শারদ সম্মান-১৪৩১'-এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।

উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 🔘 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR



GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল





মন খারাপের পুজো ঘটে

জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর আরজি কর কাণ্ডে দোষীরা এখনও শাস্তি পায়নি। তাদের শাস্তি চেয়ে পথে নেমেছেন আট থেকে আশি সকলেই। সেই প্রতিবাদের ছোঁয়া লাগল হলদিবাড়ির পারমেখলিগঞ্জের বনেদিবাড়ির দুর্গাপুজোতেও। দুশো বছরেরও বেশি পুরোনো রায়বাড়ির দগপিজো এবার ঘটে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রায় পরিবারের বর্তমান সেবায়েত সব্যসাচী রায়ের মা লক্ষ্মী রায় বললেন, 'আমার বড ছেলে এখন পুজোর সব দায়িত্ব সামলায়। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতিতে মন ভালো নেই। তাই এবারের পুজো স্বাভাবিক নিয়মে হচ্ছে না।

অন্য সবার মতো রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নিতে পারছেন না জমিদারবাড়ির বর্তমান সদস্যরা। তাই পারমেখলিগঞ্জের বাড়িতে এবার প্রতিবাদ হিসেবে ঘটা করে ২৩১ বছরের দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে না। দুগামূর্তির বদলে অন্তমীর দিন ঘটে দেবীর পুজো করবেন তাঁরা।

রায় পরিবারের আদিবাড়ি ছিল অবিভক্ত ভারতের চান্দখানায়, যা বর্তমানে উত্তর বাংলাদেশে অবস্থিত। জমিদারবাড়ি হিসেবে এককালে এলাকায় প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল রায় পরিবারের। দেশভাগের সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেওয়া থেকে অবিভক্ত ভারতের চান্দখানায় স্কুল স্থাপন সহ একাধিক জনস্বার্থমূলক কাজ করেছিলেন এই পরিবারের পূর্বপুরুষরা। চান্দখানায় ১৭৯৩ সালে প্রথম দুর্গাপুজোর প্রচলন করেছিলেন এই বংশের জমিদার বীরনারায়ণ রায় পাটোয়ারি।

জেলার খেলা

সেমিফাইনালে গঙ্গারাম, তরাই

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সাবিত্রী বর্মন, জয়শ্রী গুপ্ত, স্নিপ্ধা ভট্টাচার্য ট্রফি মহিলাদের ১৩ দলীয় ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল গঙ্গারাম চা বাগান এফসি ও তরাই স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। রবিবার কোয়াটরি ফাইনালে গঙ্গারাম ২-১ গোলে মোতিধর এফসি-কে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীডাঙ্গনে গঙ্গারামের আরতি টিগ্না ও ম্যাচের সেরা সুপ্রিয়া কিসপোট্টা গোল করেন। মোতিধরের গোলটি সুজিতা টোপ্পোর। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে তরাই ১-০ গোলে সরোজিনী সংঘের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন ম্যাচের সেরা মালিতা মুন্ডা। সোমবার খেলবে ভিএনসি মর্নিং সকার ও মধুর মিলন।

খেতাব পিঙ্কির

নিজম্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : রাঁচিতে আয়োজিত ইকুইপমেন্ট পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে শিলিগুড়ির পিঙ্কি ছেত্রী স্টং উওম্যান হয়েছেন। সাব-জনিয়ারে ৫৬ কেজি ওজন বিভাগে তার সোনা রয়েছে। এছাড়াও শিলিগুড়ির অশোক চক্রবর্তীর প্রশিক্ষণে আবও তির লিফটার সোনা নিয়ে ফিরেছে। শ্যামল বিশ্বাস মাস্টার্স থ্রি-তে ৭৭ কেজি. পম বর্মন জনিযারে ৫৬ কেজি ও বাহুল পাসোয়ান জুনিয়ারে ৭৭ কেজি ওজন বিভাগ থেকে পদক নিয়ে ফিরেছে।

মিথিলেশ, সোনু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : পি সেন ট্রফি ক্রিকেটের জন্য সিএবি-র গড়া কমবাইন্ড ডিস্ট্রিক্ট ইলেভেনের দলে সুযোগ পেয়েছেন শিলিগুডির পেসার অলরাউন্ডার সোনকমার সিং ও স্পিনার অলরাউন্ডার মিথিলেশ দাস। দজনই রবিবার কলকাতায় দলেব প্রাক্ত প্রতিযোগিতা শিবিরে যোগ দিয়েছেন। মহকমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনৌজ ভার্মা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁদের প্রতিযোগিতার জন্য।

যাত্রী নিরাপত্তায় বাডতি নজর

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর চলন্ত ট্রেনে বহুদিন ধরেই দাহ্য পদার্থ পরিবহণ নিষিদ্ধ। ফলে, কামরায় চা বা কফি তৈরি অনেকদিন ধরেই বন্ধ। কিন্তু তারপরও কামরায় আগুন লাগার মতো ঘটনা ঘটছে। এর মূলে যেমন রয়েছে শর্টসার্কিট, তেমনই শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্রের গোলযোগও অন্যতম কারণ। এমন ঘটনায় আতঙ্কিত হন যাত্রীরা। বড় রকমের অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কায় অনেকেই চলন্ত থেকে লাফ দিয়ে আরও বড় বিপদ ডেকে আনেন। এমন ঘটনা এডাতে বা যাত্রী নিরাপত্তায় এবার 'ফায়ার অ্যান্ড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম'-এর কাজ শুরু করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। প্রথম পর্যায়ে দূরপাল্লার ট্রেনগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। পরে সমস্ত যাত্রীবাহী ট্রেনেও এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি কার্যকর করা হবে বলে রেল সূত্রে খবর।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, 'ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাত্রী নিরাপতা ও সুরক্ষায় জোর দেওয়া হচ্ছে। রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি কোচগুলিরও আধুনিকীকরণে নজর দেওয়া হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনা রোধে রেল ট্র্যাকের পরিকাঠামো উন্নয়নে কিছুদিন ধরেই কাজ চলছে। এবার যাত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

সুরক্ষায়ও বাড়তি নজর দিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এই অঞ্চলে চলাচলকারী একাধিক ট্রেনেই রয়েছে ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টবিব (আইসিএফ) কামবা বা কোচ। ফলে, দুর্ঘটনা ঘটলে কোচগুলি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটে প্রাণহানির ঘটনাও। এ নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। কেন লিংক হফম্যান বুশ (এলএইচবি) কোচ ব্যবহার করা হচ্ছে না, তা নিয়ে সরব হয় বিভিন্ন মহল। গত ১৭ জুন নিজবাড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার পর কোচ বদল শুরু হয়।

রেল সূত্রে খবর, একাধিক ট্রেনের রেক বদল করা হয়েছে। বর্তমানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে ৬২ জোড়া টেনে এলএইচবি কোচ রয়েছে। পাশাপাশি অগ্নিকাণ্ড রোধেও জোর দেওয়া হয়েছে। এজন্য নয়া প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিতে কোথা থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে বা আগুন লাগার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে, তা সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে তা নিয়ন্ত্রণেও কার্যকরী পদক্ষেপও করা যাবে বলে দাবি রেলকর্তাদের। এখনও পর্যন্ত ৬৮টি প্যান্ট্রি কারে ফায়ার ডিটেকশন সাপ্রেশন সিস্টেম কার্যকর করা হয়েছে। কোনও কারণে প্যান্ট্রি কারের মধ্যে আগুন লাগলে তা অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে রেলের দাবি। দুর্ঘটনা রোধে অ্যাডভান্সড নিউমেটিক ডিক রেক সিস্টেম কার্যকরের পথে হাঁটারও

কাপালং খুলে দু'ভাগ চলন্ত মালগাড়ি

ফের রেল দুর্ঘটনা, হুঁশ ফেরেনি

অৰ্ণব চক্ৰবৰ্তী

ফরাক্কা, ২২ সেপ্টেম্বর : একের

পর এক দুর্ঘটনা। অথচ হুঁশ ফিরছে না ভারতীয় রেলের। দুর্ঘটনা রুখতে নজরদারিও সেভাবে দেখা যাচ্ছে না বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার আরও এক রেল দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকলেন ফরাক্কার খৌদাবন্দপুরের বাসিন্দারা। তখন সকাল সাড়ে আটটা। হঠাৎ একটি মালগাড়ি কয়েকটি বগি সহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। লাইনের উপরেই দাঁড়িয়ে পড়ে মালগাড়িট। হঠাৎ ১০-১২টি বগি বিচ্ছিন্ন আশেপাশের মানুষজন দেখেন, চলন্ত হয়ে লাইনের পিছনে থেকে মালগাড়িটি হঠাৎ দু'ভাগে ভাগ হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তা দেখে সবাই দৌড লাগান ঘটনাস্থলের দিকে। কিছক্ষণের মধ্যে মালগাড়ি পাইলট, গার্ড ও আসিস্টাান্ট বিচ্ছিন্ন হওয়া অংশ মূল মালগাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেন। মালগাড়িটি ফের ফরাক্কার দিকে রওনা

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকেই শোরগোল পড়ে যায় খোদাবন্দপর সহ আশেপাশের এলাকায়। ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শী সফিকুল আলম জানান, 'মালগাড়িটি ধলিয়ানের দিক থেকে ফরাক্কার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ ১০-১২টি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে লাইনের পিছনে থেকে যায়। আরও বেশ কিছু বগি সহ মালগাড়ির ইঞ্জিন সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সৌভাগ্যের কথা, বিচ্ছিন্ন হওয়া বডসডো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। রেল গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়।

কর্তৃপক্ষের উচিত, কোনও মালগাড়ি কিংবা যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর আগে গোটা গাড়ি ভালোমতো পরীক্ষা করা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রেলের এক ট্রাফিক ইনস্পেকটর বলছেন, 'এই ঘটনাকে ঠিক দুর্ঘটনা বলা যাবে না। কোনও কারণে দুটি বগির মধ্যে থাকা কাপলিং খুলে গিয়েছিল। তাতেই এই ঘটনা ঘটেছে। এখানে



যায়। সৌভাগ্যের কথা, বিচ্ছিন্ন হওয়া বগিগুলি লাইনচ্যুত হয়নি। সেটা হলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

সফিকুল আলম, প্রত্যক্ষদর্শী

লাইন থেকে কোনও বগি সরে যায়নি বা অন্য কিছু হয়নি। যখন কাপলিং খুলে যায় তখন ভ্যাকয়াম পাইপের প্রেসার খুলে যায়। সেই কারণেই নিজে থেকেই গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। যখনই কাপলিং খুলে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির জন্য গাড়ির চালক সেটা বুঝতে পেরে যান। এক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছিল। গোটা বিষয়টি চালকের নজরে আসার পরেই মালগাড়ির গার্ড, অ্যাসিস্টেন্ট সবাই এসে গাড়ির খুলে যাওয়া অংশটি বগিগুলি লাইনচ্যত হয়নি। সেটা হলে জোড়া লাগিয়ে দেন। গাড়ি ফের

সুশান্তর সম্পর্কে তথ্য তলব

জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : সুশান্ত রায়ের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সপক্ষে রাজ্য শাখার কাছে তথ্য চেয়ে পাঠাল আইএমএ'র কেন্দ্রীয় শাখা। বেঙ্গল শাখার সম্পাদক শান্তন সেন এবং সভাপতি দিলীপকমার দত্তকে চিঠি দিয়ে তথ্য চেয়েছেন কেন্দ্রীয় শাখার সভাপতি ডাঃ আরবি অশোকান। ১৮ সেপ্টেম্বর চিঠি দিয়ে সাতদিনের মধ্যে তথ্য জমা দিতে বলেছে আইএমএ কেন্দ্রীয় শাখা। শান্তনুকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

এদিকে সম্প্রতি আইএমএ রাজ্য শাখার নির্বাচনে লড়াইয়ের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন সৃশান্ত রায়। তাঁর এই ইচ্ছাকে কটাক্ষ করছে বিরোধী গোষ্ঠীগুলি। সুশান্তর বিরোধীদের দাবি, সুশান্ত নিবৰ্চনে দাঁড়ালেও কোনও অবস্থাতেই জিততে পারবেন না।

তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অনিয়মের ভিত্তিতে আইএমএ বেঙ্গল

শাখার তরফে একটা চিঠি দিয়ে ডাঃ সশান্ত রায়কে সাসপেনশনের আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই ঘোষণার দিনকয়েকের মধ্যে জলপাইগুড়ি আইএমএ একটি বৈঠক ডাকে। সেখানে সুশান্ত রায়, সৌত্রিক রায় এবং অভীক দে-কে সাসপেন্ড করার প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

সেই সিদ্ধান্তের কথা সামনে আসতে সুশান্ত জানিয়েছিলেন, তিনি বেঙ্গল আইএমএ শাখাব তবফে সাসপেনশন সংক্রান্ত কোনও চিঠি পাননি। এরপর চলতি মাসের ১২ তারিখ সুশান্ত রায় আইএমএ কেন্দ্রীয় শাখার কাঁছে একটি আট পাতার চিঠি পাঠান। সেখানে বেঙ্গল শাখার নাম করে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে বলে দাবি করেন। গোলমাল পাকানো, আরজি করের ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার নজরে থাকা সহ যে ছয়টি অভিযোগ আইএমএ'র বেঙ্গল শাখা সুশান্তর বিরুদ্ধে এনেছিল সেই সবক'টি অভিযোগের প্রতিটিই মিথ্যে



এবং ভিত্তিহীন বলে চিঠি দেন সুশান্ত। সুশান্তর চিঠি পেয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর আইএমএ কেন্দ্রীয় শাখার চিঠি দিয়ে তথা চাওয়া। সেইসঙ্গে অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখ দিল্লিতে আইএমএ কেন্দ্রীয় শাখার কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

পাশাপাশি সুশান্ত চাইলে তিনিও এই সংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে পারেন বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় শাখা। সুশান্ত বলেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম, বেঙ্গল শাখা কোনও সদস্যকে সাসপেভ করতে পারে না। আইএমএ'র প্রতিটি সদস্য কেন্দ্রীয় শাখার অধীনে। কারও বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ একমাত্র

নয়া মোড়

 সুশান্তর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সাসপেনশনের আবেদন জানায় আইএমএ'র বেঙ্গল শাখা

 আইএমএ'র কেন্দ্রীয় শাখার কাছে এইসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে চিঠি দেন সুশান্ত

 গত ১৮ সেপ্টেম্বর বেঙ্গল শাখার সভাপতি এবং সম্পাদককে অভিযোগের সপক্ষে তথ্য জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

কেন্দ্রীয় শাখা নিতে পারে।' তাঁর সংযোজন, 'এই চিঠি থেকে পরিষ্কার আইএমএ থেকে আমার কোনও সদস্যপদ যায়নি। সেজন্য বেঙ্গল শাখার নির্বাচনে প্রার্থীপদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিতে আমার কোনও বাধাও নেই।

অন্যদিকে, সুশান্তর নির্বাচনে লড়াই করা নিয়ে কটাক্ষ করেছে গোষ্ঠী। জলপাইগুডি আইএমএ'র প্রাক্তন সম্পাদক ডাঃ পাস্থ দাশগুপ্ত বলেন, 'উনি ভোটে দাঁড়াতে পারবেন কি না সেটা নিবার্চন কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে। তবে ভোটে দাঁড়ালে ওঁর জামানত জব্দ হবে, এটা একদম সত্যি। সুশান্ত রায়ের বিরুদ্ধে বর্তমানে যা অভিযোগ রয়েছে, তাতে একজনও ওঁকে ভোট দেবেন না বলে আমি মনে

পান্থর সুরে একই কথা বললেন আরেক চিকিৎসক সুদীপন মিত্র। তিনি বলেন, 'যিনি হুমুকি প্রথার মূল কারিগর, তাঁকে কেউ ভোট দেবেন না। যে কারণে উনি এবং ওঁর লবির যাঁরা প্রার্থী হবেন, তাঁদের কেউই বেঙ্গল শাখার নিবাচনে জয়ী হতে পারবেন না।' সুশান্তর জয়ের বিষয়ে আশক্ষা প্রকাশ করেছেন জলপাইগুড়ির তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মাও।

বাঙালিরা অতিথিই

প্রথম পাতার পর

চলে আসা যাক কার্সিয়াংয়ে সালে পাহাড়ে উন্নয়ন

নুপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু হলের শিলিগুড়ি পৌঁছাবে পরম্পরা মেনে আসবেন মানিক আচার্য অসুস্থ।

মুখোপাধ্যায় বললেন, 'পুরোহিত খোঁজা হচ্ছে। আশা করছি এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারব। ঐতিহ্য ধরে রেখেই পুজোর সমস্ত আয়োজন হবে। তবে অতীতকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

বাঙালি পরিবারের বসবাস ছিল। তবে এখন দার্জিলিংয়ে ২৫-৩০টি বাঙালি পরিবারের দেখা মিলবে। কার্সিয়াংয়ের ছবিটাও তাই। অধিকাংশ পরিবারের সদস্য পাড়ি জমিয়েছেন অন্যত্র। পুজোর সময় কেউ কেউ ভিটের টানে আসেন বটে। কিন্তু তাঁরা কার্যত হয়ে ওঠেন 'অতিথি'।

'বেড়াতে এসে বাঙালি পর্যটকরা পুজো দিতে আসেন বলেই কিছুটা ভিড় হয়', বললেন চাঁদমারির ব্যবসায়ী মণি মখিয়া। একই কথা শোনা গেল ভ্রের গলাতেও। সবমিলিয়ে এককথায় বলাই যায়, ঐতিহ্য থাকলেও পাহাড়ের বাঙালির দুর্গাপুজো এখন জৌলুসহীন।

পুর ভবনকে বাঁদিকে রেখে ডানদিকের উঁচু পথ ধরে কিছুটা রাজরাজেশ্বরী বেঙ্গলি কমিউনিটি হল। ২০১৭ আন্দোলনের সময় ভঙ্মীভূত হয়ে গিয়েছিল শতাব্দীপ্রাচীন এই হল। পরে দপ্তরের তরফে নতুন করে হলটি তৈরি করা হয়। কিন্তু কার্সিয়াংয়ের বাঙালিদের মন থেকে এখনও মুছে যায়নি ২০১৭ সালের সেই ঘটনা। পুজো এলেই তাঁদের মনে পড়ে যায় জুলাই মাসের সেই বিভীষিকাময়

কার্সিয়াংয়ের এই পুজো এবার ১০৮ বছরে পা দিতে চলেছে। একটা সময় ছিল যখন দু'-তিন মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত। এখন আর তা হয় না। তবে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে বছরের পর

মতো রাজরাজেশ্বরীতেও প্রতিমা থেকে ঢাকি মালদা থেকে। কিন্তু রাজরাজেশ্বরীতে এবার পুজো করবেন কে, সেই চিন্তা গ্রাস করেছে উদ্যোক্তাদের। চার দশক ধরে পুজো করা গঙ্গারামপুরের

উদ্যোক্তাদের তরফে

একটা সময় পাহাড়ে প্রচুর



আমেরিকার লং আইল্যান্ডে মোদির ভাষণ। রবিবার। ছবি : জয় মণ্ডল

নিবাচনে লড়তে বাধা দেওয়া আইনি পথে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্য শাখার বৈঠকেই

বিশেষ সবিধা করতে পারল উত্তরবঙ্গ লবি। বৈঠকের আগেই সশান্ত ও তাপস ছাডাও চলে যেতে হল জয়া মজমদার প্রিয়াংকা রানাকে। জয়া কল্যাণী মেডিকেলের চিকিৎসক। প্রিয়াংকা আরজি কর মেডিকেলের বিতর্কিত বিকপাক্ষ ঘটনায় বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। বিরূপাক্ষকেও ডত্তরবঙ্গ লাবর অংশীদার বলে স্বাস্থ্য মহলে সবাই

স্বাস্থ্য দপ্তরের পোস্টিং থেকে বদলি, ছড়ি ঘোরানো, মেডিকেল কলেজগুলিতে হুমকির সংস্কৃতির সঙ্গে এই লবি জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু রবিবার আইএমএ'র হয়। শান্তনু ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা এই সভায় অংশ নিতে গেলে বিক্ষোভের মুখে পড়েন সুশান্ত, তাপসরা। তাঁদের 'গো ব্যাক' স্লোগান শুনতে না। কেন এই অভিযোগ উঠছে হয়। রবিবার ওই বৈঠকস্থলের যে বঝতে পারছি না।'

(যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে সুশান্তকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় শান্তনু ও তাঁর অনুগামীদের।

সশান্ত বলছিলেন. 'এগুলো আপনাদের বানানো গল্প। পাশ থেকে শান্তনুর অনুগামী চিকিৎসকরা বলেন, 'কোনওটাই বানানো নয়।' সেইসময় শান্তন অনুগামীদের থামতে বলে সুশান্তকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করছেন। উত্তরবঙ্গ লবির তাপস চক্রবর্তী জয়া মজুমদার ও প্রিয়াংকা রানাকে াঘরেও বিক্ষোভ চলে। আভযোগ. আরজি করের ঘটনার দিন তাপস চক্রবর্তীকে সেমিনার হলে দেখা গিয়েছিল। তিনি তথ্যপ্রমাণ লোপাটে যুক্ত বলে অভিযোগ।

তাপসের অভিযোগ, তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা ঘটনা ঘটিয়েছেন। প্রিয়াংকা বলেন. 'আমি ঘটনার দিন এখানে ছিলাম

কটাক্ষ সুকান্তর কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : মুখে

জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের পাশে থাকেন কথা বললেও, কর্ম বিরতি ছেড়ে কাজে যোগ দেওয়ার প্রবর্ত ডাজাবদের আন্দোলনকে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে বিজেপি। শুধু ডাক্তারদের আন্দোলনই নয়, আরজি কর ইস্যুতে রাজ্যের বৃদ্ধিজীবী সমাজের একাংশের প্রতিবাদকেও এদিন কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আরজি করের র্থনার প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন বাজ্যের বাম মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী সমাজের একাংশ। এদিন বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বুলেন, 'সুশীল সমাজ হয়তো হাঁপিয়ে গিয়েছে, কিন্তু বিচার না পাওয়া পর্যন্ত বিজেপি হাঁপাবে না।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

ইসলামপুর, ২২ সেপ্টেম্বর ইসলামপুরের রবিবার রাতে রামকৃষ্ণপল্লি নিউটাউন চত্ত্বর এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা থেকে ওই ব্যক্তি এলাকায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ঘোরাফেরা করছিলেন।

প্রথম পাতার পর শ্রীলাল মার্কেটের পাশাপাশি

বসে আঁকো

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর

লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি গ্রেটারের

তরফে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

আয়োজন করা হল রবিবার।

শালুগাড়ার একটি মলে আয়োজিত

এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কলের

উৎসবে ফিরতে

পড়য়ারা অংশ নেয়।

হংকং মার্কেট ও মহাবীরস্থান, কালীবাড়ি বোডেও ব্যবসা ভালো হয়েছে বলে বিক্রেতারা জানান। সেবক রোডের একটি মলে চলছে শারদীয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ মেলা। স্টলগুলোতে দুগাপিজার থিমের উপর পোশাক. জুয়েলারিও। থিমের এই পোশাক হাতছাড়া করতে চাননি অনেকই।

বান্ধবীদের সঙ্গে রবিবার পুজোর বাজার করতে আসেন সুকনার মৌমিতা তপাদার। পেশায় শিক্ষিকা হওয়ার সুবাদে ছটির দিন ছাড়া শপিং করা তাঁর পক্ষে হয়ে ওঠে না। তিনি হেসে বললেন, 'শাড়ি ছাড়া দুর্গাপুজোর সাজ অসম্পূর্ণ। তাই শাড়ি কিনতে এসেছি। এখন ব্লাউজ বানাতে না দিলে পুজোর আগে তা ডেলিভারি পাব না।' মাটিগাড়ার শপিং মলেও দেখা যায় ক্রেকাদের কেনাকাটার ছবি। ক্রেকাদের মধ্যে উৎসবের এই মেজাজ দেখে খুশি বিক্রেতারাও।

এক বিক্রেতার কথায়, দুর্গাপুজোর আশাতেই আমরা সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি। এইসময় লাভের মুখ না দেখলে সংসার চালানো মশকিল হয়ে যাবে। তবে মানুষ যে ধীরে ধীরে উৎসবে ফিরছেন তা দেখেও ভালো লাগছে বলে জানালেন উপেন দত্ত. দীনেশ আগরওয়াল, নমিতা সরকারের মতো আরও অনেক বিক্রেতা।

যৌন নিগ্ৰহ

এর আগে জানা গিয়েছিল বর্ধমান মেডিকেল কলেজে অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাস প্রমখ নেতাদের অপারেশন থিয়েটারের ভেতর পার্টিতে মেডিকেল ছাত্রীদের থাকতে বাধ্য করা হত। না থাকতে চাইলে ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত।

কল্যাণীতে অভিযক্ত

নেতারা তো বটেই, তৎকালীন অধ্যক্ষ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত সব অভিযোগ এখন অস্বীকার করছেন। অভিযক্ত ছাত্র নেতাদের একজন বরং উলটে বলেন, 'অপদস্থ করার জন্য এখনকার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তৎকালীন অধ্যক্ষের বক্তব্য, 'আমি চাপ দিইনি। দু'পক্ষকেই মিটিয়ে নিতে বলেছিলাম। এর মধ্যে অন্য কারণ নেই।' ছাত্রীটি অবশ্য রবিবারও অভিযোগ করেন, 'আমাকে এখনও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ প্রত্যাহার করতে বারবার চাপ দেওয়া হচ্ছে। আমার ভবিষ্যৎ নম্ভ করে দেওয়াব ভূমকিও দেওয়া হচ্ছে। তবে আমি কোনও চাপের কাছে নতিস্বীকার করব না।'

বানভাাসরা ভেসেই যান

অনেক পরে ১৯৮২ সালের

ফেব্রুয়ারি মাসে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের শিলান্যাস হয়। ৮৪ কিলোমিটার নদীপথ সংস্কার এবং ১১৮ কিলোমিটার নদীবাঁধ নিমাণের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু শুক্তব পবই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৫-র মে মাসে কেন্দ্রীয় জলসম্পদমন্ত্রক প্রকল্পের ছাড়পত্র দেয়। প্রথম পর্যায়ে ১ হাজার ২১৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়। কিন্তু তারপর আর জল গড়ায়নি। ঠিক হয়েছিল, এই প্রকল্পে কেন্দ্র ৬০ শতাংশ এবং রাজ্য ৪০ শতাংশ অর্থ দেবে। কেন্দ্র থেকে একটি পয়সাও এসে পৌঁছায়নি। অতএব ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজও অর্ধসমাপ্তই রয়ে গিয়েছে। ঘাটালও প্রতিবছর বন্যায় ভাসছে। অবশ্য সম্প্রতি রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে এই প্রকল্পের পুরো ব্যয়ভার তারা বহন করবে। যদি রাজ্য সরকার তা করে এবং সত্যিই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান শেষপর্যন্ত কার্যকর হয় তাহলে ঘাটালবাসীর এতদিনের যন্ত্রণার অবসান ঘটবে।

কিন্তু সে তো ভবিষ্যতের কথা। এখন এই বানভাসি ঘাটালের মান্য যদি প্রশ্ন তোলেন, সেই ১৯৫৯ সালে মঞ্জর হওয়া ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কেন এতদিনেও কার্যকর হল না. এর উত্তর কে দেবে? নাকি ধরেই নিতে হবে, ফি বছর বানের জলে ভেসে যাওয়া ঘাটালের মানষজনের আর্তচিৎকারের

আসলে কোনও মল্যই নেই। এবার আসা যাক ডিভিসির প্রসঙ্গে। সেই নেহরুর আমলে ১৯৪৮ সালে ডিভিসির প্রতিষ্ঠা। ডিভিসি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা এবং

অংশ) জলবিদ্যুৎ সরবরাহ করা এবং এই অঞ্চলে জলাধার ও বাঁধের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ। যদিও প্রবর্তীকালে নদী বিশেষজ্ঞরা অনেকেই বলেছেন, যে উদ্দেশ্যে ডিভিসি স্থাপিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল করা যায়নি। ডিভিসির পরিকল্পনায় সাতটি বাঁধের কথা বলা হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে মাত্র চারটি বাঁধ তৈরি হয়েছিল। নদী বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, এতে ডিভিসি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সফল হবে না।

সম্ভব যে নয় তা যত দিন গিয়েছে পরিষ্কার হয়েছে। এখন ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি বেশি হলেই ডিভিসির জলাধার থেকে জল ছাড়া শুরু হয় এবং প্রায় প্রতিবছরই ডিভিসির এই ছাড়া জলে দক্ষিণবঙ্গের একটা বড অংশ ভেসে যায়। এই বছর ঝাড়খণ্ডে প্রবল বৃষ্টির পর ডিভিসির জল ছাড়ার পরিমাণ সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে। তিনদিনে প্রায় পাঁচ লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি। ফলে হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর জেলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভয়াবহ বন্যার কবলে। এটাও ঠিক, এই বিপুল পরিমাণ জল যদি না ছাড়ত ডিভিসি তাহলে এই তিনটি জেলায় বন্যা হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই এবার

প্রশ্ন হচ্ছে যে. ডিভিসি এই বিপল

পরিমাণ জল ছাড়ল কেন? এর কি কোনও আগাম ব্যবস্থা নেওয়া যেত না? উত্তর হচ্ছে যেত. কিন্তু সেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ডিভিসি সূত্র বলছে, ভূমিক্ষয়ের ফলে পলি জমে এবং গত সাত দশকে একবারও ড্রেজিং না হওয়ার কারণে ডিভিসির জলধারণের

ক্ষমতা ছিল সাড়ে ৬ মিলিয়ন কিউবিক মিটার। ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় জল কমিশনের রিপোর্টে দেখা গিয়েছে. এই জলধারণের ক্ষমতা অর্ধেক কমে সাডে তিন মিলিয়ন কিউবিক মিটারে নেমে এসেছে। ফলে ঝাড়খণ্ডে অতিবৃষ্টি হলেই ডিভিসিকে এই জলাধার থেকে অপরিমিত জল ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আর তাতে ভাসছে দক্ষিণবঙ্গ। এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, সাত

নশক ধরে এই জলাধারগুলিতে পলি পরিষ্কার করা হল না কেন? ডিভিসি কর্তৃপক্ষ কি বুঝতেই পারেনি জলাধারগুলিতে এভাবে পলি জমতে থাকলে জলধারণ ক্ষমতা কমতে বাধ্য। বন্যা নিয়ন্ত্রণের যে উদ্দেশ্যে ডিভিসির প্রতিষ্ঠা সেই উদ্দেশ্যটিও অচিরেই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

প্রকৃতির নিয়মেই এই জল একদিন নেমে যাবে। বানভাসি মানুষগুলি আবার নিজেদের মতো করে ঘরদোর গুছিয়ে নিতে চেষ্টা কববেন। সংবাদপ্র আবাব নতন মুখরোচক সংবাদের খোঁজে ছুটবে। টিভি ক্যামেরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে শারদ সম্মানে। আমলারা ছটি কাটাতে যাবেন। সামনের বছর আবার বন্যা হবে। আবার ডিভিসি জল ছাডবে। আবার ভেমে যাবে খানাকুল, পুড়শুড়া, ঘাটাল, আমতা। বানভাসিদের ভাগ্য শুধু পালটাবে

হরিশ্চন্দ্রপুরের ওই ঘর হারানো আমাকে বলেছিল, 'নদীর ধারে যাদের বাস তাদের দঃখ আপনারা বুঝবেন না।' নাহ, সত্যিই বৃঝিনি আমরা।

ষ্টর পূর্বাভাসে স্বস্তি খোঁজে উত্তর

শিলিগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : 'এই তো আকাশ ভর্তি মেঘ ছিল। গেল কোথায় সব?', দার্জিলিংয়ের ম্যালে দাঁড়িয়ে ছোট্ট মেয়ের প্রশ্নে কী উত্তর দেবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না বাবা। দেবেনই বা কেমন করে! আকাশ থেকে যদি হঠাৎ জমাট বাঁধা মেঘ উধাও হয়ে যায় এবং সূর্যের তেজে পাথুরে পাহাড় গরম থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা. তাহলে গুলিয়ে যায় অনেক হিসেব-নিকেশ।

রবিবার সকালে পাহাডের আকাশে মেঘ দেখে যাঁদের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটেছিল, তাঁদের অবশ্য নিরাশ হতে বেশি সময় লাগেনি। ৫১ বছর আগের রেকর্ড ভেঙে শনিবার শৈলরানি যেখানে দাঁডিয়েছিল, এদিনও ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেখানে (২৮.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)। যথারীতি ঘাম ঝরল ম্যালে দাঁডিয়ে।

তবে সন্ধ্যার পর নতুন করে মেঘের আনাগোনা শুরু হওয়ায় মনে করা হচ্ছে, আবহওয়ার পটপরিবর্তন হতে চলেছে পাহাড় ও সমতলে। কারণে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবহবিদদের।



উত্তরের আবহাওয়া কিছটা বদলাবে, বলছেন আবহবিদরা।

পুজোয় কি এবার বৃষ্টি হবে, প্রশ্ন উত্তববঙ্গেব সর্বত। দিনে গ্রম বাড়লেও, সন্ধে-রাতে বৃষ্টি ছিল অলিখিত নিয়ম। এখন অবশ্য দিনের পব দিন উষ্ণতায় বেকর্ড ভাঙা-গড়া চললেও ভিজছে না মাটি। সেই ঘাটতি পুরণে পুজোর দিনগুলিতে আকাশভাঙা বৃষ্টিব আশস্কা ক্রমশ জোবালো হচ্চে। এবার উৎসব অক্টোবরের প্রথম পর্বে। মিলছে নয়া পূর্বাভাস। বঙ্গোপসাগর তবে সে সময়ের আবহাওয়ার ছবিটা থেকে জলীয় বাষ্পের আমদানির এখনও পুরো পরিষ্কার নয়, বক্তব্য

দহনজ্বালা থেকে রেহাই দিতে যে নতুন দফায় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে, সেই পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে আকাশের মতিগতিতে। এদিন সন্ধ্যার পর থেকে মেঘের আনাগোনা শুরু হওয়ায় সোমবার রাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আটটি জেলাতেই। দিনেরবেলায় অবশ্য সূর্যের তেজ কমার সম্ভাবনা নেই। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় অর্থাৎ মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইতে পারে কিছু

রবিবারের সবেচ্চি তাপমাত্রা গ্যাংটক -২৫.৮

मार्জिलिং -২৮.২ জলপাইগুড়ি -৩৭.৪ কোচবিহার -৩৬.৯ মালদা -৩৭.১ শিলিগুড়ি -৩৬.৮ (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)

তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর

তারপর দু'দিন অর্থাৎ ২৫ এবং

২৬ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি জায়গায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস। আবহাওয়ার ভোলবদলে দিনের গড় তাপমাত্রা অনেকটা হ্রাস পাবে, বলছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'শুধু বৃষ্টি নয়, তাপমাত্রা কমবে কবে, জানতে চাইছে উত্তরবঙ্গ। স্বস্তিতে নেই দার্জিলিং কিংবা গ্যাংটক। মঙ্গলবার থেকে তাপমাত্রা অনেকটা কমবে, বলা যেতেই পারে।'

খেলায় আজ

২০২২ : পেশাদার টেনিস কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেললেন রজার ফেডেরার। লন্ডনে লেভার কাপে বন্ধু রাফায়েল নাদালকে নিয়ে তিনি ৬-৪, ৬-৭, ৯-১১ ব্যবধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্যাক সক-ফ্রান্সেস টিয়াফোর বিরুদ্ধে হেরে যান।

সেরা অফবিট খবর

মেসিকে কার্ড না দেখানোর বদলে

২০০৭ সালে কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা বনাম মেক্সিকো ম্যাচে লিওনেল মেসি হ্যান্ড বল করলেও হলুদ কার্ড দেখাননি রেফারি কালোস চান্দিয়া। সেই ম্যাচের স্মৃতি রোমস্থন করে চিলির রেফারি বলেছেন, 'ম্যাচ শেষ হতে তখন ২ মিনিট মতো বাকি ছিল। ফল একরকম নিধারিত হয়ে গিয়েছিল। সেই ম্যাচে মেসি হলুদ কার্ড দেখলে ফাইনালে খেলতে পারত না। আমি ওকে গিয়ে বলি তোমাকে হলুদ কার্ড দেখাব না একটাই শর্তে। যদি তোমার জার্সি ম্যাচ শেষে আমাকে দাও। ও সেটাই করেছিল।'

ভাইরাল



সঙ্গে থেকো আমার

গাড়ি দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথমবার টেস্ট খেলতে নেমেছিলেন ঋষভ পন্থ। শনিবার মাঠে নামার সময় তাঁকে দেখা যায় ড্রেসিংরুমে চেয়ারে রাখা হেলমেট, গ্লাভস ও ব্যাটের সামনে চোখ বন্ধ করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে। অনেকেরই ধারণা সেই সময় তিনি হেলমেট, গ্লাভস ও ব্যাটের কাছে বাইশ গজের লড়াইয়ে পাশে থাকার আর্জি জানাচ্ছিলেন।

ইনস্টা সেরা



বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট জিতেই গৌতম গম্ভীর ছুটলেন কন্যাদিবসে দুই মেয়ের জন্য উপহার কিনতে।

উত্তরের মুখ



শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলাদের ফুটবলে রবিবার দুরন্ত ফুটবলের সঙ্গে একটি গোল করে ম্যাচের সেরা নিবাচিত হয়েছেন সুপ্রিয়া কিসপোটা (মাঝে)। ম্যাচে তাঁর দল গঙ্গারাম চা বাগান এফসি ২-১ গোলে হারিয়েছে মোতিধর এফসি-কে।

স্পোর্টস কুইজ



১. বলুন তো ইনি কে?

২. চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফুটবলে ইংল্যান্ডের সর্বাধিক গোলের নজির কার দখলে রয়েছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে

সঠিক উত্তর

১. জেসন গিলেসপি, ২. রবীক্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

সঠিক উত্তরদাতারা

অরিন্দম চক্রবর্তী, লাবণ্য কুণ্ডু।

৬ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশকে ভাঙলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। উচ্ছুসিত সতীর্থরা।

ভারত : ৩৭৬ ও ২৮৭/৪ ডি. বাংলাদেশ : ১৪৯ ও ২৩৪

চেন্নাই, ২২ সেপ্টেম্বর : ম্যাচ সবে শেষ

হয়েছে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানেও ইতি। রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের গলায় আত্মবিশ্বাস, সাফল্যের ঝলক। বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমূল হোসেন শান্ত মেনে নিলেন ব্যাটিং নিয়ে আরও অনেক খাটতে হবে।

তামিম ইকবাল, পার্থিব প্যাটেলরা ব্যস্ত ম্যাচ পর্যালোচনায়। মাঠের অপর প্রান্তে তখন অন্য দৃশ্য। রীতিমতো নেট টাঙিয়ে অনুশীলন করছেন যশস্বী জয়সওয়াল, সরফরাজ খান, যশ দয়ালরা! সঙ্গী নতুন বোলিং কোচ মরনি

২৭ সেপ্টেম্বর কানপুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্ট। এদিনই দল ঘোষণা হয়েছে। প্রথম টেস্টের বিজয়ী ভারতীয় স্কোয়াডে কোনও পরিবর্তন নেই। টেস্ট জয়ের উচ্ছাস নিয়েই পরবর্তী দ্বৈরথের প্রস্তুতি শুরু। সাড়ে তিনদিনের কম সময়ে ম্যাচ জ্রিতেও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নারাজ গৌতম গম্ভীরের দল।

কে বলবে, এই দলটাই কিছুক্ষণ আগে নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। ৯২ বছরের ভারতীয় টেস্ট অধ্যায়ে প্রথমবার হারের চেয়ে জয়ের পাল্লা বেশি। ১৯৩২ সালের ২৫ জুন লর্ডসে সিকে নাইডুর দলের হাত ধরে টেস্ট আঙিনায় পা রাখে ভারত। পরবর্তীতে হারের পাল্লাই বেশি।

চিপকের বাইশ গজে ছবিটা বদলে দিয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা রোহিত ব্রিগেডের। ৫৮০ টেস্টের দীর্ঘ সফরে প্রথমবার ভারতের জয়ের (১৭৯টি) সংখ্যা টপকে গেল হারের (১৭৮টি)

ইতিহাস গড়ার মঞ্চে একাধিক নায়ক। জসপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থ, শুভমান গিল...। সবাইকে ছাপিয়ে অশ্বীন। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি। আজ ৬ উইকেট। চতুর্থবার একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও ইনিংসে ৫ উইকেট, ইয়ান বথাম ছাড়া যে নজির দ্বিতীয় কারওর নেই। অশ্বীনকে ম্যাচের সেরা বাছতে খুব বেশি ঘাম ঝরাতে হয়নি।

তৃতীয় দিনেই ভারত জিততে চলেছে, পরিষ্কার হয়ে যায়। ৫১৫-র টার্গেটে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ১৫৮/৪। প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশ এদিন কতক্ষণ ভারতের জয় আটকে রাখতে সমর্থ হবে। রবিবার ছটির দিন। নাজমুলদের উৎসাহ জোগাতে মাঠে হাজির বেশ কিছু অত্যুৎসাহী বাংলাদেশি সমর্থকও।

সারীবছরই চিকিৎসার কারণে চেন্নাইয়ে বাংলাদেশিদের লাইন থাকে। রাজনৈতিক ডামাডোলে গত কয়েক মাসে কিছুটা ভাঁটা পড়লেও সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। তাদের কেউ কেউ জাতীয় দলের পতাকা নিয়ে হাজির চিপকে। রথ দেখা আর কলাবেচা। সাকিব আল

তিনদিনের মধ্যেই কেল্লা ফতে!

চেন্নাই টেস্টে উডিয়ে দেওয়ার পর

টিম ইন্ডিয়ার লক্ষ্য এখন বৃহত্তর।

যার মধ্যে সাকিব আল হাসানদের

বিরুদ্ধে বাকি থাকা একটি টেস্ট,

আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজ যেমন

রয়েছে। তেমনই রয়েছে বছর শেষের

মিশন অস্ট্রেলিয়াও। ওয়াকিবহাল

দেশে নভেম্বর-ডিসেম্বরের সিরিজের

সেটাই পাখির চোখ। তাই এমএ

চিদম্বরম স্টেডিয়ামে বাংলাদেশকে

মুখে 'ধৈৰ্য' শব্দটা শোনা গিয়েছে।

লাল মাটির পিচে সাফল্যের প্রসঙ্গে

শব্দের ব্যবহার হলেও ধৈর্য শব্দের

অন্দরে রয়েছে আগামীর ভাবনাও।

যার বড় প্রমাণ ভারত অধিনায়কের

কথায়। রোহিত চেন্নাই টেস্টের পর

বলেছেন, 'ভারতীয় দল সব পিচে

মুখে চওড়া হাসি। শরীরীভাষায়

চতুৰ্থ হীনংসে সৰ্বাধিক হাসানকে নিয়ে অধিনায়ক নাজমুলের ভালো উইকেট (ভারতের) শুরু উৎসাহও জোগাচ্ছিল।

REAMIN

উইকেট অটুট রেখে ১৯৪/৪ স্কোরে পৌঁছে যায় টাইগাররা। কিন্তু অশ্বীন আক্রমণে আসতেই ভোল বদল। প্রথম শিকার সাকিব। অশ্বীনের বল ঠেকাতে গিয়ে সাকিবের (২৫) ব্যাটে-প্যাডে লেগে শর্ট লেগে ক্যাচ চলে যায়। বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফের 'ওয়ান হ্যান্ডেড ক্যাচ' যশস্বী জয়সওয়ালের। যার সুবাদে কোর্টনি ওয়ালশকে (৫১৯) পিছনে ফেলে সর্বকালীন উইকেটপ্রাপকের তালিকায় আট নম্বরে অশ্বীন।

জুটি ভাঙতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে টাইগাররা। ৪০ রানের মধ্যে শেষ হাফডজন উইকেট পকেটে পুরে নেয় অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজারা। নাজমুলের প্রতিরোধটুকু ছাড়া গোটা ইনিংস, ম্যাচজুড়ে ব্যাটিং দৈন্যতার ছবি। হতাশার মুধ্যে ৮টি চার ও ৩টি ছক্কায় সাজানো ৮২ রানের ইনিংসে সতীর্থদের সামনে নাজমুলের উদাহরণ তৈরির প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পিচের বাউন্স আর হালকা টার্ন, জোড়া অস্ত্রকে কাজে লাগিয়ে অশ্বীন-জাদেজা জুটি এদিন কার্যত অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন। পাক সফরে লড়াকু লিটন দাস (১), মেহেদি হাসান মিরাজরা (৮) যার সামনে দিশা খুঁজে পাননি। নিট ফল লাঞ্চের আগেই প্রতিপক্ষকে ২৩৪-এ গুটিয়ে দিয়ে ২৮০ রানের বড় জয়ে সিরিজে ১-০ এগিয়ে যাওয়া।

মিরাজের উইকেট নিয়ে ইনিংসে পাঁচ শিকার অশ্বীনের। ধরে ফেলেন কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নকে (ইনিংসে ৩৭ বার ৫ উইকেট)। সামনে শুধু নজরে মুথাইয়া মুরলীধরন (৬৭ বার)। পরিসংখ্যান প্রথমদিনে ছেলের শতরানের সাক্ষী ছিলেন সিনিয়ার অশ্বীন। এদিন ওয়ার্নকে ছোঁয়ার মুহূর্তে ভিভিআইপি বক্সে অশ্বীনের স্ত্রী, দুই মেয়ে

৮৮ রানে ৬ উইকেট। সাফল্যের খুশি অশ্বীনের চোখেমুখে। জাদেজার ঝোলায় তিন শিকার। তিনশো উইকেট থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে। কানপুরে নামবেন নয়া মাইলস্টোন স্পর্শের তাগিদ নিয়ে।

গৌতম গম্ভীর, রোহিতদের চোখ ২-০, বাংলাদেশকে হোয়াইটওয়াশ করিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের রাস্তা আরও সুগম করে নেওয়া। এখনও পর্যন্ত ১০টি চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে ৭টিতে জিতে শীর্ষে রয়েছে ভারত। হার ২, ড্র ১। হারজিতের শতকরা হার ৭১.৬৭।

তাই বলতে পেরেছেন, 'চিপকের

পিচ দারুণ ছিল। লাল মাটির পিচে

সবাইকে একটু ধৈর্য ধরতে হয়।

আমরাও সেভাবেই সফল হয়েছি।

টেস্ট ক্রিকেট আদতে ধৈর্যের খেলা।

আসলে এই টেস্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল,

বেশ কয়েক মাস পর লাল বলের

ক্রিকেট খেললেও স্কিল আমাদের

একই রয়েছে। ম্যাচের সেরা অশ্বীন,

মৃত্যুকে জয় করে ফিরে আসা

ঋষভও দারুণ পারফর্ম করেছেন।

পেয়েছেন অধিনায়কের প্রশংসাও।

রোহিতের কথায়, 'অশ্বীনকে নিয়ে

নতুনভাবে আর কী-ই বা বলব। ও

দেখিয়ে দিয়েছে, পিচে কোনও জুজু

ष्टिल ना। निरक्तरक **अ**रग्नां कर्तर

পারলেই চিপকে সফল হওয়া যায়।

প্রথমে ব্যাট ও পরে বল হাতে সেটাই

করে দেখাল অ্যাশ।' একইভাবে

ঋষভকেও ঢালাও শংসাপত্র দিয়ে

ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'কঠিন

সময় কাটিয়ে ফিরেই অসাধারণ

খেলল ঋষভ। আইপিএল, টি২০

বিশ্বকাপে আগেই নিজের উপস্থিতি

জানান দিয়েছিল ও। এবার টেস্টের

আঙিনা, যেটা ওর সবচেয়ে প্রিয়

সেখানেও ঋষভ বুঝিয়ে দিল এখনও

অনেক পথ চলার বাকি।

সব পিচেই খেলতে

তখন যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ

করে দিয়েছেন। আর সেই অনুশীলন

শুরু হয়েছে কোচ গৌতম গম্ভীরের

কডা নজরদারিতে। সতীর্থদের সঙ্গে

অনুশীলনে যোগ দেওয়ার আগে

ভারত অধিনায়ক রোহিত বলেছেন,

'দারুণ ইতিবাচক ফলাফল হয়েছে

ম্যাচের। আগামীর লক্ষ্যে এই ম্যাচে

পর টেস্ট খেললাম আমরা। প্রমাণ

আমাদের জন্য এটা দারুণ ব্যাপার।

হাতে রান পাননি। কিন্তু অলরাউন্ড

দক্ষতায় ম্যাচের সেরা হয়েছেন

ববিচন্দ্রন অশ্বীন। রবীন্দ্র জাদেজাও

তাঁর অলরাউন্ড দক্ষতার পরিচয়

দিয়েছেন। প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে ঋষভ

পন্থ, রাহুলরাও প্রমাণ করেছেন তাঁদের দক্ষতা। জসপ্রীত বুমরাহ,

মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপরাও

রোহিত নিজে হয়তো ব্যাট

পরিকল্পনার লক্ষ্যে

রে ভারত : রে

চেন্নাই, ২২ সেপ্টেম্বর : সাড়ে মঞ্চে হাজির হলেন, মাঠের ভিতরে

মহলের দাবি, স্যুর ডন ব্র্যাডম্যানের জেতাটা প্রয়োজন ছিল। অনেকদিন

দিকেই মূল লক্ষ্য ভারত অধিনায়কের। হয়ে গেল, সকলেই ছন্দে রয়েছে।

উড়িয়ে দেওয়ার পরই রোহিত শর্মার সামনে এখন ঠাসা সূচি আমাদের।'

ভরপুর আত্মবিশ্বাস। বাংলাদেশ প্রমাণ করেছেন, আগামীর চ্যালেঞ্জের

দখলের পর ভারত অধিনায়ক জন্য তাঁরাও তৈরি। চওড়া হাসি

যখন পুরস্কার বিতরণী নিয়ে রোহিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে

আগামীব

রানে বাংলাদেশকে রাহুলরা নতুন উদ্যমে অনুশীলন শুরু

উইকেট|বোলার

অনিল কুম্বলে বিষান সিং বেদি

সেঞ্চরি ও ৫ উইকেট ইয়ান বোথাম ৫ বার

একই টেস্টে

রবিচন্দ্রন অশ্বীন ৪ বার ভারত <mark>১২</mark>

১৭৯-১৭৮ চেনাই ম্যাচের পর টেস্টে ভারতের জয়-পরাজয়ের হিসেব। টেস্টে প্রথমবার ভারতের জয়ের সংখ্যা হারের চেয়ে বেশি হল।

৩৭ রবিচন্দ্রন অশ্বীন টেস্টে এক ইনিংসে ৩৭ বার পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিলেন। এই তালিকায় শেন ওয়ার্নের সঙ্গে তিনি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। সামনে মুথাইয়া মুরলীধরন

৩৮ বছর ৬ দিন ভারতের বয়স্কতম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে পাঁচ উইকেট পেলেন অশ্বীন। ভাঙলেন ভিনু মানকড়ের (৩৭ বছর ৩০৬ দিন) রেকর্ড।

🔰 অশ্বীন প্রথম ক্রিকেটার যিনি একই ভেনুতে দুইবার একই টেস্টে শতরান করার সঙ্গে পাঁচ উইকেট নিলেন।

🖒 পুরুষদের টেস্টে বয়স্কতম হিসেবে একই ম্যাচে শতরান ও পাঁচ উইকেট পেলেন অশ্বীন। আগের রেকর্ডটি ছিল পলি উমরিগড়ের (৩৬ বছর ৭ দিন, ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট ইভিজের

৭ চতুর্থ ইনিংসে সাতবার পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নিলেন অশ্বীন। যা বিশ্বে যুগ্মভাবে দ্বিতীয়

১২ টেস্ট ম্যাচে ১২ বার পঞ্চাশ প্লাস স্কোরের সঙ্গে ৫ উইকেট পেলেন রবীন্দ্র জাদেজা। ইয়ান বোথামের (১৬ বার) যা সর্বাধিক।

উত্তেজক সমাপ্তির পথে প্রথম টেস্ট

নজির গড়লেন উইলিয়ামসন

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ইতিহাসের পাতায় নাম তুললেন কেন উইলিয়ামসন। আন্তৰ্জাতিক ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের সর্বাধিক রানের মালিক হলেন তিনি।

চতুর্থ দিনের শেষে উত্তেজক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড টেস্ট। শেষ দিনে জয়ের জন্য কিউয়িদের প্রয়োজন ৬৮ রান। হাতে মাত্র দুই উইকেট। তবে কিউয়িদের ভরসা জোগাচ্ছেন ১১ রানে অপরাজিত রাচিন রবীন্দ্র। সঙ্গী আজাজ প্যাটেল (০)।

এদিকে প্রথম অর্ধশতরান করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে **৩০ রানে ফেরেন উইলিয়ামসন**। বড় রান না পেলেও বড়সড়ো কীর্তি গড়েছেন প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক। সব ফরম্যাট মিলিয়ে এতদিন নিউজিল্যান্ডের সর্বাধিক রানের মালিক ছিলেন রস টেলর। ১৮ হাজার ১৯৯ রান রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। এবার তাঁকে টপকালেন উইলিয়ামসন। দেশের হয়ে ৩৫৯তম ম্যাচ খেলতে নেমে এই নজির গড়লেন তিনি। বর্তমানে কেনের ঝুলিতে রয়েছে ১৮ হাজার

অশ্বীন প্রস্তুত দীর্ঘ মরশুমের চ্যালেঞ্জে

চেন্নাই, ২২ সেপ্টেম্বর : বয়স এখন ৩৮!

কিন্তু তাতে কী? মানসিকভাবে তিনি এখনও তরুণ। যিনি সবসময় নতুন কিছু করতে পছন্দ করেন। চেষ্টা করেন চ্যালেঞ্জ নিতে। আর সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে সামনের পথে এগিয়ে যাওয়ার স্কিলটা অনেকদিনই রপ্ত করে ফেলেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। দোসর হিসেবে সঙ্গে যোগ হয়েছে যোগাসন। যা ৩৮ বছরের অশ্বীনকে মানসিকভাবে আরও বেশি শক্তপোক্ত করে দিয়েছে। ফিটনেসের রুটিনও

ফেলেছেন টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অলরাউন্ডার। আগের মতো কঠিন পরিশ্রম করেন ঠিকই। কিন্তু শরীরের অবস্থা বুঝে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে। ১০১ টেস্টে ৫২২ উইকেট ও ৬টি শতরানের পরও নিজেকে অলরাউন্ডার তকমা দিতে চান না অশ্বীন। বরং তিনি নিজেকে একজন বোলার হিসেবে দেখতে বেশি পছন্দ করেন। চেন্নাই টেস্টে ম্যাচের সেরা হওয়ার পর পুরস্কার মঞ্চে তিনি যেমন তাঁর ক্রিকেটীয় দর্শন তুলে ধরেছেন। তেমনই সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েও একইভাবে নিজের মনের জানলা খুলে দিয়েছেন। যেখানে প্রবলভাবে রয়েছে বছর শেষের অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নিয়ে ভাবনা। এমনকি আগামী বছরের জুন-জুলাই মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফরের পরিকল্পনাও রয়েছে। অশ্বীনের কথায়, 'বল করাই আমার মূল কাজ। নিজেকে প্রাথমিকভাবে বোলার হিসেবেই ভাবি।এই কথা ঠিক, এখন ব্যাটিংয়েও অনেক উন্নতি করেছি। রানও করছি। ব্যাটিং, বোলিং-দুই বিষয়কেই আলাদাভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি এখন। সামনে দীর্ঘ ক্রিকেট মরশুম। টানা টেস্ট ম্যাচ। অশ্বীনের কথায়,



ম্যাচের সেরা হওয়ার পর বাবার আলিঙ্গনে রবিচন্দ্রন অশ্বীন।



ম্যাচ শেষে স্ত্রী প্রীতির সঙ্গে আড্ডায় অশ্বীন। চেন্নাইয়ে রবিবার।

'সামনে টানা ম্যাচ রয়েছে। টানা তিন-চার মাস একই ছন্দে খেলে যাওয়াটা সহজ নয়। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে সবসময় চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি। ঠাসা সূচির চ্যালেঞ্জ নিশ্চিতভাবেই কঠিন। কিন্তু এই সূচির সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিয়ে মাঠে সেরাটা দিতেই হবে।'

আজই শেষ হওয়া চেন্নাই টেস্টের প্রথম ইনিংসে শতরান করেছিলেন অশ্বীন। বল হাতে প্রথম ইনিংসে উইকেট না পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর পকেটে ছয়টি উইকেট।

তুলে দিয়ে ম্যাচ সেরা হওয়ার পর অশ্বীন বলেছেন, 'ক্রিকেটীয় স্কিলের পাশে ফিটনেস নিয়েও খাটছি এখন আমি। বয়সের দিক থেকে ৩৮ আর ৩৫ এক নয় কখনোই। নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেটের জন্য ফিট রাখতে হলে সতর্ক থাকতেই হবে। এখন নিয়মিত যোগও করি আমি। আগের তুলনায় মানসিকভাবে অনেক শান্ত হয়ে গিয়েছি। ক্রিকেটীয় ফোকাস বজায় রাখাই এখন মূল লক্ষ্য আমার। তার জন্য পরিকল্পনা করেই সামনে তাকাতে চাইছি। চিপকের 'অজানা' বাইশ গজে যখন জোরে বোলাররা সফল হচ্ছিলেন। তখন সেই পিচেই ঘূর্ণির ঘেরাটোপ বানিয়ে দিলেন অশ্বীন। কীভাবে সফল হলেন তিনি? ভারতীয় অফস্পিনারের কথায়, 'চেন্নাইয়ের মাঠে খেলা আমার জন্য সবসময় বিশেষ অনুভূতি। এই মাঠের গ্যালারিতে বসে যেমন বহু ম্যাচ দেখেছি। তেমনই বিস্তর ক্রিকেট খেলেছি এখানে। ফলে এই মাঠের সবটাই আমার জানা। বলতে পারেন.



৬২৯ দিন পর টেস্ট খেলতে নেমে শতরান করলেন ঋষভ পস্ত।

এই শতরানের গুরুত্ব অনেক, মন্তব্য ঋষভের

চেন্নাই, ২২ সেপ্টেম্বর : টি২০, ওডিআই ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন আগেই হয়েছে। বিশ্বজয়ের স্বাদও মিলেছে। এবার সম্পন্ন টেস্টে ফেরার ইচ্ছেটুকুও। ৬২৯ দিন পর টেস্ট প্রত্যাবর্তনেই আবার সেঞ্চুরি। আগের পাঁচটির থেকে যে শতরানকে এগিয়ে রাখছেন ঋষভ পন্থ।

ম্যাচ শেষে সফল কামব্যাকের খশি নিয়ে ঋষভ বলেছেন. 'এই সেঞ্চরির গুরুত্ব অনেক বেশি আমার কাছে। চেন্নাইয়ে খেলতে বরাবরই ভলোবাসি। দুর্ঘটনার পর তিন ফরম্যাটে ফেরার জন্য মরিয়া ছিলাম। এটাই ছিল ফেরার পর প্রথম টেস্ট। আবেগটা তাই একট বেশিই ছিল। মাঠে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। উপভোগও করেছি।'

নিজের ইনিংস সম্পর্কে ঋষভ জানান, লক্ষ্য ছিল যতবেশি সময় ক্রিজে কাটানো। নিজের মতো করে পরিস্থিতি বঝে ব্যাটিং কৌশল ঠিক করেছেন। সেইমাফিক নিজেকে প্রয়োগ করেছেন। দ্রুত তিন উইকেট পড়ার পর জুটি গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। শুভমান গিলের সঙ্গে লম্বা জুটি করতে পেরে তপ্ত। ঋষভের মতে, মাঠের

বাইরে শুভমানের সঙ্গে বন্ধত্বটাও পার্টনারশিপের সময় কাজে লেগেছে। বাংলাদেশ শিবিরের চেহারা পেসারদের নিয়ে স্বৎ দেখছেন নাজমূল

স্বভাবতই উলটো। পাকিস্তানে গিয়ে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশের 'মধুচন্দ্রিমা'য় আপাতত ইতি। ভারতীয় দল বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছে টাইগার শিবিরকে। স্বভাবতই চেন্নাইয়ে জঘন্য হারে উধাও ফরফরে মেজাজ। বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তও মানছেন অনেক উন্নতির প্রয়োজন। তবে ভেঙে পড়তে নারাজ। আশায় ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু দ্বিতীয় টেস্টে দল ঘুরে দাঁড়াবে। ম্যাচের পর নাজমুলের মুখে প্রথম দিন তাসকিন আহমেদ, হাসান মাহমুদের বোলিংয়ের কথা। ভারতীয় টপ অর্ডারকে দ্রুত ফিরিয়ে যে সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন হাসানরা. তার মধ্যে ইতিবাচক দিক খোঁজার চেষ্টা। জানিয়েছেন, জোরে বোলিং এখন বাংলাদেশের অন্যতম শক্তি। চেন্নাই টেস্টে শুরুটা ভালোও হয়েছিল। কিন্তু সেটা ধরে রাখা যায়নি। আরও ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে।

কৃতিত্বটা অবশ্য ভারতীয় দলকেও দিচ্ছেন। নাজমূলের কথায়, রবিচন্দ্রন অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজার দুর্দান্ত যুগলবন্দিতে ম্যাচে ফৈরে ভারত। এরপরই ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়া। অনেকাংশে দায়ী ব্যাটিং। যে পিচে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, শুভমান গিল, ঋষভ পন্থরা ছড়ি ঘুরিয়েছে সেখানে চূড়ান্ত বর্থে বাংলাদেশ ব্যাটাররা।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যতিক্রম বলতে নাজমূলের ৮২। নিজের ইনিংস সম্পর্কে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেছেন, 'ব্যাট হাতে সবসময় অবদান রাখতে চাই। নিজের ইনিংসটা উপভোগও করেছি। লক্ষ্য ছিল, যত বেশি সময় ক্রিজে কাটিয়ে লক্ষ্যের যতটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছোনো। কিন্তু যা করতে চেয়েছি, শেষপর্যন্ত তা পারিনি আমরা।'

দলীপে সেরা মায়াঙ্করা

সেই অভিজ্ঞতাই কাজে দিয়েছে।'

অনন্তপুর, ২২ সেপ্টেম্বর : তিন রাউন্ডের লডাই শেষে দলীপ ট্রফির শিরোপা মায়াঙ্ক আগরওয়ালের 'এ' দলের। প্রতিপক্ষের সামনে ৩৫০ রানের জয়লক্ষ্য ছুড়ে দেন মায়াঙ্করা। জবাবে বি সাই সুদর্শন মরিয়া প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, ম্যাচকে ড্র রাখতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু ১২ বলের একটা স্পেলে সুদর্শন (১১১) সহ তিন উইকেট নিয়ে জয় সনিশ্চিত করে দেন প্রসিধ কফা। ২১৭ রানের মাথায় 'সি' দলের শেষ উইকেট যখন পড়ে, তখন ম্যাচের মাত্র ৪.১ ওভার বাকি। দিনের আলোও অনেকটা কমে এসেছে। শেষপর্যন্ত প্রসিধের দুরন্ত স্পেলের হাত ধরে মায়াঙ্ক ব্রিগেডের ম্যাচ ও দলীপ জয় সম্পন্ন। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন 'এ' দলের ব্যাটার শাশ্বত রাওয়াত। টুর্নামেন্টে সেরার শিরোপা 'সি' দলের পেসার অংশুল কম্বোজের।



দলীপ ট্রফি হাতে ইন্ডিয়া 'এ' দলের অধিনায়ক মায়াঙ্ক আগরওয়াল।

'বি' বনাম 'ডি' দলের অপর ম্যাচে অর্শদীপ সিংয়ের দাপট। ইয়ান চ্যাপেল বলছিলেন, ভারতীয় পেস আক্রমণে বৈচিত্র্য বাড়াতে দরকার একজন বাঁহাতি জোরে বোলার। দলীপ ট্রফিতে এদিন বিধ্বংসী স্পেলে ইয়ানের দাবি উসকে দিলেন অর্শদীপ। অর্শদীপের (৪০/৬) যে ঝাঁঝালো বোলিংয়ের সামনে মাত্র ১১৫ রানে গুটিয়ে যায় অভিমন্যু ঈশ্বরণের 'বি' দল। নীতীশ কুমার রেড্ডি সবাধিক ৪০ রান করেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অতিরিক্ত ২২।সর্যকমার যাদব ১৬ এবং অভিমন্যু ঈশ্বরণ ১৯ রানে ফেরেন। বাকিরা কেউ দুই অঙ্কে পৌঁছোতে পারেননি। প্রসঙ্গত, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এটাই অর্শদীপের সেরা পারফরমেন্স। সবমিলিয়ে ম্যাচে ৯ উইকেট। অর্শদীপের পাশে নজর কাড়েন বিদর্ভের আদিত্য ঠাকরে (৫৯/৪)। দুইজনের দাপটে ২২.২ ওভারেই গুটিয়ে যান ঈশ্বরণরা।

ভারতের জন্য বুমরাহ-ঋষভের ফিট ও ফর্মে থাকা

মাটিতে সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে পন্থকে চোটমুক্ত রাখা। জসপ্রীত বমরাহ ও ঋষভ পম্থের ফিট এবং ফর্মে থাকা জরুরি ভারতীয় দলের জন্য। আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে দুজনে সিরিজের ভাগ্য গড়ে দিয়েছিল। দীর্ঘদিন এক্স ফ্যাক্টর। বক্তা অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পর টেস্ট প্রত্যাবর্তনেই চেন্নাইয়ে শতরান

অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল। 'ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত, প্রথম একাদশে থাকা যত বেশি সংখ্যক প্লেয়ারকে সুস্থ রাখা। যাতে প্রত্যেকে তাদের সেরা অনেকটা জায়গা কভার করতে হয়। রবি

মেলবর্ন, ২২ সেপ্টেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার অবশ্য উচিত জসপ্রীত বুমরাহ, ঋষভ কিপিংয়ে প্রভূত উন্নতি করেছে ও। '

সিডনিতে করা ৯৭ ও গাব্বার ৮৯ অজি কিংবদন্তি। ইয়ানের মতে, 'গত অজি করেছেন। ইয়ান বলেছেন, 'ঋষভ যদি নিজের কলামে চ্যাপেল লিখেছেন, ছন্দে থাকে, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে ও একদম যথায়থ। কারণ, এখানে একজন উইকেটকিপারকে মাঠের দুইদিকে সফরে বুমরাহ ও মহম্মদ সিরাজ খুব ভালো পারফরমেন্স দিতে পারে। মূল ফোকাস শাস্ত্রীর নজরদারিতে (প্রাক্তন হেডকোচ)

৫ ম্যাচের লম্বা সিরিজে বুমরাহর সুস্থ ২০২০-'২১ সালের সফরে ঋষভের থাকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন

> বডার-গাভাসকার সিরিজ নিয়ে ইয়ান পারফর্ম করেছিল। ভারতীয় বোলিংয়

> আক্রমণের মুখ বুমরাহ। ওর সাফল্যের

ওপর নির্ভর করবে অনেক কিছু। বুমরাহর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের দিকে তাই বাডতি নজর দেওয়া উচিত। মহম্মদ সামির কথাও তুললেন

ইয়ান। জানিয়েছেন, সামি ফিট হয়ে গেলে ভারতের জন্য সোনে পে সোহাগা। তবে পেস আক্রমণে বৈচিত্র্য বাড়াতে একজন বাঁহাতি জোরে বোলার দরকার, সেটাও মনে করিয়ে দিলেন। পাশাপাশি রবিচন্দ্রন অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজা থাকলেও অস্ট্রেলিয়ায় কুলদীপ যাদবকে অবহেলা করা যাবে না বলৈ মনে করেন ইয়ান।



বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমূল হোসেন শান্তর ক্যাচ ধরার পর জসপ্রীত বুমরাহ। রবিবার।

गारो गरापान

চৌষটি খোপের সোনালি রূপকথা



দাবা অলিম্পিয়াডের পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই সোনা জিতে ইতিহাস গঁডল ভারত। এটাই অলিম্পিয়াডে ভারতের প্রথম সোনা জয়। এর আগে ২০২০ সালে করোনার মধ্যে হওয়া দাবা অলিম্পিয়াডের পুরুষ বিভাগে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে সোনা জিতলেও সেটা ছিল অনলাইনে। তাই এবারের সোনার স্বাদ আরও মধুর। একই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সোনা জিতলেন ডোম্মারাজু গুকেশ, অর্জুন এরিগাইসি, দিব্যা দেশমুখ ও বন্তিকা

৬৪ খোপের খেলায় সোনা এনে দিলেন পুরুষ দলের গুকেশ, এরিগাইসি, রমেশবাব প্রজ্ঞানানন্দ, ভিদিত গুজরাটি এবং পেন্তালা তাঁরা স্লোভেনিয়াকে হারালেন ৩.৫-০.৫ ব্যবধানে। জয় পান অর্জন, গুকেশ ও প্রজ্ঞা। সোনা জয়ের পর গুকেশ ফাঁস করলেন

তাঁরা একপ্রস্থ সেলিব্রেশন করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে গতকালের ম্যাচের পর আমিও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। গতকাল টিম মিটিংয়ে সেলিব্রেশনের মেজাজে ছিলাম। মনে হচ্ছিল আর যেন খেলতে না হয়। তারই মধ্যে আমরা নিজেদের ফোকাস ধরে রেখেছি।'

ব্যক্তিগতভাবে সোনা জিতলেও গুকেশ জানালেন, ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে দলের সাফল্যই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মন্তব্য, 'গতবার অল্পের জন্য সোনা জিততে পারিনি। তাই এবারে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম দলকে সোনা জেতাতে যত পরিশ্রমই করতে হোক না কেন করব। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। শুধু চেয়েছি দল জিতুক। মহিলা দলের সদস্য ছিলেন হরিকা দ্রোণাভাল্লি, রমেশবাবু বৈশালী, দিব্যা,

গতকাল আমেরিকাকে হারিয়েই বন্তিকা ও তানিয়া সচদেব। শেষ রাউন্ডে হরিকারা ৩.৫-০.৫ ব্যবধানে হারিয়েছেন আজারবাইজানকে। জয় পান হরিকা, বন্তিকা ও দিব্যা।

> অন্যদিকে, কাজাখস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হেরে যাওয়ায় মহিলাদের সোনা জয় নিশ্চিত হয়। সোনা জিতে বৈশালী জানিয়েছেন আগের রাত তিনি ঘুমোতে পারেননি। তাঁর মন্তব্য, 'শেষ পর্যন্ত আমরা জিততে পেরেছি! আমি খুব খুশি। গত বছর শেষ রাউন্ডে হারের যন্ত্রণা এখনও ভূলতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে গতকাল রাতে এসব কথা ভেবে ঘুম আসেনি।'

রবিবার শেষ রাউন্ডে নামার আগে পুরুষদের বিভাগে ভারত দ্বিতীয় স্থানে থাকা চিনের থেকে ২ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। অর্থাৎ শেষ রাউন্ডে স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে ন্যনতম ড করলেই সোনা এসে যেত গুকেশদের হাতে। গুকেশ ও অর্জুন









বদাপেস্টে ইতিহাস তৈরির দিনে দাবার বোর্ডে রমেশবাব প্রজ্ঞানানন, ভিদিত গুজরাটি, ডোম্মারাজু গুকেশ ও অর্জুন এরিগাইসি (ওপরে বাঁদিক থেকে)।

নিজেদের ম্যাচ জিতে সোনা নিশ্চিত পয়েন্ট পেয়েছেন। হারিয়েছেন গুকেশ ও অর্জুন অনবদ্য ফর্মে ছিলেন। অর্জন ১১টির মধ্যে ৯টি ম্যাচই জিতেছেন। দুইজনই দাবার বিশ্ব অন্যদিকে গুকেশ ১০ রাউন্ডে ৯ প্রথম পাঁচে জায়গা করে নিয়েছেন।

করেন। গোটা প্রতিযোগিতাজুড়েই ফ্যাবিয়ানো কারুয়ানা, উই ই-কে। অলিম্পিয়াডে পারফরমেন্সে গুকেশ ও অর্জন

কে কীসে সোনা পেলেন 🛚 🥨

ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দল

ব্যক্তিগত বিভাগে ডোম্মারাজু গুকেশ (পুরুষ বিভাগে বোর্ড ১), অর্জুন এরিগাইসি (পুরুষ বিভাগে বোর্ড ৩), দিব্যা দেশমুখ (মহিলা বিভাগে বোর্ড ৩) ও বন্তিকা আগরওয়াল (মহিলা বিভাগে বোর্ড ৪)।

অবিশ্বাস্য পারফরমেন্স ভারতের। এবারের দাবা অলিম্পিয়াডে ভারত যে আধিপত্য দেখাল সেটার সঙ্গে দাবায় একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনা চলতে পারে। এই ভারতীয় দল সব বিভাগেই বাকিদের টেক্কা দিল।

মোহনবাগানের আজ ডুরান্ডের বদলার ম্যাচ

সোনা জিতে উচ্ছাস হরিকা দ্রোণাভাল্লি, আর বৈশালী, দিব্যা দেশমুখ, বস্তিকা আগরওয়াল ও তানিয়া সচদেবের।



নর্থইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচের প্রস্তুতিতে কামিংস-ম্যাকলারেনরা। - ডি মণ্ডল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিশোধের ম্যাচ না বলতে চাইলেও তারকাখচিত আক্রমণভাগ নিয়ে প্রচুর নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে গোল করতে পারছে, না ডিফেন্স জয়ে ফেরাটা যে খর জরুবি সৌটা জানিয়ে দিতে দ্বিধা নেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরের।

গত কয়েক মুবশুম ধরে মোহনবাগান সমর্থকদের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণ অবশ্যই তাঁদের প্রিয় দলের ধারাবাহিক ভালো পারফরমেন্স ও ট্রফি জয়।এবার মরশুমের শুরুতেই তাই ডুরান্ড কাপের ফাইনালে দলের হার এবং তাও নর্থইস্টের মতো আগে কোনও ট্রফি না পাওয়া দলের কাছে, এ একেবারেই হজম হচ্ছে না তাঁদের। আইএসএলের শুরুটাও মনোমতো হয়নি, এটা কোচ কেন অভিষেক সুর্যবংশীর মতো জুনিয়ার ছেলেও বঝতে পারছেন। তাই তিনিও বলে ফেলেন, 'আমরা সমর্থকদের চাহিদার জন্য চাপে আছি এমন নয়। তবে ওঁৱা তো সবসময় পাশে থাকেন তাই সমর্থকদের জন্যই ম্যাচ ও ট্রফি জিততে চাই।' কিন্তু সমস্যা হল, 'জিততে চাই,' বললেই তো আর

ফের পয়েন্ট নষ্ট

মেসির দলের

নিউ ইয়র্ক, ২২ সেপ্টেম্বর

লিওনেল মেসি গোল পেলেন না।

জেতা যায় না। সেটা জানেন, বাগান কোচ নিজেও। আর হোসে মোলিনার কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : সামনে দুটিই সমস্যা। না তাঁর দল কোনটায় জোর দেবেন জানতে চাইলে মোলিনার মন্তব্য বেরিয়ে আসে. 'দুটিই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। দলকে

আজ আইএসএলে

মোহনবাগান স্পার জায়েন্ট বনাম নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি

স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায

জিততে হলে যেমন গোল করতে হবে তেমনি গোল আটকাতেও হবে। এই মুহুর্তে আমি খানিকটা হলেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। প্রতিদিন খাটছি গোল খাওয়া আটকাতে। তেমনি গোলও যাতে ছেলেরা পায়, সেটাও দেখা দরকার।

এই ম্যাচে গোল পাওয়ার জন্য প্রশ্ন তৈরি হয়ে যাবে।

তিনি সম্ভবত মরশুমে প্রথমবার ব্যবহার করতে চলেছেন এ লিগের সর্বকালের স্বাধিক গোলদাতাকে। ম্যাকলারেনকে অনশীলনে দেখা গেল সমানতালে বাকিদের সঙ্গে প্রস্তুতি সারতে। যা হয়তো খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছেন দিমিত্রি পেত্রাতোস-গ্রেগ স্টুয়ার্টদের মতো গেম মেকারদেরও। আবার নতুন হেয়ারস্টাইলে তিনি এবং এতে যে বেশি ভালো লাগছে একথা দিমিকে জানাতেই লাজুক হাসির সঙ্গে চোখ নাচিয়ে জানালেন, চুলের সৌন্দর্যের মতোই খেলাটারও উন্নতি করতে হবে। আর দিমি ভালো খেললে যে মোহনবাগানও অন্যদের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, এটা গত দুই মরশুমেই বোঝা গেছে। কিন্তু সমস্যা হল, এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচে নেই আলবাতো রডরিগেজ। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে যাঁকে ভাবতে পারতেন সেই আনোয়ার আলির এদিন লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক হয়ে গেল। মোলিনা অবশ্য দীপেন্দ বিশ্বাসকে প্রচুর নম্বর দিলেন, 'যে নেই তাঁকে নিয়ে ভাবতে যাব কেন? বরং আমাদের দীপেন্দ তো বেশ ভালো খেলছে। ও বয়সে তরুণ। রোজ শিখছে। দেখবেন যত সময় জাব∖ও সম্ভবত এএফসি-র ম্যাচের মতো তিনি চার ডিফেন্ডারেই খেলাবেন সোমবারও।

তিনি যখন এসব ভাবছেন তখন প্রথম ম্যাচে এই কলকাতা থেকেই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে পুরো পয়েন্ট নিয়ে যাওয়া হুয়ান পেঁদ্রো বেনালি জানিয়ে দিলেন. 'আমাদের কাজ হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কাজ কঠিন করে তোলা। মোহনবাগান যেহেতু গত কয়েকটা ম্যাচে ভালো করতে পারেনি, তাই ওরা পুরো পয়েন্ট পেতে ঝাঁপিয়ে পড়বেই। আমার ছেলেরা ওদের কাজ কঠিন করতে তৈরি।' সেটা সত্যিই যদি করে দেখাতে পারেন অ্যালাডিডন আজাবাই-জিতিন এমএসবা তাহলে হয়তো মোলিনাকে নিয়ে সমর্থকদের পাশাপাশি ম্যানেজমেন্টের মধ্যেও

এশিয়া প্যাসিফিক যোগায় প্রথম প্রিয়া



মায়ামির। মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে শীর্ষে থেকে ফাইনাল

রাউন্ডে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে মেসির ইন্টার মায়ামি। তবে শনিবার জিততে পারলে, এমএলএসে এক মরশুমে সবাধিক পয়েন্ট সংগ্রহ করে রেকর্ড গড়ার হাতছানি ছিল তাদের সামনে। সেই নজির অধরাই থেকে গেল।





দিতে চান।

জলপাইগুড়িতে ফিরে প্রিয়া ঘোষ।

জলপাইগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর : প্যাসিফিক থাইল্যান্ডে এশিয়া স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম হয়েছেন কলেজ পাডার মেয়ে প্রিয়া ঘোষ। রবিবার তিনি জলপাইগুড়িতে ফিরলেন। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মা মায়া ঘোষ মেয়েকে জড়িয়ে ধরেন। দাদা অপূর্ব আদরের বোনের পদক হাতে নিয়ে বারবার কপালে ঠেকাচ্ছিলেন। প্রিয়ার বাবা বেশ কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছেন। দাদাকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। প্রিয়াও যোগাসন শিখিয়ে অর্থ উপার্জন করেন।

স্তরে প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার পর তাঁর মনোবল বেড়ে যায়। কিন্তু থাইল্যান্ডে যাওয়ার খরচ নিয়ে প্রিয়া চিন্তায় পড়ে যায়। দাদা তখন বোনকে বলেন, 'তুমি তোমার মত অনুশীলন করে যাও। যেখান থেকে হোক আমি টাকা জোগাড় করব।' তখনই প্রিয়া স্থির করে নেন থাইল্যান্ড থেকে পদক নিয়ে ফিরবেন। এদিন তাঁর মা মেয়েকে আর্শীবাদ করে বলেছেন ওয়ার্ল্ড যোগা আসন প্রতিযোগিতাতেও তোমাকে পদক জিততেই হবে। ২৮ ডিসেম্বর থেকে ভাইজাগে ওয়ার্ল্ড যোগা আসন প্রতিযোগিতা রয়েছে। সোমবার থেকেই তিনি তাঁর প্রস্তুতি শুরু করে





পিভি বিষ্ণুর (বাঁয়ে) গোলের আনন্দ ব্যর্থ করে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিজয়োল্লাস। কোচিতে রবিবার।

আনোয়ারের ভুলেহ

কেরালা ব্লাস্টার্স-২ (নোয়া ও পেপরা) ইস্টবেঙ্গল-১ (বিষ্ণু) সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ধরেই কালেসি কোচ করে দেওয়ার দাবি জানানো শুরু করেছেন সমর্থকরা। কারণটা দল খেলছে ভালো এবং শারীরিক সক্ষমতায় এগিয়ে। এদিনের এই ১-২ গোলে কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে হারের পর দাবি আরও জোরালো হবে নিশ্চিতভাবেই।

বিনোর হাতে তৈরি পিভি বিষ্ণ মাঠে নেমেই এগিয়ে দেন দলকে। দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস ছোট্ট টোকায় বল বাড়াতেই উঠে আসা বিষ্ণু গোলে বল ঠেলে দিতে ভুল করেননি। সন্দীপ সিংয়ের মিস পীস থেকে পাওয়া বল থেকে থ্রু বাডান নন্দকুমার শেখর। বিষ্ণুর মতো ছেলে খঁজে আনা থেকে তৈরি করার কৃতিত্ব নিশ্চিতভাবেই বিনোর প্রাপ্য। বরং গোল ধরে রাখতে না পারা এবং ফের হারের জন্য দোষারোপ করতেই হবে স্প্যানিশ কোচের পরিকল্পনার দৈন্যতা ও আধা ফিট দলকে। মাত্র চার মিনিটের মধ্যে সমতা ফেরান নোয়া সাদাউ। বঁদিক থেকে পাওয়া বল নিয়ে স্রেফ শরীরের দোলায় মহম্মদ রাকিপকে কাটিয়ে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান। এরপরই হঠাৎ গুটিয়ে গিয়ে কোয়াদ্রাতের দল শুধু ড্রয়ের ক্লেইটন সিলভাকে নামালেন তাও

অলউইন তক্মা

আর্সেনালকে এগিয়ে দেওয়ার পর উল্লাস গ্যাব্রিয়েল

মাগালহায়েসের। সঙ্গী সাকা, রাইস, সালিবা।

ক্ষোভ রয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির অন্দরমহলে। দলের তারকা

মিডফিল্ডার রড্রি রীতিমতো বিদ্রোহের সুর তুলেছেন। সমর্থন

রয়েছে কোচ পেপ গুয়ার্দিওলারও। মাঠের বাইরের বিষয়

নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে কি ফোকাস নড়েছে ম্যান সিটির?

চর্চা চলতেই পারে। ঘটনা যাই হোক, এবারের ইংলিশ

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ সেপ্টেম্বর : ঠাসা ক্রীড়াসূচি নিয়ে

স্পষ্ট নয়।এসব দেখেই মিকেল স্তারে হলুদ জার্সিতে মাঠে নামিয়ে দিতে তরতাজা মহম্মদ আইমান, মহম্মদ পারা। যা শুরুতে বাড়তি অক্সিজেন আজহার ও কোয়েম পেপরাকে দেয় দলকে। তবে আক্রমণের ধার নামিয়ে আক্রমণে গতি আনার সুফল পেলেন ৮৮ মিনিটে। আনোয়ার আরও ফিট হতে হবে।লাল-হলুদের আলির জমা করা বল ধরে পেপরার দিমি ফিট নন বলেই ৪৪ মিনিটে কোঁয়াদ্রাতকে সরিয়ে বিনো জর্জকে শট গোলে গেল তাঁরই পায়ের ফাঁক শচীন সুরেশ মাটিতে পড়ে থাকা সিং গিল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আনোয়ার স্পষ্ট। কোয়াদ্রাতের থেকে বিনোর সহ গোটা ডিফেন্স দাঁড়িয়ে দেখল এই গোল। পাঞ্জাবি ডিফেন্ডারের

> দিয়ামান্তাকোস শুরুতে দুইটি সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আমাদের হারতে হয় না। আমরাও সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে না পারায় খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।

কালেসি কোয়াদ্রাত

এই হাল দেখে হয়তো আড়ালে মুচকি হাসছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকরা।

অথচ এদিন কোনও ঝুঁকি নিয়ে সেরা দল শুরু থেকে নামান কোয়াদ্রাত। ৪-৩-৩ ছকে সামনে দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গে নাওরেম মহেশ সিং ও নন্দকুমার। আর মাঝমাঠে সাউল ক্রেসপো ও জিকসন সিংয়ের সঙ্গে শুরু থেকে মাদিহ তালাল। আক্রমণে এদিন শুরু থেকেই একজন বেশি বিদেশি খেলা শুরু করে দেয়। কেন যে তিনি খেলাতে পারার কারণ একটাই। বহু যুদ্ধের পর আনোয়ারকে লাল-

বাড়াতে তালাল ও দিয়ামান্তাকোসকে অবস্থায় গোলে বল ঠেলতে পারলেন না ৬ গজ বক্সের মধ্যে দাঁডিয়ে। তাঁর অপূর্ণ কাজটা শেষ করতে পারেননি

নন্দ বা মহেশ সিংদের চেষ্টা থাকলেও খুব কার্যকরী হতে পারছেন কোথায়? বরং অধিনায়ক ক্রেসপোর চেষ্টাতেই ৩৩ মিনিটে গোল পেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। তাঁর শট ভালো ক্লোজ করেন শচীন। তিন মিনিটের মধ্যেই বক্সের ডানদিক থেকে নেওয়া তাঁর মাপা ফ্রি কিক তালালের পায়ে পড়লে ফরাসি মিডফিল্ডার তা বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন। প্রথম সুযোগ অবশ্য কেরালারই। মাত্র ৯ মিনিটে জেসুস জেমিনেজ বক্সের মধ্যে থেকে দ্বিতীয় পোস্টে শট নেওয়ার জায়গাও পেয়ে গিয়েছিলেন। যা বারে লাগায় তখনই বড় কোনও বিপদ হয়নি ইস্টবেঙ্গলের। তবে শেষমেশ এগিয়ে

গিয়েও শেষরক্ষা হল না তাদের। এদিনের হারের পর দুই ম্যাচে শূন্য পয়েন্ট কিন্তু ফুটবলারদের নয়, চাপে ফেলল কোচকে।

ইস্টবেঙ্গল ঃ গিল, রাকিপ, আনোয়ার, ইউস্তে, জোথাংপুইয়া (গুরসিমরত), ক্রেসপো, জিকসন (সৌভিক), তালাল, নন্দ (আমন), (ক্লেইটন) ত দিয়ামান্তাকোস মহেশ (বিষ্ণু)।

প্রিমিয়ার লিগে প্রথমবার আটকাল গুয়ার্দিওলার ছেলেরা রবিবার আর্সেনালের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করে চলতি ইপিএলে অলউইন তকমা খোয়াল সিটি। ৯ মিনিটে অবশ্য আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড সিটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ২২ মিনিটে সমতা ফেরান আর্সেনালের নবাগত ডিফেন্ডার রিকার্ডো ক্যালাফিওরি। প্রথমার্ধের শেষলগ্নে গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েসের গোলে আর্সেনালের জয় নিশ্চিত দেখাচ্ছিল। লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে কার্ড দেখেন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ ১০ জনের আর্সেনালকে পেয়েও বিবর্ণ লাগছিল সিটিকে। শেষপর্যন্ত অতিরিক্ত

সময়ে সিটিকে ১ পয়েন্ট এনে দেন জন স্টোনস। এদিকে, গত ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছিলেন মার্কাস গ্রাশফোর্ড। কিন্তু তাঁকে শনিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে গোলশুন্য ড্র ম্যাচে প্রথম একাদশের বাইরে রাখেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হ্যাগ। যা অবাক করেছে ফুটবল পণ্ডিতদের। কিন্তু র্যাশফোর্ডকে প্রথম একাদশে না রাখা নিয়ে সাফাই গাইলেন হ্যাগ। বলছেন, র্ব্যাশফোর্ডকে প্রথম একাদশে না রাখার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি প্রত্যেককেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাতে চাই। গোটা মরশুমে আমাদের অনেক ম্যাচ খেলতে হবে। আলেহান্দ্রো গারনাচোর গেমটাইম দরকার। গারনাচো গোলের সঙ্গে অ্যাসিস্টেও দক্ষ। কিন্তু আরও বেশি শুরু থেকে ওর মাঠে নামা প্রয়োজন। গতকালের আগে মাত্র একটা ম্যাচে ও প্রথম এগারোয় ছিল।'

লা লিগায় বড় জয় পেল বার্সেলোনা

অপরাজিত থেকে নজির রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২২ সেপ্টেম্বর : লা লিগায় টানা ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথমার্ধ গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর মিনিট দশেকের মধ্যে গোলহজম। শনিবার রাতে ঘরের মাঠে এস্প্যানিওলের বিরুদ্ধে ম্যাচে কিছক্ষণের জন্য হলেও হারের আশক্ষা ঘিরে ধরেছিল রিয়াল মাদ্রিদকে। তবে পিছিয়ে পডেও শেষপর্যন্ত ৪-১ গোলে দুরন্ত জয় ছিনিয়ে নিল কালোঁ আন্সেলোত্তির দল। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ হল ১৪ পয়েন্ট।

প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও দাপট ছিল রিয়ালেরই। প্রথম ৪৫ মিনিটে গোল

লক্ষ্য করে মোট ১৪টি শট নিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপে, আরদা গুলাররা। ৫৪ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসেন রিয়ালের গোলকিপার কুতো্যা। কিছক্ষণের মধ্যেই ড্যানি কার্ভাহালের গোলৈ সমতা ফেরায় রিয়াল মাদ্রিদ। ৭৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল রডরিগোর। তিন মিনিটের মধ্যে রিয়ালের হয়ে আরও একটি গোল করেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। নিধারিত সময়ের শেষ মিনিটে পেনাল্টি থেকে কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন এমবাপে।

এমবাপে, ভিনিদের খেলায় সম্ভষ্ট রিয়াল কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'এস্প্যানিওল এগিয়ে যাওয়ার পর ছেলেরা দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে। আমরা ক্রমশ ছন্দে ফিরছি। এই নিয়ে লা লিগায় টানা ৩৮ ম্যাচ



গোল করে কিলিয়ান এমবাপেকে জড়িয়ে ধরলেন ভিনিসিয়াস।

অপরাজিত থেকে নজির গডল রিয়াল। গতবছরের সেপ্টেম্বরে ঘরোয়া লিগে শেষবার আটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে হেরেছিল লস ব্লাঙ্কোসরা। আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে আমরা কতটা ভালো জায়

অ্যাওয়ে ম্যাচে ভিয়ারিয়ালকে ৫-১ গোলে চুর্ণ করেছে বার্সেলোনা। ২০ ও ৩৫ মিনিটে রবার্ট লেওয়ানডস্কির জোড়া গোল বার্সাকে অ্যাডভান্টেজ এনে দিয়েছিল। ৩৮ মিনিটে ভিয়ারিয়ালের আয়োজ পেরেজ অবশ্য একটি গোল ফিরিয়েছিলেন। কিন্তু রাফিনহার জোডা ও পাবলো তোরের গোলে বড জয় নিয়েই বাড়ি ফেরে বার্সা।

জিতল ডায়মন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর : শেষলগ্নে কলকাতা লিগের খেতাবি লড়াই আরও জমিয়ে দিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। রবিবার ক্যালকাটা কাস্ট্রমসকে তারা হারাল ৪-০ গোলে। কিবু ভিকুনার দলের হয়ে গোল করেন রাহুল পাসোয়ান, জবি জাস্টিন, গিরিক খোসলা ও নরহরি শ্রেষ্ঠা। এদিকে, ২৫ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে আই লিগ থ্রি-র মূলপর্ব। সেখানে ডায়মন্ড হারবারের প্রথম ম্যাচ ২৬ তারিখ। সেই কথা মাথায় রেখে এবং ডায়মন্ড হারবারের আবেদনের ভিত্তিতে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে তাদের ২৫ ও ২৮ তারিখের ম্যাচের

দিন পরিবর্তন করছে আইএফএ।

মুখরক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকার

শারজা, ২২ সেপ্টেম্বর : তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ আগেই জিতে নিয়েছিল আফগানিস্তান। রবিবার নিয়মরক্ষার ম্যাচে তাদের ৭ উইকেটে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ বাঁচাল দক্ষিণ আফ্রিকা। রহমানল্লাহ গুরবাজ (৮৯) ছাড়া আফগানদের কেউ চল্লিশের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। তারা ৩৪ ওভারে ১৬৯ রানে অল আউট হয়। আন্দিলে ফেলুকায়ো (১৭/২), লুঙ্গিসানে এনগিডি (২২/২) ও কাবায়োমজি পিটার (২২/২) তাদের ইনিংসে ভাঙন ধরান। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭০ রান তুলে ফেলে। আইডেন মার্করাম ৬৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির পুনে-এর এক বাসিন্দ



17.07.2024 তারিখের দ্র তে ভিয়ার হয়।

সাপ্তাহিক লটারির 87D 38767 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমার জীবনে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে যা মাত্র সামান্য কিছু টাকা খরচ করেই ঘটেছে। আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই এমন একটি চমৎকার স্কিম প্রদান করার জন্য যা সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে পরিবর্তন করে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ভিয়ার রোহিত সুনীল মারালে - কে লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো